চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 23 Saturday, 23 December, 2023 ✱ ২৯ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা ✱ ৬ পৌষ, ১৪৩০, শনিবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

নতুন সংসদ ভবন থেকে রাম জন্মভূমি- সব ক্ষেত্রেই জড়িয়ে টাটা গোষ্ঠীর নাম। এই সংস্থা রাম মন্দির ও সংসদ ভবনের নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার চিতলঘাটা এলাকায় বালির ঘাটকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল। ...বিস্তারিত পাতা ৫

দেশ জুড়ে পালিত হবে ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে আসবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ। জানিয়েছে পিটিআই। ...বিস্তারিত পাতা ৬

শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেই দুরন্ত হাফসেঞ্চুরি করে আলোড়ন ফেলে দিলেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

১ ফেব্রুয়ারি ‘ডেডলাইন’, ‘শীঘ্রই নিয়োগপত্র পাব’

ব্রাত্যর কাছ থেকে আশ্বাস পেলেন চাকরি প্রার্থীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ ১০০০ দিনের উপর রাস্তায় বসে রয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠক ছিল চাকরিপ্রার্থীদের। তাঁদের দাবি, নিয়োগ জট খোলার ব্যাপারে ডেডলাইন দেওয়া হয়েছে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিয়োগপত্র দেওয়ার সংক্রান্ত নোটিশ জারি করা হবে বলে সরকারের তরফে বলা হয়েছে। কিন্তু সেটা কীভাবে হবে সেটা অবশ্য চাকরিপ্রার্থীরা বলতে পারেননি। এদিন বঞ্চিত আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠক ছিল। সেখানে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। আর সেখান থেকে বেরিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ জানিয়ে দেন, ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই আমাদের নিয়োগ সংক্রান্ত নোটিফিকেশ জারি করা হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার পরেই এটা বলা হয়েছে আমাদের কাছে। তবে আইনি জটিলতা কীভাবে মেটানো সম্ভব সেটা পুরোটাই নির্ভর করছে সরকারের উপর। দিনের পর দিন রাস্তায় বসে আন্দোলন করছেন এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা। সম্প্রতি মাথা নেড়া করেও তাঁরা আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। এই ছবি দেখে চমকে উঠেছিল গোটা বাংলা। এরপর তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ আন্দোলনস্থলে এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে যান। কিন্তু দিনের পরে দিন আন্দোলন করার পরেও কেন তাদের চাকরি দেওয়ার

ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হল না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। তবে এতদিন পরে অবশ্য চাকরির নিয়োগপত্র পাওয়া নিয়ে বড় আশ্বাস মিলল। বৈঠকে উপস্থিত চাকরিপ্রার্থীরা জানিয়েছেন, ‘‘যারা প্রকৃত চাকরিপ্রার্থী, যারা সঠিক যোগ্য, ওএমআর শিটে কোনও বিভ্রান্তি নেই তাঁরা চাকরি পাবেন। আইনি জটিলতা কীভাবে কাটবে, কীভাবে তাঁরা ভাববেন সেটা পুরো তাঁদের ব্যাপার। আমরা সাধারণ চাকরিপ্রার্থী। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকেও এনিয়ে নির্দেশ এসেছে। ১ লা ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমাদের নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা নির্দেশিকা জারি করা হবে।’’ তবে জট যে শীঘ্রই কাটতে চলেছে সে বিষয়ে আশাবাদী শিক্ষামন্ত্রী। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘‘ওরা একটা দাবি করেছেন। ওরা চাইছেন ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যদি বিষয়টা শেষ করা যায়। কিন্তু, আমরা তো কোনও নির্দিষ্ট দিনের কথা বলতে পারি না। তবে মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন দ্রুত বিষয়টা হোক। আজকের আলোচনা সদর্থক হয়েছে। কুণাল ঘোষ উদ্যোগ নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত চাকরি দেবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। আমার কাজটা মূলত এদের মাঝখানে একজন কো-অর্ডিনেটরের মতো।’’ এদিকে এই ডেডলাইনের কথা শুনে সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘১ লা ফেব্রুয়ারি কেন ১০ মিনিটেই তো ওঁদের চাকরি দেওয়া যায়। শুধু অবৈধভাবে যারা চাকরি পেয়েছেন তাদের বের করে দেওয়ার নির্দেশ জারি করতে হবে। তার জন্য এত দেরি কেন?’’ তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বছর ঘুরলেই লোকসভা ভোট। ভোটের জন্য ঘোষণা করা গেল না, বা আইনি জটিলতা রয়েছে একথা বলে সরকার জানুয়ারির শেষে পিছিয়ে আসে কি না সেটাই দেখার। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে বিষয়টি খুব জটিল। নির্দিষ্ট অমুক দিন অমুক সময় জট খুলে যাবে এটা বলা যাবে না। ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে জট কাটানোর ব্যাপারে তাঁরা বলেছেন। তবে দিনক্ষণ, পাঁজি দেখে ওইভাবে দিনক্ষণ বলা যাবে না। তবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট কোনও দিনের কথা বলা হয়নি। নতুন করে আইনি জটিলতা যদি না আসে প্রক্রিয়া শুরু করার ব্যাপারে তাঁরা বলেছেন, ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে। দুপক্ষ ঐক্যমত্যে পৌঁছন গিয়েছে।’’

> **আমরা তো কোনও নির্দিষ্ট দিনের কথা বলতে পারি না। তবে মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন দ্রুত বিষয়টা হোক। আজকের আলোচনা সদর্থক হয়েছে।**
> -ব্রাত্য বসু

বিচারপতি সিনহার স্বামীকে কেন প্রায়ই তলব? প্রশ্ন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ বিচারপতি সিনহার স্বামীকে সিআইডি-র তলবের প্রসঙ্গ এবার উঠল হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসেও। সম্প্রতি অন্য একটি মামলায় বিচারপতি সিনহার স্বামী আইনজীবী প্রতাপ চন্দ্র দে’কে তলব করেছিল সিআইডি। সেখানে সিআইডির বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ তুলেছেন আইনজীবী। চিঠি পাঠিয়েছেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপালের কাছেও। এসবের মধ্যেই এবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় রাজ্যের এজির উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন, বিচারপতি সিনহার স্বামীকে কেন প্রায়ই ডেকে পাঠাচ্ছে সিআইডি? এটি কি এতই গুরুত্বপূর্ণ মামলা? প্রসঙ্গত, শুক্রবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে আলিপুরদুয়ারের মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতিতে দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। সেই মামলার শুনানির সময়ই এই মন্তব্য করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এর আগেও যে বিভিন্ন সময়ে আদালতের নির্দেশ না মানার কারণে রাজ্যকে কিংবা সিআইডিকে ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল, সেকথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, ‘‘সুপ্রিম কোর্ট সিআইডি বা রাজ্যকে অনেক নির্দেশ দেন। সব নির্দেশ কি রাজ্য বা সিআইডি মেনে চলে?’’ এদিন আলিপুরদুয়ারের সমবায় সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীনই রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি অ্যাডভোকেট জেনারেল উদ্দেশে বলেন, ‘‘রাজ্যকে আপনি বিভিন্ন বিব্রতকর অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারেন। চেষ্টা করে দেখুন।’’ আলিপুরদুয়ারের ওই সমবায়ের দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তভার সিবিআই-এর উপর দিয়েছে হাইকোর্ট। সেই প্রসঙ্গ টেনেও এদিন বিচারপতি বলেন, ‘‘এই মামলায় সিআইডি কিছুই করতে পারেনি বলে সিবিআইকে দেওয়া হয়েছিল।’’ একইসঙ্গে আলিপুরদুয়ারের ওই মামলায় এদিন বিচারপতি জানিয়েছেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সিবিআইকে গাড়ি ও আটজন পুলিশ অফিসার দেবে রাজ্য। তবে উত্তরবঙ্গে অফিস দেওয়ার জন্য ২ মাস সময় চায় রাজ্য এবং আদালত সেই সময় দিয়েছে রাজ্যকে।

মুখ পুড়ল রাজ্যের, নবান্নে ধরনায় আদালতে ডিএ আন্দোলনকারীদের ‘জয়’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ নবান্নের সামনে ডিএ আন্দোলনকারীদের ধরনায় সিঙ্গল বেঞ্চের অনুমতিকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু সেখানেই ধাক্কা খেল রাজ্য। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ শর্তসাপেক্ষে ডিএ আন্দোলনকারীদের ধরনা কর্মসূচিতে অনুমতি দেয়। শনিবার বিকাল চারটে পর্যন্ত নবান্নের সামনে ধরনায় বসতে পারবেন ডিএ আন্দোলনকারীরা। এটাকে ‘বড় জয়’ হিসাবেই দেখছেন আন্দোলনকারী সরকারি কর্মচারীরা। ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করে আন্দোলনকারীদের বলে দিয়েছে, কোনও অবমাননাকর ও প্ররোচনামূলক মন্তব্য করা যাবে না। মূলত আন্দোলনকারীদের ধরনা কর্মসূচি ছিল ২২-২৪ তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু যেহেতু উৎসবের মরশুম শুরু হয়ে গিয়েছে, মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা বেড়ে গিয়েছে, তাই এই কর্মসূচি দীর্ঘস্থায়ী করা যাবে না। এদিনের শুনানির সময়ে এজি কিশোর দত্তকে প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘আমরা সংবাদপত্রে পড়েছি, ধর্নার অনুমতি পেয়েছে।’’ এজি কিশোর দত্ত বলেন, ‘‘সিঙ্গল বেঞ্চের তরফে অনুমতি দেওয়া হলেও তার সঙ্গে সহমত নয় রাজ্য। আরও অন্যান্য জায়গা আছে। সাধারণত এখানে ধর্না হয় না। পরিবহন দফতরের জায়গা। ২২ থেকে ২৪ ডিসেম্বর করবে বলে অনুমতি পেয়েছেন আন্দোলনকারীরা।’’ আন্দোলনকারীদের তরফে আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘ওই এলাকা পুরো ফাঁকা। শনি ও রবিবার ধর্না হবে। রবিবার সকালে বেরিয়ে যাব।’’ এরপর প্রধান বিচারপতি আইনজীবীকে বলেন, ‘‘এটা উৎসবের মরশুম। পার্কষ্ট্রিট সেজে উঠেছে। আগেও বারবার বলেছি এরাজ্যে এটা নতুন নয়। প্রায় এক বছর ধরে আপনাদের অবস্থান চলছে। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ডিএ ঘোষণা করেছেন।’’ তখনই এজি কিশোর দত্ত বলেন, ‘‘মনে হয় না তাতে ওরা খুশি।’’ প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘যেহেতু ইতিমধ্যেই ধরনা শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই আগামীকাল বিকেল চারটে শেষ করতে হবে। তবে কোন প্ররোচনামূলক স্লোগান, মন্তব্য করা যাবে না।’’ আদালতের এই নির্দেশকে বড় জয় হিসাবে দেখছেন আন্দোলনকারীরা। এক আন্দোলনকারী বললেন, ‘‘এই জয় আমাদের আন্দোলনের জয়। প্রধান বিচারপতি বুঝতে পেরেছেন, আমাদের দাবির মধ্যে অন্যায্য কিছু নেই। সরকারের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে।’’ এক মহিলা সরকারি কর্মচারী বলেন, ‘‘সরকারের তরফ থেকে বারবার আমাদের প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছিল। আমাদের যে জায়গায় ধরনায় বসার কথা ছিল, সেখানে বসতে দেওয়া হল না। সেখান থেকে তুলে দেওয়া হল। আমাদের এখানে বসিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ মাইকিং করে আমাদের প্ররোচনা দিচ্ছিল। আদালতের ওপর আমাদের ভরসা ছিল।’’ প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই চার শতাংশ ডিএ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এটাকে ‘ভিক্ষা’ হিসাবে মনে করছেন আন্দোলনকারীরা। নবান্নের সামনে ধরনা কর্মসূচি আগেই নিয়েছিলেন তাঁরা। সিঙ্গল বেঞ্চে তাতে অনুমতিও দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়। সেখানেও ধাক্কা খেল রাজ্য।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছেই পৌঁছে গেল চাকরি প্রার্থীরা, টেনে-হিঁচড়ে সরাল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে পৌঁছে গেলেন চাকরিপ্রার্থীরা। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির অদূরেই রাস্তার উপরে বসে, শুয়ে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে নিয়োগের দাবিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করলেন বিক্ষোভকারীরা। আচমকা এই ঘটনায় প্রাথমিক ভাবে পুলিশও হতচকিত হয়ে পড়ে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রিজন ভ্যান নিয়ে এসে চাকরিপ্রার্থীদের কার্যত চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। তবে এই ঘটনায় ফের একবার পুলিশের ভূমিকা এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির চত্বরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এ দিন হাজরা মোড়ে ২০১৪ সালের আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল। নিয়োগের দাবিতে তাঁরাও শহিদ মিনারের কাছে মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তি নীচে টানা অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছিলেন।

সেই কর্মসূচির ৫৫৫ তম দিনে এ দিন হাজরায় বিক্ষোভ দেখানোর কথা ছিল ওই চাকরিপ্রার্থীদের। হাজরা মোড়ের এই কর্মসূচি অবশ্য পূর্ব নির্ধারিতই ছিল। কিন্তু সেখান থেকেই পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির একেবারে কাছে হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিটের মুখে পৌঁছে যান পঞ্চাশ জনেরও বেশি মহিলা চাকরিপ্রার্থী। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাস্তার উপরে বসে পড়েন ওই চাকরিপ্রার্থীরা। কেউ কেউ স্লোগান দিতে দিতে রাস্তার উপরে শুয়েও পড়েন। স্বভাবতই এই পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপর হয় পুলিশ। কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যক মহিলা পুলিশকর্মী না থাকায় অতজন মহিলা বিক্ষোভকারীদের সরানো সম্ভব হয়নি। তার পরেই পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশকর্মী নিয়ে এসে বিক্ষোভকারীদের কার্যত চ্যাংদোলা করে প্রিজন ভ্যানে তুলে দেওয়া হয়। এর আগেও একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির নিরাপত্তায় ফাঁক সামনে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পাশের আদি গঙ্গা পেরিয়েও তাঁর বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা। কয়েক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কার্যত ভিতর থেকেই লুকিয়ে থাকা এক যুবককে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।

বর্ষশেষে ঝুলি ভরাতে বড় ‘উপহার’ কেন্দ্রের, ৫৪৮৮ কোটি টাকা পাচ্ছে বাংলা

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বরঃ রাজ্যের জন্য দারুণ সুখবর। বছর শেষে বড় উপহার কেন্দ্রীয় সরকারের। রাজ্য সরকারকে ট্যাক্স ডেভোলিউশন বা কর বাবদ আগাম কিস্তি দিল কেন্দ্রীয় সরকার। মোট ৭২ হাজার ৯৬১ কোটি টাকা দেওয়া হবে রাজ্য সরকারগুলিকে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের সামাজিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নকাজের জন্য এই টাকা দেয় কেন্দ্র। সবথেকে বেশি বরাদ্দ রয়েছে উত্তর প্রদেশের জন্য। এরপরেই রয়েছে বিহার। তারপরেই বাংলা। কেন্দ্রের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ কত টাকা পাচ্ছেন জানেন? বর্ষশেষের আগেই রাজ্য সরকারগুলিকে বড় উপহার দিল কেন্দ্র। ট্যাক্স ডেভোলিউশন বা কেন্দ্রের কর বাবদ আয় থেকে রাজ্যগুলিকে উন্নয়নের জন্য যে বরাদ্দ অর্থ দেওয়া হয়, তার আগাম কিস্তি দেওয়া হল। শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়, রাজ্য সরকারগুলিকে মোট ৭২ হাজার ৯৬১ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে আগাম কিস্তি বাবদ। ২০২৪ সালের ১০ জানুয়ারি এই টাকা দেওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের, কিন্তু উৎসবের মরশুমে তা আগেভাগেই দিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এর আগে গত ১১ ডিসেম্বর চলতি মাসের কিস্তি রাজ্য সরকারগুলিকে দিয়ে দেয় কেন্দ্র। কেন্দ্রের এই আর্থিক সাহায্যের মধ্যে সবথেকে বেশি বরাদ্দ রয়েছে উত্তর প্রদেশ সরকারের জন্য। রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ১৩ হাজার ৮৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা পাচ্ছে যোগী সরকার। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিহার। মোট ৭৩৩৮ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে নীতীশ কুমারের সরকারকে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, ৫৪৮৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা পাবে বাংলা। প্রসঙ্গত, প্রতি অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার কর বাবদ যে আয় করে, তার ৪১ শতাংশই ১৪টি কিস্তিতে রাজ্য সরকারগুলিকে দেওয়া হয়। ২০২৩-২৪ সালের বাজেট অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার মোট ১০.২১ লক্ষ কোটি টাকা দেবে রাজ্য সরকারগুলিকে।

মুখ্য সচিবকে চিঠি নির্বাচন কমিশনের, লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ লোকসভা ভোট যে সময়েই হবে তা আগেই লেখা হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে কোনও অঘটন না ঘটলে এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে লোকসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে যাবে। সাত বা আট দফার নির্বাচনের পর ফল ঘোষণা হবে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। কারণ, ১৬ জুন বর্তমান সপ্তদশ লোকসভার মেয়াদ শেষ হবে। এই অবস্থায় লোকসভা ভোটের জন্য প্রস্তুতি নিতে রাজ্যের মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ও চিফ ইলেকটোরাল অফিসার তথা সিইও-কে চিঠি পাঠিয়ে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার ২২ ডিসেম্বর নবান্নকে ওই চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, বর্তমান লোকসভার মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। তাই প্রাক ভোট প্রস্তুতি শুরু করে দিতে হবে। কমিশন স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, সাব ইন্সপেক্টর থেকে শুরু করে কোনও উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তাকে তাঁর নিজের জেলা তথা হোম ডিস্ট্রিক্টে মোতায়েন রাখা যাবে না। গত চার বছরের মধ্যে কোনও পুলিশ কর্তা যদি তিন বছর কোনও জেলায় পোস্টেড থাকেন, তাহলে তাঁকেও বদলি করতে হবে। এমনকি ৩০ জুন ২০২৪-এর মধ্যে যাঁদের তিন বছর পূর্ণ হবে তাঁদেরও ট্রান্সফার করতে হবে। শুধু পুলিশ কর্তা নয়, জেলা নির্বাচন অফিসার, উপ নির্বাচন অফিসার, জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার সবার ক্ষেত্রে এই নিয়ম বলব হবে। তবে কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, ভোটের ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি

যাঁদের সম্পর্ক নেই যেমন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, পূর্ত বা সেচ দফতরের অফিসার, বা স্কুল, কলেজের অধ্যক্ষ-তাঁদের অন্য জেলায় বদলি করার দরকার নেই। মুখ্য সচিবকে পাঠানো এই চিঠিতে কমিশন পরিষ্কার জানিয়েছে, গত ভোটে যে সব অফিসারকে নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, তাঁদের লোকসভা ভোটে পুনরায় দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। কোনও অফিসারকে যদি আগের নির্বাচনে কমিশন অন্য জেলায় বদলি করে থাকে, কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে থাকে, তবে তাঁকে এ বার ভোটের দায়িত্ব দিতে বাধা নেই। নবান্ন সূত্রের মতে, এই চিঠির অর্থ স্পষ্ট। নবান্ন ইতিমধ্যেই অফিসারদের বদলির কাজ অনেকটা সেরে ফেলেছে। এ ব্যাপারে মুখ্য সচিব আগামী সপ্তাহে নির্বাচন কমিশনকে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট দেবেন। তার পর জানুয়ারি মাসে আপডেটেড ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। জানুয়ারি মাসে ভোটার তালিকা প্রকাশের পর রাজ্য সফরে আসতে পারেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বা কোনও একজন নির্বাচন কমিশনার। রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কমিশনের বৈঠক শুরু হয়ে যাবে। রাজ্যে শাসক ও বিরোধী দলের নেতাদের মতে, বড়দিন ও নতুন বছরের উসবের দিনগুলো শেষ হলেই ভোটের দামামা বেজে যাবে। ইতিমধ্যে দুই শিবিরই কৌশলগত বৈঠক শুরু করে দিয়েছেন। রবিবার কলকাতায় এসে পৌঁছবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। মোদ্দা কথায় নতুন বছরে প্রথম পাঁচ মাস ভোট ভোট করেই কেটে যাবে।

কলকাতার জলাশয় ভরাট নিয়ে বিস্ফোরক ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ জলাশয় ভরাট নিয়ে বিস্ফোরক কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। নিজের বিধানসভা এলাকা খিদিরপুর এবং গার্ডেনরিচ এলাকায় অবাধে চলছে জলাশয় ভরাট। নজরদারির অভাবে গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছে। গোটা কলকাতার একাংশ এখন সম্পূর্ণ গ্যাস চেম্বার। খোদ মেয়র তথা রাজ্যের পুরমন্ত্রীর গলাতেই এই স্বীকারোক্তি। সমাধান কোথায়? উঠছে প্রশ্ন। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই বড় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার মেয়র। প্রসঙ্গত, ১৫ নম্বর বরোর অধীনে পরে কলকাতা পুরসভার খিদিরপুর গার্ডেনরিচ এবং মেটিয়াবুরুজের গোটা এলাকা। সেই এলাকার কতগুলো জলাশয় ভরাট হয়েছে, কতগুলি জলাশয় আস্ত রয়েছে, কোন জলাশয় ভরাট করে বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে সেগুলি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিলেন তিনি। একইসঙ্গে কলকাতা পুরসভার ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ অর্থাৎ গোটা দক্ষিণ শহরতলি, পূর্ব কলকাতা, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের দু’ধারে যে অবাধে ভরাট চলছে, সেই বিষয়টি কার্যতা স্বীকার করে নিয়ে সংশ্লিষ্ট বরোগুলিতেও তদন্তের নির্দেশ দিলেন তিনি। এতদিন বিরোধীরা কলকাতার এই দক্ষিণ শহরতলির অংশে যে জলাশয় ভরাট নিয়ে অভিযোগ করে এসেছেন, তা এবার খোদ মেয়রের গলাতে শোনা গেল।

নজরদারি বাড়াতেই ধরা পড়ল সংক্রমণ রাজ্যে ৫ করোনা আক্রান্তের হদিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ আবার ফিরে আসছে করোনা? বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট জেএন.১। ওমিক্রনের এই নতুন মিউটেশন কতটা

উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। এসবের মধ্যেই বাংলায় পাঁচ জন করোনা আক্রান্তের হদিশ মিলল। রাজ্যে বর্তমানে পাঁচ জন কোভিড পজিটিভ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিন জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বাকি দু’জন রয়েছেন হোম আইসোলেশনে। যে তিনজন হাসপাতালে ভর্তি, তাদের মধ্যে একজন রয়েছে ৬ মাসের শিশুও। বিহারের বাসিন্দা ওই একরত্তি এখন ভর্তি রয়েছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। অপর দু’জন ভর্তি রয়েছে বেসরকারি হাসপাতালে। ওই দু’জনের হার্টের সমস্যা রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। জেএন.১ সাব ভ্যারিয়েন্ট ঘিরে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগের মধ্যেই সম্প্রতি কেরলে করোনার গ্রাফ সামান্য উর্ধ্বমুখী হয়েছে। তাতে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কপালেও। কেন্দ্রের থেকে ইতিমধ্যেই কোভিড নিয়ে গাইডলাইন পাঠানো হয়েছে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে। নবান্নেও এসেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সেই চিঠি। এরপরই বুধবার বাংলার করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নবান্নে জরুরি বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা। বৈঠকে রাজ্যজুড়ে করোনা পরিস্থিতির উপর নজরদারি আরও বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এরপরই কোভিডের উপর নজরদারি আরও বাড়ানো শুরু হয় রাজ্য জুড়ে। তাতেই পাঁচ জনের শরীরে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়ে। যে তিনজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে, তাঁদের সোয়াবের নমুনা ইতিমধ্যেই জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর জন্য পাঠানো হয়েছে বলে খবর। নবান্নের বৈঠকের পর বুধবার পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মোট ১৯৩ জনের আরটিপিসিআর টেস্ট করানো হয়েছে।

বড়দিনের কলকাতায় কড়া নিরাপত্তা, কী ব্যবস্থা নিচ্ছে লালবাজার?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ বড়দিন ও ক্রিসমাস ইভে শহরের নিরাপত্তা নিয়ে তৎপর কলকাতা পুলিশ। কড়া নিরাপত্তায় শহর মুড়ে ফেলার পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। ২৪ ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিট-সহ শহরের বিভিন্ন চার্চের জন্য মোতায়েন থাকছে তিনজন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার। সঙ্গে ১০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার, ৫০ জন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসার। এছাড়া সাব ইন্সপেক্টর, পুলিশ সার্জেন্ট মিলিয়ে ২৩৯ জন, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর ৩০০ জন, হোমগার্ড ১৪৭২ জন থাকছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে। রাস্তায় থাকবেন ১ জন মহিলা ইন্সপেক্টর, ৯ জন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর, ২৪ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর ও ১৭৮ জন মহিলা কনস্টেবল। সব

মিলিয়ে শুধুমাত্র ২৪ তারিখই রাস্তায় থাকবেন ২ হাজারের বেশি পুলিশ। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে পার্ক স্ট্রিট, এসপ্লানেড-সহ ময়দান চত্বরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। গোটা রাজ্য থেকেই উৎসবমুখর কলকাতামুখী হন সাধারণ মানুষ। বাইরে থেকেও আসেন প্রচুর পর্যটক। এই সময় শহরের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখাটা কার্যত কলকাতা পুলিশের কাছে চ্যালেঞ্জ। মানুষের নিরাপত্তায় তারা কোনওরকম খামতি রাখতে চায় না। ২৫ ডিসেম্বর কলকাতা পুলিশের তরফে থাকছে ৯ জন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার, ২৫ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদা অফিসার, ৭৫ জন ইন্সপেক্টর, ৩০৪ জন সাব ইন্সপেক্টর ও পুলিশ সার্জেন্ট। থাকছেন ২০৬৪ জন হোমগার্ড। এছাড়া ১ জন মহিলা ইন্সপেক্টর, ৯ জন সাবইন্সপেক্টর, ৩২ অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব- ইনস্পেকটর ও ২৬১ জন মহিলা কনস্টেবল। ৩ হাজার জনের বেশি পুলিশ থাকবে রাস্তায়। নজরদারি চালানো হবে এজেসি বোস রোড, মৌলালি ক্রসিং, মল্লিকবাজার-সহ শহরের একাধিক জায়গায়। ৮টি জায়গায় অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা থাকছে লালবাজারের তরফে। একইসঙ্গে লালবাজারের তরফে প্রস্তুত থাকছে পিসিআর ভ্যান, কিউআরটি ও এইচআরএফএস। রিভার ট্রাফিক পুলিশ প্রস্তুত থাকছে চারটি ঘাটে। দু’টি ডিএমজি থাকবে। একটি বেলু। ঘাটে, অন্যটি দক্ষিণেশ্বর ঘাটে। নজরদারি চালানো হবে এজেসি বোস রোড, মৌলালি ক্রসিং থেকে মল্লিক বাজার সহ একাধিক জায়গায়। ৮টি জায়গায় অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা থাকছে লালবাজারের তরফে।

কনকনে শীতে কাঁবু কাশ্মীর উপত্যকা, জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে লেহ ও কার্গিল

শ্রীনগর, ২২ ডিসেম্বর ঃ ঠান্ডায় কাঁপছে জম্মু ও কাশ্মীর। কাঁপুনি দিয়ে ঠান্ডা তো বটেই, উপত্যকার বেশ কয়েকটি জায়গায় শূন্যাঙ্কের অনেকটাই নীচে রয়েছে। প্রবল শীত আর বরফে ঢেকেছে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ঠান্ডায় জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে লাদাখের লেহ থেকে কার্গিল, হা। হিম করা ঠান্ডা পড়েছে দ্রাসে। ঘর-বাড়ি, গাছ সবকিছুতে ধীরে ধীরে বরফ জমে যাচ্ছে।এ মুহূর্তে সবথেকে শীতলতম স্থান লেহ, কার্গিল ও দ্রাস। শীত কোনও অংশে কম নেই শ্রীনগর, গুলমার্গ এবং পহেলগামেও। রাতের তাপমাত্রা সর্বত্রই হু হু করে নামছে। শুক্রবারও প্রবল শীতের মধ্যেই ঘুম ভাঙল উপত্যকার বাসিন্দাদের। কনকনে শীতের কারণে সকালের দিকে রাস্তায় মানুষের আনাগোনা কমেছে। জমজমাট শীতে কাঁপছে জম্মুও। সেখানেও তাপমাত্রার পারদ নিম্নমুখী। এই শীতের প্রকোপ এখনই কমবে না, বরং আরও বাড়তে পারে। পাশাপাশি ২১ ডিসেম্বর থেকে কাশ্মীরে শুরু হয়েছে ৪০-দিন ব্যাপী 'চিল্লাই কালান'।

২৫ ডিসেম্বর জগন্নাথপুর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

রাঁচি, ২২ ডিসেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে শ্রী জগন্নাথপুর টেম্পল ট্রাস্ট কমিটি জগন্নাথপুর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করবে। ২৫ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন ধার্য করা হয়েছে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রামেশ্বর পাড়ি শুক্রবার জানান, ২৫ ডিসেম্বর ভোর ৫টা থেকে মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হবে জগন্নাথের দর্শনের জন্য।ওইদিন সকাল সাড়ে ৮টা থেকে গণপতি হবন এবং সকাল সোয়া ৯টা থেকে শ্রী বিষ্ণু হবন অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০টায় সম্মিলিত লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সকাল ১০টা ১৫ মিনিট থেকে শুরু হবে শ্রী বিষ্ণুসহস্ত্রাম। দুপুর ১২টা নাগাদ জগন্নাথ দেবকে ভোগ নিবেদন করা হবে। দুপুর ১টা থেকে ভক্তদের মাঝে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। এরপর বেলা ৩টে থেকে আবার শুরু হবে শ্রী জগথরথ স্বামীর শুভ দর্শন। সন্ধ্যা ৭টায় শয়ন আরতির পর সাড়ে ৭টায় বন্ধ হয়ে যাবে মন্দিরের দরজা।

সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের জন্য নীলমের পরিবারকে এফআইআর

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর ঃদিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল অভিযুক্ত নীলমের পরিবারের সদস্যদের সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের মামলায় এফআইআর-এর কপি দেওয়ার জন্য পাতিয়ালা হাউস কোর্টের আদেশকে দিল্লি হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছে। দিল্লি পুলিশ শুক্রবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মনমোহনের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের সামনে একথা জানিয়েছে।শুক্রবার শুনানি শেষে এই আদেশ দেয় হাইকোর্ট। ২১ ডিসেম্বর পাটিয়ালা হাউস কোর্ট দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেলকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে এফআইআর-এর একটি কপি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের মামলায় অভিযুক্ত নীলমের পরিবারের সদস্যদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পাতিয়ালা হাউস কোর্ট জানিয়েছে, যতদিন অভিযুক্তরা পুলিশ হেফাজতে থাকবে ততক্ষণ তাঁরা আইনি সহায়তা পেতে পারে। আদালত নীলমকে তাঁর পরিবার এবং আইনজীবীর সঙ্গে প্রতিদিন ১৫ মিনিটের জন্য দেখা করার অনুমতি দিয়েছে। তদন্ত আধিকারিক বৈঠকের সময় উপস্থিত থাকবেন তবে যথাযথ দূরত্বে থাকবেন।উল্লেখ্য, নীলমকে ১৩ ডিসেম্বর চারজন অভিযুক্তের সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়। তাদের সবাইকে ১৪ ডিসেম্বর পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। শুক্রবার নীলমসহ চারজনের পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ ১৫ দিন বাড়িয়েছে আদালত। দিল্লি পুলিশ ইউএপিএ-এর অধীনে এই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করেছে। ১৩ ডিসেম্বর দুজন অভিযুক্ত লোকসভার দর্শক গ্যালারি থেকে সংসদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

জয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ

মাদ্রিদ, ২২ ডিসেম্বর ঃ বছরের শেষ ম্যাচ খেলতে নেমে টনি ক্রুস, জুড বেলিংহ্যামদের পা ঠিকঠাক চলছিল না। তার ওপর আলাভেসকে হারিয়ে বিপদের শঙ্কাও আরো বা। ছিল। শেষ পর্যন্ত খেলার শেষ দিকে লুকাস ভাসকেসের গোলে শঙ্কা কাটলো। আলাভেসকে হারিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠল রিয়াল মাদ্রিদ। প্রতিপক্ষের মাঠে বৃহস্পতিবার রাতে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ১০ জনের দলে পরিণত হয় কার্লো আনচেলত্তির

ঝাড়খণ্ডে রেললাইন উড়িয়ে দিল মাওবাদীরা, বিঘ্নিত রেল পরিষেবা

রাঁচি, ২২ ডিসেম্বর ঃঝাড়খণ্ডে বিস্ফোরণে রেললাইন উড়িয়ে দিল মাওবাদীরা। বৃহস্পতিবার রাতে গোইলকেরা থানা এলাকায় মনোহরপুর এবং গোয়েলকেরার মাঝে রেললাইন উড়িয়ে দিয়েছে মাওবাদীরা। এর ফলে ট্রেন পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন চাইবাসার পুলিশ সুপার। রেল সূত্রের খবর, হাওড়া-মুম্বই মুখ্য রেলপথের গোইলকেরা পোসাইতা সেকশনের অধীনে রেললাইন উড়িয়ে দিয়েছে মাওবাদীরা। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে।প্রসঙ্গত, ২২ ডিসেম্বর ভারতে বনধের ডাক দিয়েছে নকশালরা, তবে বনধ শুরু হওয়ার আগেই নকশালরা গোইলকেরা পোসাইতা সেকশনের অধীনে কারো ব্রিজের কাছে ৩৫৬২৯এ নম্বর খুঁটির সমীপে তৃতীয় রেল সেকশনের রেললাইন উড়িয়ে দেয়। রেললাইন বিস্ফোরণের ফলে চক্রধরপুর বিভাগে রেলের চাকা থমকে গিয়েছে। এ পথ দিয়ে চলাচলকারী সমস্ত ট্রেন বিভিন্ন স্থানে থেমে গিয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই রেলপথে ট্রেন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে বাকি দুটি ট্র্যাক ঠিক আছে।

ক্ষমতাসীন দলের লোকজন সংসদের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেঃমল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর ঃসংসদের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য বিজেপিকেই দায়ী করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর মতে, ক্ষমতাসীন দলের লোকজন সংসদের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। সংসদ থেকে ১৪৩ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধী দলের নেতারা। সেই বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে খাড়গে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী বারাণসী-সহ সর্বত্র কথা বলছেন, কিন্তু লোকসভা ও রাজ্যসভায় নয় (সংসদ নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা)। আমরা এর নিন্দা জানাই।মল্লিকার্জুন খা।গে আরও বলেছেন, ক্ষমতাসীন দলের লোকজন সংসদের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। খাড়গে যোগ করেছেন, গতকাল প্রথমবারের মতো সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ১২০ জন সাংসদকে নিয়ে রাজ্যসভায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং সাংসদরা স্লোগান দিচ্ছিলেন। এতে বোঝা যায় তাঁদের গণতন্ত্রে বিশ্বাস নেই।

আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি

নয়াদিল্লিঃবন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাডন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাডন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক

ভাঙা পড়বে বাম আমলের এন্টালি বিদ্যাসাগর মার্কেট! কারন কী?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এঃ টালির পদ্মপুকুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বড় অংশ জুতো তৈরির ব্যবসায় জড়িত। সিআইটি রোডে রাস্তার উপরেই তাঁরা জুতো বিক্রি করেন। বাম আমলে তাঁদের পুনর্বাসনের জন্যই এন্টালি বিদ্যাসাগর মার্কেট তৈরির কথা ভাবা হয়েছিল।তেমন হয়েওছিল, কিন্তু নামেই বাজার। পুরসভার বাজার দপ্তরের আধিকারিকরা বলছেন, আসলে এন্টালির ওই আবাসন একটা পোড়ো বাড়ি। না আছে নিকাশি, না সম্পূর্ণ হয়েছে নির্মাণ। মেয়র পারিষদ (বাজার) আমিরুদ্দিন ববি জানিয়েছেন, বাজার তো হয়ইনি, উল্টে পুরসভার গলার কাঁটা ওই মার্কেট। সম্প্রতি মেয়র পারিষদ বৈঠকে তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে 'জিরো'হয়ে যাবে ওই এলাকা। ভ্জানা গিয়েছে, নিকাশি না থাকার কারণে জল জমে যায় বাড়িটিতে। অসম্পূর্ণ নির্মিত আবাসনে শখ করে আসতে চান না কোনও ব্যবসায়ী। যার জন্য বাম বোর্ডের দিকেই আঙুল তুলছে মেয়র পারিষদ (বাজার)। পুরসভা সূত্রে খবর, বাম আমলে প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার মেয়র হওয়ার সময় উদ্বোধন হয়েছিল এই বিদ্যাসাগর মার্কেটের। সেই ভিত্তি প্রস্তরও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে পুরসভা। আমিরুদ্দিন ববি জানিয়েছেন, কোনওরকমে উদ্বোধন করলেও সংস্কারের দিকে নজর দেয়নি তকালীন প্রশাসন। নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় জল জমে যায় যত্রতত্র।বছরের শুরুতেই এন্টালি বিদ্যাসাগর মার্কেট পরিদর্শন করেছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মেয়র সে সময় নিজে গিয়ে দেখেন বেশ কিছু হকার জবরদখল করে রয়েছে মার্কেটের একাংশ। ঘরগুলো ব্যবসায়ীরা গুদাম-ঘর হিসাবে ব্যবহার করছেন। এদিকে দীর্ঘ সংস্কারের অভাবে এখানে সেখানে খসে পড়ছে পলেস্তারা। কিন্তু জবরদখলের জন্য সংস্কার করা যাচ্ছিল না বিদ্যাসাগর মার্কেট। আলোচনা করে বহু দখলদারকে সরানো হয়েছে। মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন ববি জানান, সম্প্রতি পুরসভার মেয়র পারিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দ্রুত বিদ্যাসাগর মার্কেট ভেঙে ফেলা হবে। এখানে ২৩ জন ব্যবসায়ী রয়েছেন। তাঁদের অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা হবে।কী হবে এই মার্কেট এলাকায়?পুরসভা সূত্রে খবর, আগামিদিনে আধুনিক পার্কিং-সহ নতুন করে বিদ্যাসাগর মার্কেট গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে পুরসভার। সূত্রের খবর, এমনভাবে তা গড়ে তোলা হবে, কর্মাশিয়াল অফিসের পাশাপাশি পুরসভার কিছু অফিসও থাকবে বিদ্যাসাগর মার্কেটে। মেয়র আমিরুদ্দিন ববির কথায়, নতুন করে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে ওই জায়গায়। নতুন বিল্ডিংয়ে কী কী থাকবে তার সিদ্ধান্ত নেবেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

বড়দিনে মেট্রো সার্ভিস নিয়ে বড়ো আপডেট দিল রেল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বড়দিনে মেট্রো সার্ভিস নিয়ে বো আপডেট দিল রেল , কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, বড়দিন উপলক্ষে প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত মেট্রো চলবে কলকাতায়। তবে পরিষেবা শুরু হবে দেরিতে। দিনভর ৮ মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো। চলবেও কম সংখ্যায়। পাশাপাশি ২৪ ডিসেম্বর অর্থাৎ টেট উপলক্ষে সকাল-সকাল শুরু হবে মেট্রো পরিষেবা।ভ্জানা গিয়েছে, ২৫ ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বর বা দমদম থেকে কবি সুভাষগামী প্রথম মেট্রো মিলবে সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে। উলটোদিকের প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল নটায়। অন্যান্যদিন প্রথম মেট্রো ছাড়ে সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে। অন্যান্য দিন সবমিলিয়ে ২৮৮টি মেট্রো চলে। তবে বড়দিন চলবে মোটে ১৯৭টি মেট্রো। তবে ওইদিন শেষ মেট্রো মিলবে অনেক রাতে।দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষগামী শেষ মেট্রো ছাড়বে ১০টা ৫৮ মিনিট অর্থা রাত ১১টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষগামী মেট্রো ছাড়বে ১১ টা ১০ মিনিটে। আবার কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী শেষ মেট্রো চলবে রাত ১১টায়। আবার কবি সুভাষ থেকে দমদমগামী মেট্রো ছাড়বে রাত ১১টায়। আবার টেটের দিন অর্থা ২৪ ডিসেম্বর সকালে প্রথম মেট্রো মিলবে সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে। পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত।

বলি পাড়ায় জোর জল্পনা! আগামী বছরেই কি নতুন সংসার শুরু আরবাজের?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কয়েক সপ্তাহ আগেই আরবাজ খানের সঙ্গে বিচ্ছেদের জল্পনায় সিলমোহর দিয়েছেন তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকা জর্জিয়া আঙ্গিদ্রয়ানি। তার এক মাসের মাথায় নাকি ফের প্রেমে পড়েছেন সলমন খানের ভাই। শুধু তাই-ই নয়, কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, নিজের নতুন প্রেমিকার সঙ্গে খুব শীঘ্রই নাকি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন আরবাজ। খবর, চলতি মাসে বড়দিনের আগেই নাকি গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন তিনি।খবর, আগামী ২৪ ডিসেম্বর নাকি নিজের নতুন প্রেমিকার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন আরবাজ। ভ্কে সেই প্রেমিকা? তিনি হলেন রূপটান শিল্পী সুরা খান। খবর, তাঁদের আসন্ন ছবি ' শুক্লা'-র সেটে একসঙ্গে কাজ করতে গিয়েই নাকি বন্ধুত্ব তৈরি হয়

উজ্জয়িনীর মন্দিরে পুজো দিলেন বিশ্বজি রাণে, করোনা নিয়ে অভয় দিলেন গোয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী

উজ্জয়িনী, ২২ ডিসেম্বর ঃমধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন গোয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিশ্বজি রাণে। শুক্রবার সকালে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় উজ্জয়িনীর শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়েছেন বিশ্বজি রাণে। নিজের এক্স হ্যান্ডেলেও তিনি জানান, শুক্রবার শ্রী মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গের ভস্ম আরতি-শ্রীঙ্গার দর্শন করেছেন।পুজো দেওয়ার পর করোনা নিয়ে গোয়ার জনগণকে তিনি অভয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গোয়ায় করোনাভাইরাসের নতুন উপরূপে একজন আক্রান্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে শুক্রবার গোয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিশ্বজি রাণে বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার অবশ্যই সঠিক নির্দেশিকা অনুসরণ করে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে।

কাশ্মীরে এখনও সন্ত্রাস শেষ হয়নি, পুঞ্চ-হামলার প্রেক্ষিতে মন্তব্য ফারুকের

শ্রীনগর, ২২ ডিসেম্বর ঃজম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ এখনও শেষ হয়নি। জোর দিয়ে বললেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহ। জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে এখনও সন্ত্রাস চলছে, এইমাত্র একটা ঘটনা ঘটেছে। সন্ত্রাস শেষ হয়নি। তাঁরা (কেন্দ্রীয় সরকার) শুধু কাশ্মীরে পর্যটন বাড়ানোর কথা বলছে। একজন পর্যটক গুলিবিদ্ধ হলে এখানে কেউ আসবে না।প্রসঙ্গত, এর আগে বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় ৪ জন সৈনিক শহীদ হয়েছেন, এছাড়াও ৩ জন জওয়ান আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে জম্মুর পুঞ্চে ভারতীয় সেনার একটি ট্রাক লক্ষ্য করে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় জঙ্গিরা। ওই ট্রাকটিতে জওয়ানদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুঞ্চের থানামান্দি এলাকার শাবনীতে কয়েক জন জঙ্গি ট্রাকটি লক্ষ্য করে গুলি চালায়। হামলায় ৪ জন জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন।

ঘন কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহে কাঁপছে দিল্লি, পঞ্জাব-সহ গোটা উত্তর ভারত

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর ঃ ঘন কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহে কাঁপছে দিল্লি, পঞ্জাব-সহ গোটা উত্তর ভারত। শুক্রবার সকালেও ঘন কুয়াশার চাদরে ঘুম ভেঙেছে দিল্লিবাসীর, একই অবস্থা ছিল পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশেও। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘন কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা ।জারি থাকছে।রাজধানী দিল্লি এই মুহূর্তে প্রবল ঠান্ডায় কাঁপছে, কনকনে শীতে কাঁবু পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশও। পঞ্জাবের বেশিরভাগ শহরেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তিন থেকে সাত ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রয়েছে। পঞ্জাবের অনেক শহর এখন শিমলার থেকেও বেশি ঠান্ডা। এই আবহাওয়া স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে খারাপভাবে প্রভাবিত করছে, বিশেষ করে সকাল এবং রাতে। ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত এমনই পরিস্থিতি থাকবে উত্তর ভারতজুড়ে। গাড়ি চালকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

১৫ দিন ধরে প্রবল জল-সঙ্কট! দুর্বিষহ অবস্থা কুপওয়ারার মাগাম এলাকার বাসিন্দাদের

শ্রীনগর, ২২ ডিসেম্বর ঃএক-দু'দিন নয়, টানা ১৫ দিন ধরে প্রবল জল-সঙ্কটের মধ্যে রয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার হান্দওয়ারা এলাকার মাগাম এলাকার বাসিন্দারা। আর দীর্ঘ দিন পানীয় জল না পেয়ে জলশক্তি বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রবল এই শীতের মধ্যেই পানীয় জল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে জলশক্তি বিভাগ, যার ফলে মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন বাসিন্দারা।এক ডজনেরও বেশি গ্রামের বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, তাঁরা গত ১৫ দিন ধরে জলের অভাবের মধ্যে ভুগছেন। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলেও অভিযোগ। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, নলের বিশুদ্ধ জল না পাওয়ায়, তাঁরা স্থানীয় ঝর্ণার দূষিত জল ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।যদিও, জলশক্তি বিভাগের কার্যনির্বাহী প্রকৌশলী বলেছেন, মাগাম এলাকা যে বোরওয়েল থেকে জল পায় তা শুকিয়ে গিয়েছে। আমরা সেখানে আরেকটি বোরওয়েল খনন করেছি, কিন্তু সেই জল খাওয়ার উপযোগী নয়। সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাঁদের ট্যাঙ্কারে জল সরবরাহ করব।

হরিয়ানায় বাড়িতে আগুন লেগে মৃত্যু দুই শিশুকন্যার, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকেই বিপত্তি

বাহাদুরগড় (হরিয়ানা), ২২ ডিসেম্বর ঃ হরিয়ানার ঝাজ্জর জেলার বাহাদুরগড় থানার অন্তর্গত বিহুনি গ্রামে একটি বাড়িতে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে দুই শিশুকন্যার। মৃত শিশুকন্যাকে বয়স যথাক্রমে ৬ বছর ও ৬ মাস। উভয়ে সম্পর্কে দিদি-বোন। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকেই এই বিপত্তি বলে মনে করছে পুলিশ। শুক্রবার সকালে ডিএসপি (গড়মুক্তেশ্বর) আশুতোষ শিবম বলেছেন, বাহাদুরগড় থানা এলাকার বিহুনি গ্রাম থেকে পুলিশ খবর পেয়েছিল যে গ্রামে আগুন লেগে দু'টি শিশু মারা গিয়েছে। ডিএসপি আরও জানান, পুলিশ ও উর্ধ্বতন আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিদর্শন করেন। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। যে ঘরে দুই বোনকে দেখা যায়, যাদের একজনের বয়স ৬ বছর এবং অন্যজনের বয়স ৬ মাস, তাঁদের দু'জনকেই অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

উত্তরপ্রদেশের গোন্ডা জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ৩

গোন্ডা, ২২ ডিসেম্বর ঃ উত্তরপ্রদেশের গোন্ডা জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গোন্ডা জেলার ছাপিয়া থানা স্টেশন এলাকার গৌড় চৌকির গোন্ডা-খোদার-ভানানে সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। একজন সাইকেল আরোহীকে বাঁচানোর জন্য একটি গা।ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় দুজন যুবক সহ একজন সাইকেল

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৩ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার, ৬পৌষ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৩ডিসেম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৬পৌষ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৬পৌষ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৬পৌষ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শুক্রবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না।
বৃষভ রাশিঃকথা বলবার আগে দুবার ভাবুন। আপনার মতামতগুলি অজান্তেই কারোর অনুভূতিকে আহত করতে পারে।
মিথুন রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপিত বিনিয়োগ স্কিমগুলিকে
কর্কট রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপিত বিনিযোগ স্কিমগুলিকে নিয়ে দুইবার ভাবা উচিত।
সিংহরাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং সুখ।
কন্যারাশিঃসৃজনশীল কাজও আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের একসাথে যাওয়ার জন্য
তুলা রাশিঃমানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। আপনাকে আমাদের পরামর্শ হল অ্যালকোহল এবং সিগারেটের জন্য অর্থ ব্যয় করা এড়ানো।
বৃশ্চিক রাশিঃজীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে
ধনু রাশিঃ একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আপনি জীবনে অর্থের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না,
মকর রাশিঃখেলাধূলা এবং বহিরাঙ্গণ কাজকর্মে অংশগ্রহণ আপনাকে শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করবে। আজও কাউকে অর্থ ঋণ
কুম্ভ রাশিঃআয়েস করার জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সাথে কিছু সময় কাটান। যারা এখন অবধি অহেতুক তাদের অর্থ উড়িয়ে দিয়েছিল তাদের আজকের কাজটি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। **মীন রাশিঃ**আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। আপনার বাড়াবাড়ি জীবনযাপন এবং ব্যয়ের কারণে

নিমপীঠে পথ দূর্ঘটনায় মৃত ১, ঘাতক গাড়ি পলাতক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২২ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার বেলায় কুলতলি জয়নগর রোডে মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনায় মৃত এক, আহত এক। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠালো পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, শুক্রবার বেলায় নিমপীঠ থেকে জয়নগরের মোয়া নিয়ে মোটরভ্যানে করে জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে ট্রেন ধরতে যাচ্ছিল নিমপীঠ পশ্চিম পাড়ার অরবিন্দু হালদার (৭০) নামে এক ব্যক্তি। নিমপীঠ বিদ্যে রায়ের মোড়ের কাছে বৌদ্ধ বিহারের সামনে জয়নগর থেকে কুলতলি মুখি একটি লরী মোটরভ্যানটিকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। আর তাতে আহত হয় মোটর ভ্যান চালক ধনঞ্জয় মন্ডল,(৬০), ও মোটর ভ্যানের যাত্রী অরবিন্দু হালদার। দুজনেরই বাড়ি নিমপীঠ পশ্চিমপাড়ায়। স্থানীয় মানুষজন আহত দের উদ্ধার করে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে মোটরভ্যানের যাত্রী অরবিন্দু হালদারকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকেরা। আর আহত ব্যক্তির চিকিৎসা করা হয় হাসপাতালে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে বকুলতলা থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এবং ঘাতক লরিটির খোঁজ চালাচ্ছে বকুলতলা থানার পুলিশ।

জয়নগরে ডাকাতির আগেই ধৃত ৫ জনকে বারুইপুর আদালতে পেশ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২২ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিন বারাশত থেকে ডাকাতির আগেই ধৃত ৫ জনকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত এলাকা থেকে ৫ জনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃত ৫ জন হল রামনাথ সিং, বাড়ি কলকাতার মানিকতলা এলাকায়, এম ডি নেসার আলি, বাড়ি কলকাতার তপসিয়া এলাকায়, কাজিমুদ্দিন সেখ, বাড়ি কলকাতার মৌখালি এলাকায়, তন্ময় দাস, বাড়ি কলকাতার শিয়ালদহ এলাকায় এবং মধুআলি সেখ, বাড়ি মগরাহাট থানার উওর বীরেন্দ্রপুর এলাকায়। ধৃতদেরকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্স জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মাননীয় লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং শ্রী বিক্রমজি সিং আইপিএস বাণিজ্য সচিবের উপস্থিতিতে জম্মু ও কাশ্মীরের শিল্পের পরিধি নিয়ে বিশেষ অধিবেশনের এক ঝলক।

হরিপাল মেলা ২০২৩ এর শুভ উদ্ভোধন

বিকি মান্না, হুগলী,২২ ডিসেম্বর ঃ শীতের আমেজ মানেই বাঙালি উৎসব মুখর আর গ্রাম বাংলার মানুষকে আরো উৎসব মুখর করতে উদ্বোধন হয়ে গেলো হরিপাল মেলা ২০২৩ । এই মেলা সভাপতি রাজ্যের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী বেচারাম মান্না , মেলা উদ্বোধন করেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়। এই মেলা এই বছর ১২ বসরে পদার্পণ করলো। আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রুপোলি পর্দার অভিনেতা তথা তৃনমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী ও রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা শাসক মুক্ত আর্য্য সহ হারিপাল বিধায়ক করবি মান্না, রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও জেলার একাধিক প্রশাসনের আধিকারিক ও রাজনৈতিক দলের অতিথি বৃন্দরা। তারকেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক রমেন্দু সিংহ রায়, মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবলার তথা জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার বিদেশ বসু , চুঁচুড়া পৌরসভার পৌর প্রধান অমিত রায় , বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান আদিত্য নিয়োগী, প্রাক্তন আরামবাগ পৌরসভার পৌর প্রধান স্বপন কুমার নন্দী এই মেলার মূল আকর্ষণ প্রতিদিনের সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন। এই মেলা চলবে ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে ১ লা জানয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত। প্রথম দিনই মেলায় উপচে পড়া ভিড় জমিয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। তবে বিশেষ ভাবে ভিড় চোখে পড়েছে মহিলাদের। হরিপাল মেলার স্বয়নীকা উদ্বোধন করলেন তৃণমূল বিধায়ক তথা মাননীয় অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী।

রামমন্দির তৈরিতে বড় ভূমিকা পালন করল টাটা! জানেন?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ দেশের নতুন সংসদ ভবন থেকে রাম জন্মভূমি- সব ক্ষেত্রেই জড়িয়ে রয়েছে টাটা গোষ্ঠীর নাম। ভারতীয় এই সংস্থা রাম মণ্ডির ও সংসদ ভবনের নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নতুন সংসদ ভবন তৈরির জন্য দরপত্র জমা করেছিল অনেক সংস্থা। টাটা প্রোজেক্টও ছিল সেই দৌড়ে। লারসেন ও টুব্রোকে পিছনে ফেলে সংসদ ভবন তৈরির দায়িত্ব যায় টাটা প্রোজেক্টের হাতে। ২০২০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এই বরাত পেয়েছিল টাটা প্রোজেক্ট। ৮৬১.৯০ কোটি টাকার দরপত্র দিয়ে সেই বরাত পেয়েছিল টাটা গোষ্ঠী। এর পর টাটা গোষ্ঠীর পায় রামমণ্ডিরে নির্মাণ কাজের দায়িত্ব।সংসদ ভবন উদ্বোধনের এক মাস পরই ইএনআর গ্লোবাল বেস্ট প্রোজেক্ট অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ গিয়েছিল টাট প্রোজেক্টের ঝুলিতে। এ বিষয়ে টাটা প্রোজেক্টের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও বিনায়ক পাই বলেছেন, প্রস্তাবিত প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ন আমরা কীভাবে করি, তার সবথেকে বড় উদাহরণ এটি। প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উদ্ভাবনী দিয়ে আমরা সমস্ত প্রকল্পের কাজ করি। সফল কাজের জন্য আমাদের গ্রাহক, কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানাই। এই নির্মাণ আমাদের ব্র্যান্ড কে আরও তুলে ধরেছে। ২০২৩ অর্থবর্ষে টাকা প্রোজেক্টের রেভিনিউ ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মুহূর্তে টাটা প্রোজেক্টের হাতে রয়েছে ২২০টি প্রকল্প।

চ্যাটজিপিটিকে টেক্কা দিতে তৈরী জেমিনি! ব্যবহার জানেন?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ প্রযুক্তি দুনিয়ায় বিপ্লব ঘটিয়েছে চ্যাটজিপিটি,যদি ও তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। গত বছর নভেম্বর মাসে ওপেনএআই চ্যাটজিপিটি এনে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল বিশ্বকে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গুগল বাজারে আনল তাদের নতুন এআই টুল Google Gemin বুধবারই লঞ্চ হয়েছে গুগল জেমিনি। সংস্থার সিইও সুন্দদর পিচাই জানান, এটাই গুগলের বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বড় কীর্তি। বুদ্ধিতে মানুষকে টেক্কা দেবে জেমিনি। ৮ বছর ধরে এই নিয়ে কাজ করা হয়েছে। এই নতুন টুল এআইকে অন্য পর্যায়ে নিয়ে যাবে বলে দাবি গুগলের।

আল্ট্রা, প্রো এবং ন্যানো--- এই তিন ধাপে কাজ করবে গুগলের এআই টুল। আল্ট্রা মোডে ব্যবহার করা হয়েছে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল। প্রো-তে তুলনামূলক ছোট ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ব্যবহার করা হয়েছে। ন্যানো-তে আরও ছোট ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ব্যবহার করেছে গুগল। এছাড়াও এই টুলে টেনসর প্রসেসিং ইউনিট নামে একটি হার্ডওয়্যার সিস্টেম আছে। থাকছে গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিটও। জেমিনি এআই গুগল পিক্সেল ৮ স্মার্টফোনে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়াও গুগলের বার্ড সিস্টেমেও এই নতুন টুল ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। আপনার যদি গুগল অ্যাকাউন্ট থাকে আপনি স্বচ্ছঃেদ জেমিনি-র সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। বার্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজের গুগল অ্যাকাউন্ট লগইন করলেই মিলবে জেমিনি-র সুবিধা। সেখানেই আপনি বার্ডকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করতে বা বলতে চান তা টাইপ করতে পারেন। বার্ড জেমিনি প্রো ব্যবহার করে উত্তর দেবে তার। গুগল পিক্সেল ৮ স্মার্টফোনে জেমিনি ব্যবহার করতে ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজন পড়বে না। সংস্থার দাবি, জেমিনির অডিও স্পিচ ট্রান্সলেশনের দক্ষতা চ্যাটজিপিটি-র থেকে বহুলাংশে উন্নত। চ্যাটজিপিটি-র স্পিচ ট্রান্সলেশনের দক্ষতা যেখানে ২৯ শতাংশ, সেখানে জেমিনির দক্ষতা ৪০.১ শতাংশ।

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ৪৫ দিনের সঙ্গবদ্ধ শপথ কর্মসূচির সূচনা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি, ২২ ডিসেম্বর ঃ আরামবাগ সংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নির্দেশ এবং নেতৃত্বে আজ আরামবাগের পরশুড়ায় ৪৫ দিনের সঙ্ঘবদ্ধ শপথ কর্মসূচির সূচনা হলো। এই অনুষ্ঠানে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অন্যান্যদের মধ্যে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ সংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না আরামবাগ সাংগঠনিক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা তারকেশ্বরের বিধাযক্ রামেন্দু সিংহ রায় আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ।

আজকের এই সঙ্গবদ্ধশপথ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বাংলার প্রতি তীব্র বঞ্চনা তথা ১০০ দিনের কাজের এবং আবাস যোজনার টাকা না দেওয়া বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সহ বাংলার মহিলাদের প্রতি অসম্মানজনক আচরণের প্রতিবাদে আরামবাগের পুরশুরার মাটিতে দাঁড়িয়ে মহিলাদের জন্য ৪৫ দিনের সঙ্ঘবদ্ধ শপথ কর্মসূচি শুরু হলো। মন্ত্রী চন্দ্রিমা

ভট্টাচার্য জানান এই সঙ্ঘবদ্ধ শপথের মধ্যে রয়েছে মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ করা, মহিলাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্মান আদায়ের প্রচেষ্টা চালানো, বিজেপির নারী বিদ্বেষী ভূমিকা কে ধিক্কার জানানো সহ একাধিক কর্মসূচি। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন আরামবাগের আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি যতই পাখির চোখ করুক না কেন এখানকার মহিলারা তাদের প্রতি অসম্মানের যোগ্য জবাব তারা দেবেন। তিনি ইন্ডিয়া জোটকে বিজেপি এত ভয় পাচ্ছে কেন সে প্রশ্নও তুলে ধরেন। মহিলা নেত্রী তথা হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না জানান এই কর্মসূচিকে বুথ স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হবে। আজকের এই কর্মসূচিতে প্রায় পাঁচ শতাধিক মহিলা সহ তৃণমূল কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

চিরাগ সাহিত্য পত্রিকার ৩০ তম বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন

মলয় সুর, হুগলি, ২২ ডিসেম্বর ঃ রবিবার সারাদিন ধরে পান্ডুয়া বিএড কলেজে চিরাগ সাহিত্য পত্রিকার ৩০ তম বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় . অধ্যাপক স্বপন চট্টোপাধ্যায়ের প্রদীপ প্রজনন এবং সংগীত শিল্পী সূর্য সরকারের আগুনের পরশমনি কণ্ঠসঙ্গীতের মাধ্যমে। সম্পাদকীয় বক্তব্য উপস্থাপন করেন চিরাগ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক শেখ নসরত আলী। তিনি চিরাগ সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ২৫০ বছর পরেও রাজা রামমোহন রায়ের প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অধ্যাপক স্বপন চট্টোপাধ্যায়। কামর উনি ১৭৮৮ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে একটি বই লিখেছিলেন যা সেই সময় অসাধারণ। এই অনুষ্ঠানে ৭৫ জন কবি সাহিত্যিক হাজির ছিলেন আর প্রতিযোগিতায় ৫১ জন অংশগ্রহণ করেন। এবারে পশুপতি ঘোষাল স্মৃতি স্মারক পুরস্কার পান কোন্নগরের শ্যামল ভট্টাচার্য ও সুধা সাহিত্য স্মারক সম্মান পান চুঁচুড়ার পলাশ দত্ত। দ্বিতীয় পর্বে এদিন স্বরচিত অপ্রকাশিত অনুগল্প ও কবিতা পাঠের আসরে সেরা হলেন শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য স্মৃতি স্মারকে প্রথম পুরস্কার প্রাপক অদিতি ঘটক। গল্পের

নাম রোদ্দুর। দ্বিতীয় উদয়ন চক্রবর্তী। তার গল্পের নাম দত্তক। তৃতীয় মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার গল্প স্লট। অন্যদিকে কবিতা পাঠে দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি স্মারক কবিতায় প্রথম আশিস মিত্র তার কবিতা একটা। দ্বিতীয় শম্পা চট্টোপাধ্যায় তার শৈল্পিক ভালোবাসা। তৃতীয় সুব্রত সিংহ তার কবিতা সরীসৃপ সময়। গত দু'বছর ধরেই করোণা কোভিড লকডাউন আইসোলেশনের মধ্যে মফস্বল শহর পান্ডুয়ায় ধারাবাহিকভাবে চিকিসা করার জন্য এদিন এই সমস্ত চিকিসকদের সংবর্ধিত করা হয়। যেমন ৯৭ বছরের ডাক্তার কালিগোপাল মুখোপাধ্যায় ডাক্তার আনন্দময় ঘোষ ডাক্তার নৌসের ক্বসরকার ডাক্তার দীপঙ্কর নন্দী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে সঞ্চালনা করেন শিক্ষক তপন ভট্টাচার্য ও বাদল চন্দ্র মন্ডল।

৫ টাকায় কীভাবে মেলে পারলে জি?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ পার্লে-জি বিস্কুটের নাম শোনেন নি এমন ভারতীয় মেলা ভার। বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে, পার্লে-জির জনপ্রিয়তা বা প্রাসঙ্গিকতায় একটুও ভাঁটা পরেনি। ভারতের প্রতিটি ঘর বা পরিবারই পার্লে-জির নামের সঙ্গে পরিচিত। এদিকে, এই বিস্কুটের ব্রান্ডের কিন্তু খুব একটা বিজ্ঞাপন বা প্রচার দেখা যায় না। তাহলে কয়েক দশক পরও পার্লে-জি কীভাবে তার জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন মোহনলাল দয়াল। বিনা প্রচার বা বিজ্ঞাপনে ভারতে পার্লে-জির মতো ব্রান্ড ভ্যালু তৈরি করতে পেরেছে খুব কমই সংস্থা। পার্লে-জির এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে অতি সাধারণ পরিকল্পনা ও কার্যকরী ব্রান্ডিং, এমনটাই মনে করেন পার্লে-জির প্রতিষ্ঠাতা মোহনলাল দয়াল। ১৯২৮ সালে মুম্বই থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল পার্লে-জির। লজেন্সের ব্যবসা থেকে শুরু করেছিলেন তিনি। পথে-ঘাটে, দোকানে লজেন্স বিক্রি করতে করতেই তাঁর নজরে পড়েছিল যে চায়ের সঙ্গে বিস্কুট সাধারণত ব্রিটিশরাই খান। এছাড়া অভিজাত ভারতীয় পরিবার যারা, তাদের ঘরে বিস্কুট পৌঁছলেও, সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষদের কাছে বিস্কুট অধরাই রয়ে গিয়েছে। আমজনতার জন্য বিস্কুট বানাতেই ১৯৩৮ সালে তিনি লজেন্সের ব্যবসা বদলে বিস্কুটের ব্যবসা শুরু করেন। পার্লে-জির নাম এসেছিল পার্লে থেকে, যা কোম্পানির মুম্বই থেকে উত্থানকেই বোঝায়। জি এসেছিল গ্লুকোজ থেকে। বিস্কুটে গ্লুকোজ রয়েছে, এই প্রচারই শুরু করে ব্রান্ড। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে। বিশেষ করে, স্বদেশি আন্দোলনের সময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় পার্লে-জি। দেশে তৈরি বিস্কুট হিসাবেই সাধারণ মানুষ পার্লে-জিকে নিত্যদিনের সঙ্গী বানিয়ে নেন।১৯৬০ সালে কড়া প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে পার্লে-জি। ব্রিটানিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ে টিকে থাকতে নতুন স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করে পার্লে-জি। আনা হয় প্যাকেজিংয়ে পরিবর্তন। ছোট চুলের এক বাচ্চা মেয়ের ছবি জোড়া হয় বিস্কুটের পাশে। ধীরে ধীরে ওই বাচ্চা মেয়েটিই পার্লে-জির ' বা পরিচিতি হয়ে ওঠে। পরে পার্লে-জির ' পরিবর্তন আনা হয়। গ্লুকজের বদলে জি ফর জিনিয়াস বলে প্রচার শুরু করা হয়। তবে পার্লে-জির এত বছর ধরে বাজারে টিকে থাকার পিছনে আসল কারণ ছিল তার কম দাম। প্রতিযোগিতার বাজারে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে বাকি সব বিস্কুটের কোম্পানিই দাম বাড়িয়েছিল, সেখানে পার্লে-জি বরাবরই তাদের দাম গরিব মানুষের সাধ্যের মধ্যে রাখার চেষ্টা করেছে। ১৯৯৪ সাল অবধি পার্লে-জির ছোট প্যাকেটের দাম ছিল ৩ টাকা। পরে তা বাড়িয়ে ৪ টাকা করা হয়। ২০২১ সাল অবধি এই দাম অপরিবর্তিতই ছিল। বর্তমানে, ২০২৩ সালে দাঁড়িয়েও মাত্র ৫ টাকায় পার্লে-জির ৫০ গ্রামের প্যাকেট পাওয়া যায়।

আদ্যাপীঠ এস এন্ড ভি মজুমদার অনাথালয় বিল্ডিংএর শুভ সূচনা করলেন ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই

২২ ডিসেম্বর ঃ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপাধন্য সাধক কলকাতাস্ত দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা ও সংঘ গুরু উত্তর গুজরা রাউজানের সুসন্তান শ্রী শ্রী অন্নদা ঠাকুরের ১৩৩ তম শুভ আবির্ভাব উপলক্ষে দেশ জাতির সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনায় ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আদ্যা পীঠ এস এন্ড ভি মজুমদার অনাথালয় বিল্ডিংএর শুভ সূচনা করলেন ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ । এই অনাথ আশ্রমে প্রায় ২০০ জন বালকদের থাকা খাওয়া পড়াশোনা স্বাস্থ্য সবকিছুই বিনামূল্যে পরিষেবা পাবে। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধক্ষ্য শ্রীম স্বামী শ্যামল মহারাজ,অ্যাডভোকেট শ্রী রানা দাশগুপ্ত সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ 'শ্রীমৎ কালিপদ ভট্টাচার্য অধ্যক্ষ কৈবল্যধাম চট্টগ্রাম, মাননীয় এমপি সাহেব ফজলি করিম চৌধুরী, আদ্যাপীঠ প্রাঙ্গনে। আনন্দবাজারে অন্ন প্রসাদ হাজার হাজার ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয. দুপুরে । অনুষ্ঠান করেন দেশের জনপ্রিয় শিল্পী কেয়া লাহিড়। অন্নদা ঠাকুর আদ্যাপীঠ রামকৃষ্ণ সংঘ পরিচালনার পরিষদ এর শ্রী দিলীপ কুমার

মজুমদার সভাপতি কাম ট্রাস্টি ও সহধর্মিনী শাশ্বতী মজুমদার, এবং শ্রী শ্যামল কুমার পালিত সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় করেছেন। মুরাল ভাই বলেন অন্নদা ঠাকুরের জন্মস্থানে এই কর্মযজ্ঞ সারা বিশ্বব্যাপী তার আশীর্বাদ ছড়িয়ে পরবে। আজ এন্ড ডি মজুমদার ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে নির্মিত অনাথালয় শুভ উদ্বোধিত হল এছাড়া আগামী দিনে শ্রীযুক্ত অজয় কৃষ্ণ দাস মজুমদারের অর্থায়নে ভোগ ঘর ও অতিথি নিবাস এর বিল্ডিং এবং একটি কলেজ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে। আগামী দিনে শুভ সূচনা হবে ব্রহ্মচারী মুরাল ভাইয়ের উপস্থিতিতে। উৎসব উদযাপন পরিষদের সদস্যবৃন্দ শ্রী অনিল কান্তি বিশ্বাস, শ্রী বিজয় কুমার বিশ্বাস বিষু ,বরুণ মজুমদার, কাঞ্চন তালুকদার, বিশ্বজি. চৌধুরী ,অনুপ কুমার বিশ্বাস ,লিমন ঘোষ ', আব্বাস উদ্দিন আহমেদ নীহার মল্লিক মন্দিরে প্রধান পুরাই পুরোহিত শ্রী তপন চক্রবর্তী ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এই উসবকে সহযোগিতা করেন ।

বজবজে জুয়েলারি দোকানে লুট

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২২ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের নোদখালি থানার অন্তর্গত আলমপুর হাই রোডের পাশে অবস্থিত একটি জুয়েলারির দোকানে ডাকাতির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে ডাকাতির ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে। দোকানের কর্মচারীদের মতে, বৃহস্পতিবার রাতে তিন যুবক একটি বাইকে করে এসে ক্রেতা বলে সোনার দোকানে প্রবেশ করে। হঠাৎ সে বন্দুক দেখিয়ে লুটপাট শুরু করে। স্বর্ণালংকার ও নগদ বাক্স লুট করে মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। দোকানের মালিক দীপক সামন্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। এলাকা ও দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদে মতিলাল রায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৩ বিকালে নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের সভাগৃহে নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ আয়োজন করেছিল আধুনিক যাত্রাযুগেরপ্রবাদ পুরুষ মতিলাল রায়ের যাত্রা দল 'নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায়'-এর সার্ধশতবর্ষ স্মরণে একটি আলোচনা সভা। সার্ধশতবর্ষের এই অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজজ্জন করে উদ্বোধন করেছিলেন নবদ্বীপ প্রগতি পরিষদ পাঠাগারের সভাপতি বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব অচিন্ত্য পোদ্দার। তিনি এই সভা আয়োজনের প্রশংসা করেন। মতিলাল রায় প্রতিষ্ঠিত যাত্রাদলের সার্ধশতবর্ষ আজকের প্রজন্মের জানা উচিত। সেই ইতিহাস চর্চায় এখনকার প্রজন্ম উৎসাহিত হবে এটাই কাম্য। স্বাগত ভাণে পরিষদের আলোচনা উপসমিতির সভাপতি বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য বলেন, পরিষদ চায় নবদ্বীপের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বদের নতুন করে সমানে আনা এবং তঁদেরকে নিয়ে চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত করা। অনুষ্ঠানের মূল আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক এবং প্রাবন্ধিক সুব্রত পাল, সাহিত্যভূষণ। তিনি নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায় সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করে সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে মতিলাল রায় ও তাঁর যাত্রাদল তৈরি করা এবং জনপ্রিয়তা নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। সভামুখ্য বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব অজয় চক্রবর্তী মতিলাল রায় এবং নবদ্বীপের টাত্রাদলের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তিনি সারস্বত ব্যক্তিত্ব প্রয়াত সুধীর চক্রবর্তী মহাশয়ের সূত্র ধরে উল্লেখ করেন নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করায় মতিলাল রায়ের মতো এত মানুষকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি হয়তো তবে পরিষদের এই আয়োজনকে সাধুবাদ জানাতে হয় বলে ব্যক্ত করেন। পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শান্তিরঞ্জন দেব বলেন যে মতিলাল রায়ের বংশতালিকা ও তাঁর ব্যবহৃত কয়েকটি জিনিস তাঁর পরিবারের পক্ষে দেওয়া হয়েছে। তাঁর পাণ্ডুলিপি, পদক ইত্যাদি কিছুই ফেলেনি, তাঁকে নিয়ে গবেষনা করেছেন প্রয়াত অধ্যাপক ড. হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য। শোনা গিয়েছে তিনি গবেষণা করার সময়ে সেই সব কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মতিলাল রায়ের পরিবারের পক্ষ থেকে বিনতা রায় বলেন, নবদ্বীপের বন্যায় খুবই ক্ষতি হয়েছে। আর যেখানে যা কিছু পাওয়া গিয়েছে তাকে সংগ্রহ করার আয়োজন শুরু হয়েছে। মতিলাল রায়ের কোনও কিছু কারোর কাছে থাকলে নবদ্বীপ পুরাতত্ত্বের হাতে তুলে দেওয়ার আবেদন রাখেন। সভা সঞ্চান করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব প্রদীপ্ত গোস্বামী।

বড়দিনের আগে ব্যান্ডেলে বিপত্তি! চার্চ সংলগ্ন এলাকায় আগুনে ভস্মীভূত একাধিক দোকান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ বড়দিনের আগে ব্যান্ডেলে ঘটে গেল অঘটন। চার্চ সংলগ্ন এলাকায় আগুনে ভস্মীভূত একাধিক দোকান। সূত্রের খবর, ছয় থেকে সাতটি দোকান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে গিয়ে. ব্যবসায়ীদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন চুঁচুড়া বিধায়ক অসিত মজুমদার। দু'দিন পর বড়দিন। সেজে উঠছে ব্যান্ডেল চার্চ। প্রতি বছরই বড় দিনের মেলা বসে ব্যান্ডেল চার্চের সামনে। সেই মেলার সাতটি দোকানে আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ছোটোদের খেলনা, ইমিটেশান, চশমা, চুরি, মনোহারির দোকানের পসরা নিয়ে বসেন ব্যবসায়ীরা। স্থানীয়রা জানান, গতকাল রাত একটা দশ নাগাদ আগুন লাগে। স্থানীয় কালিতলা জেলেপারার বাসিন্দারা জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। পরে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। চুঁচুড়া থানার পুলিশ পৌঁছয় ঘটনাস্থলে। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় একাধিক দোকান।শুক্রবার সকালে চুঁচুড়া পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিন্দিতা রাজবংশি মণ্ডল চার নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জয় পাল ঘটনাস্থলে যান। অনিন্দিতা জানান, প্রতি বছর বড়দিন উপলক্ষে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয় ব্যান্ডেল চার্চে। মেলা বসে। বেচাকেনা ভালোই হয়। ঋণ নিয়ে দোকান সাজান বিক্রেতারা। সেই দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। কী করে আগুন লাগল তা বোঝা যাচ্ছে না।আগামী ২৩ তারিখ সিসি ক্যামেরা বসানোর কথা। তার আগেই এই আগুন। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ, বড়দিনের আগেই এই ঘটনায় .ভেঙে পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীরা।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। ক্ষতিগ্রস্থ দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলেন। বিধায়ক তাঁদের বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের জেলা শাসককে একটি আবেদন করতে। কার কত ক্ষতি হয়েছে সেটা জানতে হবে। পরে বিধায়ক বলেন, কোনও ভাবে আগুন লেগে দোকানগুলো ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রত্যেকেই গরীব,ঋণ নিয়ে দোকান করে। ব্যবসায়ীদের সাহায্য করা যায় কীভাবে তা দেখব।

নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে ১০ বছরের সাজা ঘোষণা হলো হাওড়া জেলা আদালতে

২২ ডিসেম্বর ঃ এক সাড়ে ৩ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে ১০ বছরের সাজা হল এক ব্যক্তির। শুক্রবার হাওড় জেলা দেওয়ানি, ফৌজদারি ও দায়েরা আদালতের পকসো কোর্টের স্পেশাল বিচারক সৌরভ ভট্টাচার্য এই রায় দেন মহম্মদ শাহরুখ নামে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এর পাশাপাশি ১০ বছরের কারাদন্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১০ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দেন তিনি। আসামী শাহরুখ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(২)(আই) এবং পকসো আইনের ৬ ধারায় দোষী সাব্যস্ত হন। এই মামলায় সরকারি আইনজীবী ছিলেন সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়া জেলা আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে ২০১৮ সালের ২৩ অক্টোবর গোলাবাড়িথানা এলাকার নন্দ ঘোষ রোডে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III of KMC invites open tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/542
Name of the work: **Installation of new light to illuminate different wall art at Canal South Road & surroundings in Ward No. 57, under BR.-VII.** Estimated Cost: ₹ **4,52,563.00 INR.** Earnest Money: ₹ **9,100.00 INR.** Period of Completion: **30 Days.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/543
Name of the work: **Supply & delivery of LED lights for replacement of damaged LED lights at R.R.G. Lane, Mathur Babu Lane & surroundings in Ward No. 57 under BR.-VII.** Estimated Cost: ₹ **4,98,888.00 INR.** Earnest Money: ₹ **10,000.00 INR.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid: **04.01.2024 - 12 noon (for Sl. No. 1 & 2).** Bid opening date for Technical Proposals (online): **04.01.2024 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **22.12.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (E)/LTG/Z-IV, KMC invites tender online, two part bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/123/23-24
Name of the work: **Development of lighting arrangement at N.R. Avenue (Southern Side) and Majherhat Areas in K.M.C. in Ward No. 81, BR.-X.** Estimated Cost: ₹ **4,98,915.76.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/124/23-24
Name of the work: **Development of lighting arrangement at Tollygunge Road and adjacent areas in K.M.C. in Ward No. 81, BR.-X.** Estimated Cost: ₹ **4,99,763.88.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **20 Days.** Last date and time of completion of Bid: **08.01.2024 upto 2 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **22.12.2023 (2 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II/KMC invites tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: LTG/164/43/V/Z-II/23-24
Name of the work: **Improvement of street lighting system at Bolai Dutta Street and other sites in Ward No. 43 under BR.-V.** Estimated Cost: ₹ **2,98,331.07.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date and time of submission of Bid: **03.01.2024 upto 1.55 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.12.2023 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting Z-IV, BR-XI, KMC invites tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/LTG/AB/23-24/24
Name of the work: **Installation of air condition system with allied electrical works (Western Flank) at Jibananda Community Hall in Ward No. 114.** Estimated Cost: ₹ **2,89,898.28.** Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid: **04.01.2024 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **26.12.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (E), Br-XIV, Z-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: LTG/XIV/106/23-24/121 (1st call)
Name of the work: **Upgradation of landscape lighting system at Ramkrishna Kanan at Jadu Colony with incorporation of LED luminaire in Ward No. 121.** Estimated Cost: ₹ **4,97,510.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **7 Days.**

(2) NIT No.: LTG/XIV/101/23-24/SSU (1st call)
Name of the work: **Installation of electrical protection, control, indication and instrumentation along with distribution system for RAC at IFU BR.-XIII & XIV at 4th floor, SSU Office Building.** Estimated Cost: ₹ **1,95,222.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **7 Days.**

(3) NIT No.: LTG/XIV/108/23-24/130 (1st call)
Name of the work: **Development of lighting system at Arcedia, BSNL Goli, Royed Park and other different area in Ward No. 130.** Estimated Cost: ₹ **4,84,899.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(4) NIT No.: LTG/XIV/96/23-24/129 (1st call)
Name of the work: **Operation and maintenance work of street lighting installation in Ward No. 129.** Estimated Cost: ₹ **4,98,839.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **366 Days.**

(5) NIT No.: LTG/XIV/99/23-24/127 (1st call)
Name of the work: **Improvement of street lighting arrangement by LED fittings at different places in Ward No. 127.** Estimated Cost: ₹ **2,98,097.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid: **06.01.2024 - 1 p.m. (for Sl. No. 1-5).** The bid forms and other details are available on and from **29.12.2023 (1 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1-5).**

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/XIV/127/022/23-24/R (1st call) published in this Newspaper on **16.12.2023 (Key No. 1113/23-24 of Engg. (C) Br.-XIV, Deptt. Sl. No. 4** the last date and time submission of bid **Sl. No. 4** will be read as **06.01.2024 at 12 noon** instead of 28.12.2023 at 12 noon. The tender will be open on **08.01.2024 at 12 noon** instead of 30.12.2023 at 12 noon. Other terms and conditions remain unchanged.

NIT No. KMC/XIV/121/011/23-24/E&W (1st call) published in this Newspaper on **16.12.2023 (Key No. 1113/23-24 of Engg. (C) Br.-XIV Deptt. Sl. No. 7.** Estimated Cost of Sl. No. 7 will be ₹ **1,19,158.82** (incl. GST & CESS) instead of ₹ 1,22,698.19 (incl. GST & CESS). Other terms and conditions remain unchanged.

1160/23-24

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৩ সংখ্যা, শনিবার, ৪ পৌষ, ১৪৩০

ইজরায়েল যুদ্ধ থামাতে ভারত মধ্যস্থতা করতে রাজি

সম্পাদকীয়

ইজরায়েল হামাস যুদ্ধে শান্তি ফেরাতে ভারত উদ্যোগী বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণার মাত্র কয়েকদিন আগেই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু'র সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদির। সেখানে কী ধরনের কথা হয়েছে তা অবশ্য প্রধানমন্ত্রী মোদি সংবাদ মাধ্যমের কাছে প্রকাশ করেননি। তবে অনুমান করা হচ্ছে যুদ্ধ বিরতির বিষয় নিয়ে কথাও হতে পারে। নাহলে মাত্র কিছুদিন আগেই ইজরায়েলেরপ্রধানমনন্ত্রী সঙ্গে মোদির কথা হওয়ার পরই ভারতেরপ্রধানমন্ত্রী ইজরায়েল যুদ্ধে মধ্যস্থতা করবে বলে মন্তব্য করেছে। এর আগে তুরস্ক ইজরায়েল যুদ্ধের মধ্যস্থতা করবে বলে এগিয়ে এলেও ইজরায়েল তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। ইজরায়েল থেকে বলা হয়েছিল তুরস্ক হামাসকে সমর্থন করতে শুরু করেছে। তারা যদি এই যুদ্ধের মধ্যস্থতা করে তাহলে তা ইজরায়েলের বিপক্ষে যাবে। সেই কারণে তুরস্কের মধ্যস্থতা করার ব্যাপারে ইজরায়েল না করে দিয়েছিল। এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হচ্ছেন ইজরায়েলেরপ্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। ইজরায়েলে ভারতেরপ্রধানমন্ত্রী সফর করেছেন। কিন্তু ইজরায়েলেরপ্রধানমনন্ত্রী নেতানিয়াহু এখনও পর্যন্ত ভারত সফর করেননি। তিনি কবে ভারত সফর করবেন তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তবে আশাপ্রকাশ করা যাচ্ছে যে ইজরায়েলেরপ্রধানমন্ত্রী ভারত সফর খুবই দ্রুত হতে পারে। ইজরায়েল যুদ্ধ থামানোর পরে তিনি ভারত সফর করতে আগ্রহপ্রকাশ করেছেন। তবে তখন প্যালেস্টাইন নিয়ে কোনও কথা উঠতে পারে কিনা তা নিয়েপ্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করেছে। ভারত সফর করেননি রাশিয়ার প্রেসিডেঃট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনিও কবে ভারত সফর করবেন তা একেবারে অনিশ্চিত। ভারতেরপ্রধানমন্ত্রী মোদি এই দুটি দেশ আগেই সফর করেছিলেন। জঙ্গি দমন করার ব্যাপারে ইজরায়েলেরপ্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে একমত হয়েছেন ভারতেরপ্রধানমন্ত্রী মোদি। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এ বাপারে ইজরায়েলের বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক করেছে। এবং ভারত পাক চিন সীমান্তকে সুরক্ষিত করার ব্যাপারে ইজরায়েলেরপ্রযুক্তি ব্যবহার করার ক্ষেত্রপ্রসারিত হয়েছিল। ইজরায়েল এ ব্যাপারে ভারতকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছিল। ভারতেরপ্রধানমন্ত্রী যখন পশ্চিম এশিয়া সফর করছিলেন সেই সময়ে তঁকে নিরাপত্তা দিতেপ্রস্তুত ছিল ইজরায়েলের বায়ু সেনারা। এমনকী ভারতের বিরোধীরা কার্যকলাপের ওপরে লক্ষ্য রাখতে ব্যবহার করা হয়েছিল ইজরয়েলের নজরদারিপ্রযুক্তি পেগাসাস। তা নিয়ে সারা দেশ জড়ে বিরোধীরা হইচই করতে শুরু হয়েছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ বাপারে বিপদে পড়েন। এই পেগাসাস মামলা এখন দেশের সর্বোচ্চ আদালতে অধীনে রয়েছে। পেগাসাস ব্যবহার করা হয়েছিল দেশের জাতীয় নিরাপত্তার দিকে নজর রেখে। বিদেশি শক্তিরা ভারতকে দুর্বল করে দিচ্ছে। তারা ভারতের মধ্যে বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে খবর সংগ্রহ করতে শুরু করে দিয়েছিল বলে অনুমান করতে শুরু করে দিয়েছিল ভারতের গোয়েঃদা দফতর। যার ফলে পেগাসাস দিয়ে ভারতের ওপরে নজরদারি চালু করতে শুরু করে শাসক দল। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলা হয়েছে ভারতের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে এই ব্যবস্থা আরোপ করা হয়েছিল। যাই হোক সেই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। এরপরে আবার দ্বিতীয় অধ্যায় অপেক্ষা করছিল রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ ভারতকে আবার একটি বড় চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। ভারত পশ্চিমী শক্তির পাশে থাকবে না রুশ দেশের পাশে থাকবে তা নিয়েপ্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে। ভারত কারোর পক্ষ অবলম্বন না করে নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকে। পশ্চিমী শক্তি ভারতকে সুবিধাবাদী রাষ্ট্র বলে মনে করতে শুরু করে। রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তয়া জ্বালানি কিনতে শুরু করে ভারত। এর ফলে বহু দেশ উপকৃত হয়েছে। ভারত সেই সব সস্তার তেল পরিশুদ্ধ করে বাজারে ছেড়েছে এবং বাংলাদেশ, নতাপল, শ্রীলঙ্গাকেপ্রায় অল্প মূল্যে তেল বিক্রি করেছে। সেই অবস্থা শেষ না হতেই ভারতের ওপরে আবার ইজরায়েলের যুদ্ধের পরিস্থিতি এসে উপস্থিত হল।

সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র

সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিরোধ রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের কোনও বিরোধ নেই। সেটা প্রমানিত হয়ে গিয়েছে আমেরিকা এবং ব্রিটেনকে দিয়ে। ব্রিটেনে এবং আমেরিকাতে গণতন্ত্র খুবই শক্তিশালী। তারপরে সেখানে আবার ধনতন্ত্রও খুব শক্তি ধরে। তার ফলে এই দুটো দেশ ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় খুবই উন্নত। ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার সময়ে থেকে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই ধনতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রবেশ ঘটে আমেরিকা সহ গোটা ইউরোপে। তার ফলে ইউরোপের অধিকাংশ দেশই এখন গণতন্ত্রের অত্যন্ত প্রহরী। বলা যেতে পারে তারাই এখন গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। নাহলে সমাজতন্ত্র কবে এসে এই সব দেশগুলিকে গ্রাস করে নিত। রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল যখন ভারত ব্রিটিশ শক্তির অধীনে ছিল। স্বাধীন ভারত তৈরি করার এবং বিপ্লবী ভারত তৈরি করার ব্যাপারে রাশিয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কলকাতা সমাজতান্ত্রিক নেতা মুজফফর আহমেদকে সামনে রেখে রাশিয়া ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবতে থাকে। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এমএন রায় এবং ভূপে ঃদ্রনাথ দত্ত। ইনারা ভারতকে স্বাধীন করতে উদ্যেগী যেমন হয়েছিলেন ঠিক তেমনি আবার বারতকে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। তারা কিন্তু ভারতকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। তারা ভারতের কমিউনিস্টদের ওপরে তীক্ষন দৃষ্টি রাখতে শুরু করে আবার কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া গিয়েছে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা ব্রিটেনের অনুচর হয়ে বসে রয়েছে। ব্রিটেন বরাবরই সমাজতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা বিরুদ্ধে ছিল। আজও ব্রিটেন রাশিয়াকে একদম দেখতে পারে না। তার দৃষ্টান্ত রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ। ইউক্রেনকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে ইংল্যাণ্ড প্রথম থেকেই। তার ফলে আমেরিকাকে ইউক্রেনকে সমর্থন করতে থাকে। আসলে দেখা গেলে মার্কিন প্রশাসনকে ইল্যাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। ইংল্যাণ্ডের বিদেশ নীতির সঙ্গে আমেরিকার বিদেশ নীতির খুব বড় তফাত নেই। দুটি দেশই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। ভারত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে। সেই কারণে ভারতের সংবিধানকে সেরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ধারক এবং বাহক বলা হয়ে থাকে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

যে শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হারায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকেপ্রয়োগ করা সম্ভব হবে। রামকৃষ্ণদেবেরপ্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানঃদ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধপ্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞানপ্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না।

স্বাধীনতা আন্দোলনে কলকাতার পার্কগুলির অবদান

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)
কংগ্রেস আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রমিক আঃেদালন শুরু হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বিশ্ব যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে। ১৯৩৭ সালে নতুন সংবিধান অনুসারে নির্বাচনে কংগ্রেস বাংলা, ঞ্জাব, ও সিন্ধু বাদে অন্য সব প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো এবং সরকার গঠন করলো। প্রথম দিকে কংগ্রেস শ্রমিকদের প্রতি সহানুভতিশীল থাকলেও পরে গণআঃেদালনের বিরোধিতা করতে শুরু করে। বাংলার চটকল শ্রমিকেরা মন্দাকালীন মজুরিকাটা, ছাঁটাই বন্ধ করা, কর্মচ্যুতদের পুনর্নিয়োগ ইত্যাদির দাবিতে ৭৫ দিনের সাধারণ ধর্মঘট করলো। (২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে ১০ মে, ১৯৩৭) এতে যোগদান করেছিল দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার চটকল শ্রমিক। এই সাধারণ ধর্মঘট করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুজফফর আহমেদ, বঙ্কিম মুখার্জি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, শিবনাথ ব্যানার্জি প্রমুখ নেতারা। এদের সমর্থন জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু এমনকী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। বাংলার ফজলুল হক বলেছিলেন, এই ধর্মঘটের কোনও অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই। কমিউনিস্ট নেতারা একে ভারতে বিপ্লবের .পথকে প্রশস্ত করার চেষ্টা করছে। শ্রমিক শ্রেণি এসব প্রাদেশিক সরকারের শ্রমিক বিরোধী তথা জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। রজনী পাম দত্ত শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে মত দিতে শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষক কমিটির সভায় 'কাস্তে হাতুড়ি চিহ্নিত লাল পতাকা'কে কৃষক সভার পতাকা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। নির্বাচিত কংগ্রেস সরকার জমিদার শ্রেণি এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতার পথকে অনুসরণ করলে কৃষকেরা সংগ্রামের পথকে অবলম্বন করতে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি উঠতে শুরু করে। কংগ্রেস এবারে পথে নামতে শুরু করে দিল। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা 'শিল্প-বিরোধী বিল' পেশ করলো। মুম্বই জড়ে এর প্রতিবাদ করতে শুরু করলো শ্রমিকেরা। কমিউনিস্টরা ফ্যাসিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শুরু করে দিল। কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী নেতারা এবারে মুশকিলে পড়ে গেলেন।

১৯৩৭ সালে আন্দামান থেকে দুশো জন জেল বন্দিকে আন্দামান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার দাবি উঠলে অনশন শুরু করে। ছাত্র সমাজও এই অনশনকে সমর্থন করেছিল। রবীঃদ্রনাথ ঠাকুরও বন্দিদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার একটি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। সেখানে সভাপতি ভাষণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'রাজনৈতিক বঃিদরা দাবি করিয়াছেন তাহাদিগকে আন্দামান হইতে ফিরিয়া আনা হউক। এই দাবী ন্যায্য ও সামান্য। এই দেশে গর্ভণমেন্ট জনসাধারণের নিকট দায়ী নহেন সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে সহস্র মাইল দূরবর্তী এক দ্বীপে নির্বাসিত রাজনৈতিক বঃিদদের সহিত যে ব্যবহার করা হয়, সেই সম্পর্কে দেশবাসীর মনে স্বাভাবতই সন্দেহ হইতে পারে। এবং তাহার রাজনৈতিক বন্দিদিগকে ভারতবর্ষে রাখিবার দাবি করিতে পারে.. বাংলাদেশেই শত শত যুবক এখনও বিনা বিচারে আবদ্ধ আছে.. বাংলার গভর্ণমেন্টের নিকট আমার অনুরোধ, তাহারাও বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেন্টের ন্যায় পন্থা অবলম্বন করিয়া উদারতা এবং সহানুভূতির সহিত রাজবন্দি ও রাজনৈতিক বন্দিদের সম্পর্কে বিবেচনা করুন।...' সভা শেষে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি ও সৌমেন্দ্রনাথকে সম্পাদক করে 'আন্দামান রাজনৈতিক বন্দি সাহায্য সমিতি' গঠন করা হয়। ১৪ আগস্ট 'আন্দামান বন্দি দিবস' পালন করার আহ্বান জানানো হল। কলেজ স্কোয়ার ঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে কলকাতার সমস্ত স্কুল এবং কলেজ জুড়ে বয়কট শুরু হয়ে গিয়েছিল। একটি সুবিশাল মিছিল কলেজ স্কোয়ারে এসে উপস্থিত হয়। সেই মিছিলের পরে পুলিশ লাঠি চার্জ করে। ছাত্র নেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন। এর প্রতিবাদে আইন সভা থেকে বের হয়ে এসেছিলেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বঙ্কিম মুখার্জি প্রমুখ। শ্রদ্ধাননন্দ পার্ক ঃ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ১৫ আগস্ট ১৯৩৭ সালে শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে একটি প্রতিবাদ সভা হয়েছিল তাতে অংশ গ্রহণ করেছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন। ১৭ আগস্ট ১৯৩৭ সালে অ্যালবার্ট হলে একটি প্রতিবাদ সভা করা হয়েছিল। সেখান সভাপতিত্ব করেন ১৪ আগস্ট পুলিশের লাঠি চালানোর শিকার ছাত্র নেতা উমাপদ মজুমদার। সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যতদিন না আন্দামান থেকে বন্দিরা না ফিরছে ততদিন এই আন্দোলন চলতে থাকবে। বন্দি মুক্তি সমাবেশ আবার হল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ২৮ আগস্ট ১৯৩৭ সালে। তখন সভাপতিত্ব করেন ছাত্র নেতা নন্দলাল বসু। এই বছর 'বন্দেমাতরম' গান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিল। এই গানে মূর্তি পুজোর কথা উল্লেখ করা রয়েছে। তার ফলে এটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হতে শুরু হল। 'বন্দেমাতরম' সম্পর্কে এই ধরনের কথাবার্তাকে দেশবিরোধিতার মানসিকতা বলে গ্রহণ করে শ্রদ্ধানঃদ পার্কে প্রতিবাদ সভা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার ঃ 'বন্দেমাতরম' গানের সমর্থনে একদল লোক এসে উপস্থিত হয়ে 'বঃেদমাতরম' গান গাওয়ার পর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলো। তারিখটা ছিল ৪ নভেম্বর ১৯৩৭ সাল। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন হেমনন্দিনী গাঙ্গুলি, ব্রজরঞ্জন রায়, রাধাভূষণ পাল, প্রভাবতী দাশগুপ্তা, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য। সভাপতি ছিলেন ব্রজরঞ্জন রায়। বিডন স্কোয়ার ঃ 'বন্দেমাতরম' গানের অবমানার প্রতিবাদ সভা চললো তার পরের বছর। ১৯৩৮ সালের ১২ জানুয়ারি বিডন স্কোয়ারে এর প্রতিবাদ সভা হয়েছিল। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রহ্লাদ চন্দ্র নন্দী, ইন্দুমতী দেবী, হেমনলিনী গাঙ্গুলী, বীরেন ভট্টাচার্য, সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি (বিপিএসএফ-এর সদস্য)। কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার ঃ ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে এই পার্কে সাতজন মহিলা সহ হয়েছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কবি যতীন্দ্রনাথ বাগচী। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, হেমনলিনী দেবী, প্রহ্লাদ মল্লিক, পরিমল রায়, পারুলবালা দেবী এবং ভবভূতি দাশগুপ্ত। ১৯৩৮ সাল। সুভাষ বোসকে ঘিরে বামপন্থী শক্তি দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। সেটা টের পেয়ে গেলেন গান্ধিজি। তাই কংগ্রেস সভাপতির আসন থেকে তাঁকে নিরপেক্ষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার পরই সুভাষ দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীর ডাক দিলেন। তাঁর এবং বামপন্থীদের চেষ্টায় দুটি প্রস্তাব পাশ করা সম্ভব হয়েছিল। একটি হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র বাতিল করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে আসন্ন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারত কোনও পক্ষ হতে চায় না এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে তার জনশক্তিকে ব্যবহার করতে দেবে না। এদিকে ১৯৩৮ সলে কারারুদ্ধ সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবীরা মুক্তি পেলেন। জেলে থেকে তাঁদের চিন্তাধারা ওলোটপালোট হয়ে গিয়েছে। কারা মুক্ত হওয়ার পরে বেশ কিছু রাজনৈতিক বন্দি কমিউনিস্ট দলে নাম লেখায়। যেমন বিভি গোষ্ঠী, বেণু গোষ্ঠী, সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দুস্তান সোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন , অনুশীলন সমিতি, চট্টগ্রাম গোষ্ঠী দলের সদস্যরা কংগ্রেসে নাম লেখাতে শুরু করলো। আবার অনুশীলন সমিতি এবং হিন্দুস্তান সোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের একটি বড় অংশ বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল তৈরি করে ফেলে। এই সময়ে কৃষকেরা জঙ্গি হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা ২৮ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে (এআইসিসি) প্রস্তাব উঠল কংগ্রেসের মধ্যে থেকে বেশ কিছু লোক হিংসা, হত্যা সম্পত্তি নষ্ট প্রভৃতি কাজে লিপ্ত রয়েছে। এদের হাত থেকে জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষা করতে হবে। প্রস্তাবটির উত্থাপক ভুলাভাই দেশাই এ ব্যাপারে সোজাসুজি কৃষকদের দায়ী করেন। এর ফলে বিতর্ক শুরু হয়েছিল কংগ্রেসের অধিবেশনে। ৬০ জন বামপন্থী সদস্য কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী প্রস্তাবে প্রতিবাদ করে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। সেই সময়ে গান্ধিজি বামপন্থীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, বামপন্থীদের বিশেষ করে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস সোসালিস্টদের উচিত হচ্ছে কংগ্রেস থেকে বের হয়ে যাওয়া। উত্তরে জে এন রঙ্গার জবাব দিয়েছিলেন যে যতদিন পর্যন্ত দক্ষিণপন্থীরা জোর করে তাদের বের না করে দিচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কৃষকেরা কংগ্রেসের ভেতরে থেকেই কাজ করবে। এই সময়ে কমিউনিষ্ট নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায় এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে করে এলেন তাঁর স্ত্রী ইভলিন রায়। ২০ জানুয়ারি। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাটার্য। ১৯১৪ সালে গার্ডেনরিচ ডাকাতির মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন। পাঁচশো টাকা জরিমানা দিয়ে ছাড়া পেয়েছিলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, কমলকৃষ্ণ রায়, অমরকুমার ঘোষ, হরেন্দ্রনাথ চ্যাট্টার্জি, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত, মুকুন্দলাল সরকার, শান্তিরাম মণ্ডল, সুধীন্দ্রনাথ প্রামানিক, রজনী মুখার্জি, হেমন্ত কুমার বসু, অমরেন্দ্রনাথ বসু, রামসুন্দর সিং, বসন্তলাল মুরারকা, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেশচন্দ্র দাস, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম.এ জামান এবং 'বুলবুল' পত্রিকার সম্পাদক হাবিবুল্লা। মানবেন্দ্র রায়কে নিয়ে মিছিল বের হল। হাওড়া ব্রিজ, হ্যারিসন রোড, কলেজ স্ট্রিট, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, হয়ে দুই ঘন্টা বাদে বি.পি.সি.সি অফিসে এসে শেষ হল। (ক্রমশ)

বাংলাদেশে সন্ত্রাস বিরোধিতার ডাক দিলেন হাসিনা

বাংলাদেশে নির্বাচন বানচাল কর দেওয়ার জন্য বিএনপি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার নিঃদা করতে শুরু করে দিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন যে বাংলাদেশের নির্বাচনকে আটকে রাখা যাবে না সন্ত্রাস দিয়ে। বাংলাদেশের নির্বাচন যাতে অবাধ এবং সুষ্ঠু ভাবে হতে পারে তার দিকে বেশি করে নজর দেওয়া উচিত। সব রাজনৈতিক দলকে এ বাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে করে বাংলাদেশের নির্বাচনে কোনও রকম অশান্তি এসে দেখা না দেয়। তিনি হরতাল এবং অবরোধ কর্মসূটি ত্যাগ করে সব দলের কাছে আহ্বান করেছেন নির্বাচনকে অবাধ করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে। তিনি বলেছেন দুটো আগুন ধরিয়ে দিয়ে যদি মনে করে যে সরকার পড়ে যাবে তাহলে তারা ভুল করছে। অগ্নিসন্ত্রাস করে বিএনপি এবং জামায়েত নির্বাচনকে বন্ধ করতে পারবে না। এবারে তিনি সিলেটে গিয়েও নির্বাচনী জনসভা করেছেন। সিলেট আলিয়া মাদ্রাসার মাঠে আওয়ামি লিগ জনসভার আয়োজন করেছিল। সেই জনসভায় বিশাল ভিড় হয়। সবাই শেখ হাসিনার বার্তা শুনতে উপস্থিত হয়েছিল। শেখ হাসিনা বলেন, আমরা উন্নয়নের পক্ষে। আর ওরা ধ্বংস করতে শুরু করে দিয়েছে। ধ্বংস করাই ওদের কাজ। আওয়ামি লিগ দেশ গড়ার কাজে হাত দিয়েছে। অগ্নি সংযোগ করতে আওয়ামি লিগ নিষেধ করে। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করে দেশের উন্নয়ন করা একেবারে অসম্ভব। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে একটি নির্বাচিত সরকার থাকার খুবই প্রয়োজন। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিদেশে কুৎসা করতে শুরু করে দিয়েছে বিরোধী দলের নেতারা। বিদেশি রাষ্ট্র নেতাদের বাংলাদেশের নির্বাচনকে কেঃদ্র করে ভুল বার্তা দিতে শুরু করে দিয়েছে বিরোধী দলের নেতারা। খুন, অগ্নি সংযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে বাংলাদেশের বিরোধী দলের নেতারা। তারা এই নির্বাচনকে বয়কট করা হুমকি পর্যন্ত দিয়ে রেখেছে। বিরোধী দলের নেতারা ওই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন শাসক দল আওয়ামি লিগকে যেন বৈঠকে ডেকেছিল বিরোধী দলের নেতাদের বৈঠকে অংশ গ্রহণ করার আহ্বান করেছিল। কিন্তু বিরোধী দলের নেতারা নির্বাচন কমিশনের ডাকা বৈঠকে উপস্থিত থাকতে অস্বীকার করে। তারা বলতে শুরু করে ছিল যে নির্বাচন কমিশন শাসক দলের প্রতিভূ। তারা বিরোধী দলের নেতাদের কথায় কর্ণপাত করবে না। সবাই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আগুন নিয়ে খেলতে কাউকে বলা হয়নি। যারা আগুন নিয়ে খেলতে শুরু করে দিয়েছে তাদের একদিন গা থেকে শুরু করে হাতপুড়তে থাকবে। তখন তারা টের পাবে যে আগুনটা কী জিনিস। শেখ হাসিনার নির্বাচন জনসভায় তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন তাঁর বোন রেহানা।প্রায় দেড় মাস ধরে হরতাল, অবরোধ ডাকার পর এবারে বিএনপি 'সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিল। ৭ জানুয়ারি ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে নির্বাচন করার ব্যাপারে সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলে। এদিকে নির্বাচন কমিশন দিনক্ষণ ঘাষণা করে দেওয়ার ফলে বিএনপি এবং জামায়েত ইসলামি এখন রাস্তা অবরোধ করা থেকে শুরু করে অগ্নিসংযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে চলেছে। এদিকে নাশকতার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে বিএনপির সব নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে তাদের দলীয় সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে। বিএনপি নেতারা জেলে বসে রয়েছে তার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচন হতে শুরু করেছে এটা কি ধরনের গণতন্ত্র তা বিশ্ববাসীদের জানাতে শুরু করে দিয়েছে বিরোধী দলের নেতারা। এদিকে নির্বাচন কমিশন ভোট বন্ধ করা নিয়ে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বিরোধী দল তাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে দিয়েছে। তার ফলে নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে পারছে না বিরোধী দলের নেতারা। নির্বাচন কমিশন থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে হরতাল, অগ্নিসংযোগ, অবরোধপ্রত্যাহার করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা উচিত। বিএনপি জামাত দলগুলি তাদের কর্মসূচি থেকে পিছু হটে আসেনি। এবারে তারা গোপন স্থান থেকে নির্বাচন বয়কট করার বার্তা দিতে শুরু করে দিয়েছে। এই নির্বাচনে কেউ যাতে অংশ গ্রহণ না করে তার কথাও বলতে শুরু করে দিয়েছে বিএনপি দলের নেতারা। জামায়াতে ইসলামি নেতারাও বিএনপির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে। বিএনপি দলের পক্ষ থেকে ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে ভার্চুয়াল ব্রিফিং-এর মাধ্যমে। ভার্চুয়াল সংযোগ করে ভোট বয়কট করার কথা বলতে শুরু করেছে বিএনবি দলের নেতারা। তারা বলতে শুরু করেছে যে নির্বাচন কমিশনের উচিত হচ্ছে একটি তদারকি সরকার তৈরি করে নির্বাচন করা। তদারকি সরকার যদি না থাকে তাহলে এই নির্বাচনের ফল শাসক দল আওয়ামি লিগ আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবে। বিরোধী দলের আওয়াজকে ওরা আগামী দিনে আরও স্তব্ধ করে দেবে। বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ সরকার থাকলে সেখানে কোনও বিরোধী দল মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। এই সরকার বিরোধী দলের অস্তিত্বকে একেবারে মুছে দিয়েছে। এদিকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলি আওয়ামি লিগ সরকারের পক্ষে রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে. যদিও বাংলাদেশের বামপন্থী সংগঠন এত শক্তিশালী নয়। তবুও তারা কিন্তু আওয়ামি লিগকে সমর্থন করতে শুরু করেছে। বিএনপি হরতাল এবং নাশকতার .ডাকে কেউ সাড়া দেয়নি। স্কুল কজে থেক শুরু করে রাস্তায় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক। কোথাও কোনও হাঙ্গামা হয়নি। তবে বিএনবি বেশ কিছু স্থানে অবরোধ কর্মসূচিকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছিল পরে পুলিশ তা সরিয়ে দিয়েছে। রাস্তা অবরোধ করে কোনও কর্মসূচিকে গ্রহণ করা হবে না বলে পুলিশ প্রশাসন থেকে আগেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনের দিন নাশককতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা প্রতাশ করতে শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পুলিশ প্রশাসন থেকে স্বরাষ্ট্র দফরতরে এ বাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের দিন সীমান্ত বন্ধ করে রাখা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারতের সীমান্ত বাহিনী বিএসএফ এ বাপারে সতর্ক হয়ে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশের নির্বাচন কালে কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিবেশ যাতে তৈরি না হতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষা বাহিনী। এবারে ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী থেকে বলা হয়েছে প্রয়োজন হলে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষা বাহিনীকে সহযোগিতা করতে পারে নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে। প্রয়োজন হলে ভারতের সীমান্ত রক্ষা বাহিনী সীমান্ত এলাকায় অপরাধীদের শনাক্ত করে গ্রেফতার করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

কে কোন আসনে লড়াই করবে তা ঠিক করাটা কঠিন

রাজ্যের কংগ্রেস, সিপিএম এবং আইএসএফ রাজ্যের আসন সমঝোতা নিয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছে। কে কোন আসনে লড়াই করবে তা ঠিক করাটা এখনও বাকি। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলবে, নাকি তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে অটল থকবে। জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপি বিরোধী আর রাজ্য রাজনীতিতে কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূল লড়ালড়ি এটা চলতে থাকবে। রাজ্য রাজনীতিতে সিপিএমকে ছেড়ে কংগ্রেস কোনও সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরবে না। তার প্রধান কারণ বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন অধীর চৌধুরী। তিনি পরিস্কার বলে দিয়েছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস কোনও সময়ে কংগ্রেসের স্বার্থ দেখেনি। তারা কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। গোয়া নির্বাচনের প্রাক্কালে তা দেখতে পাওয়া যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের অপকৌশলের ফলে বিজেপি বাড়বাড়ন্ত। কংগ্রেস নেতারা বলেছেন মিজোরাম বাদ দিয়ে যদি তিন রাজ্যে কংগ্রেস বিধানসভার নির্বাচন জয়ী হতো তাহলে জোট ইণ্ডিয়ার অনেক সুবিধা অবস্থায় থাকতো। এখন কংগ্রেস মাত্র একটি রাজ্যে। তেলেঙ্গনায় কংগ্রেস জিতলেও মধ্য প্রদেশ, ছত্তীশগড়, রাজস্থানে হেরে যাওয়ায় জোট ইণ্ডিয়ার শরিক দল কংগ্রেসকে সেখানে জমি ছাড়বে না। তৃণমূল কংগ্রেস এখনও আঞ্চলিক দল। তাদের এখন সর্বভারতীয় তকমা দরকার। সেই কারণে তৃণমূল কংগ্রেস চেষ্টা করবে তারা ছাড়া যাতে আর কেউই রাজ্যে প্রভাব বিস্তার না করতে পারে। পাঁচ রাজ্যে ফল প্রকাশের পরই জোট ইণ্ডিয়ার বৈঠক ডাকা হয়েছিল। কিন্তু কারোর হাতে সময় না থাকার ফলে বৈঠক করা সম্ভব হয়নি। সময় মতো বৈঠকের কথা জানানো হয়নি বলে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন তাঁর নির্দিষ্ট কর্মসূচি হাতে থাকার ফলে তিনি দিল্লিতে উপস্থিত হতে পারছেন না। আম আদমি দলের নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল এখন কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে লড়াই করার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন আম আদমি দলের স্বার্থকে ত্যাগ করে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা নয়।

বাংলা ভাষা ও বেগম রায়েকার কলম

(পূর্ব প্রকাশের পর) তিনি নারী স্বাধীনতা নিয়ে বারবার প্রতিবাদী কলম ধরেছেন। থেমে থাকেনি এক মুহূর্তের জন্য। নানা পত্রিকায় .নারী জাতির অবদমন নিয়েপ্রবন্ধ রচনা করেছেন। বেগম রোকেয়া যখন বাংলা ভাষায় হয়ে সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তখন বাংলা ভাষা চর্চার গদিটা খুবই শক্ত করে .বাধা হতে শুরু করে দিয়েছিল। বাংলা ভাষা এবং ইংরেজি ভাষার চর্চা ক্রমাগতভাবে বাংলায় বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে। নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয়কে উচ্চাঙ্গে তুলে ধরার জন্যই তিনি বাংলা ভাষার হয়ে সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ভাষা কারোর বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। বাধা হয় মন। মনকে মুক্ত করে সব ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। বাংলায় থেকে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করতো এই রকম ধাতের মহিলা রোকেয়া ছিলেন না সোট বারবারপ্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি স্বয়ং। আর আজকে বাংলা ভাষার মান ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। ব্রিটিশ ভারতে বাংলার ভাষার যে মর্যাদায় ছিল আজকে কি সত্যিই সেই মর্যাদাবাংলা ভাষার রয়েছে?। বাংলা স্কুলগুলি ধুঁকতে শুরু করে দিয়েছে। ইংরজি মাধ্যম স্কুলগুলি রমরমিয়ে চলছে। বাংলার অভিভাবক সম্প্রদায় তাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা পড়াতে চায় না। ভাবে বাংলা পড়ে কী হবে? বাংলা পড়ে নাই বা কিছু হল? এটা তো মাতৃভাষা। একে ত্যাগ করা কেন? এর উত্তর কে দেবে?

হেরিটেজ ঃ বিশ্ববিখ্যাত বাংলার মিষ্টি

বাংলার মিষ্টি বিশ্ববিখ্যাত। বাংলার রসগোল্লা আগে রানি ভিক্টোরিয়া রাজপ্রসাদে যেত। সেই রসগোল্লা খেয়ে রানি ভিক্টোরিয়া আপ্লুত হয়েছিলেন। দার্জিলিং এর চা পান করে রানি মুগ্ধ হন। তখনকার প্রতিটি ইংরেজ শাসকেরা রানির ভক্ত ছিলেন। রানি আদেশ ছিল একেবারে ঈশ্বরের আর্শিবাদ। সেই কারণে রানি যা পচ্ছন্দ করতেন তাই বিলেতে পাঠানো শুরু করে ছিল ইংরেজ শাসকেরা। তারা রানি বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করতো না। রানি বিরুদ্ধে কথা বলা মানেই হল বিদ্রোহ করা। সেই বিদ্রোহীকে একেবারে হত্যা করে ফেলল ইংরজরা। বাংলার বর্ধমানে মিহিদানা বিলাতের রাজ দরবরে গিয়ে উপস্থিত হতো। রানি সেই বর্ধমানে সীতাভোগ থেকে শুরু করে মিহিদানা দিয়ে অতিথি অ্যাপায়ন করতেন। রানি জন্য রসগাল্লা থেকে শুরু করে ছানায় সন্দেশ বিলেত পারি দিত। নবদ্বীপের লাল দই যেত বিলাতে। এখনও যায় লাল দই প্যাক করে ফ্রিজে মধ্যে দিয়ে জাহাজে করে। আগে বিলাতে বহু মিষ্টির কারিগর গিয়ে সেখানে মিষ্টি তৈরি কীভাবে করতে হয় সাহেবদের শিখিয়ে এসেছিল। এখন বিলাতে বাংলার মিষ্টি দোকান রয়েছে। যদি সেখানকার অধিকাংশ কারিগর এখন বলতে গেলে সাহেব। তবে তারা আবার মাঝে মধ্যে বাংলা। ঘুরে দেখে নতুন কোনও মিষ্টি বের হল কিনা। ভীম নাগের জলভরা তাসশাঁশ বিলাতে মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। সেখানে জলভরা তালশাঁশ মিষ্টি তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে সাহেব কারিগররা। বাংলায় যত সব মিষ্টি তৈরি হয় তা আবার বিলাতেও তৈরি হয়। প্যারিসে বলে বাংলার মিষ্টির স্বাদ গ্রহণ করা যেতে পারে। কালোজাম থেকে শুরু করে ল্যাংচাও সেখানে তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে জল আবহাওয়ার জন্য স্বাদ একটু অন্যরকম হতে পারে। তবে বিলাতের বাংলা মিষ্টির সুনাম হয়ে গিয়েছে। বহু সাহেবরা আবার বড়দিনের কেক না কেটে মিষ্টি দিয়ে বড়দিন পালন করে থাকে। কলকাতায় আরা ঠিক তার উল্টো। এখানে আবার বড়দিনে কেক না খেলে কোনও তৃপ্তি বোধ হয় না। এক টুকরো কেক খেতেই হবে বড়দিনে। বাংলার মিষ্টি বিশ্ব জয় করতে শুরু করে দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুরু করে জার্মানীতে বাংলার মিষ্টি গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আমেরিকাতে আগেই মিষ্টি গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তবে বিলাতের পরেই ওয়াশিংটনে বাংলার মিষ্টি উপস্থিত হয়েছিল। বাংলার মিষ্টি পানও এখন বিলাতে পাওয়া যায়। বাংলা যা যা তৈরি হয় এখন বিলাতে তাই পাওয়া সম্ভব। বিলাতে মশলা মুড়ি পাওয়া যায়। সাহেবরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে মশলা মুড়ি তৈরি করে বিক্রি করে।

প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যবসায়ীকে গুলি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ ডিসেম্বর ঃ মালদা শহরের উপকণ্ঠ সুস্থানি মোড়ে ভরদুপুরে চললো গুলি। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন সুজাপুরের এক প্লাস্টিক ব্যবসায়ী। শুক্রবার দুপুর তিনটা নাগাদ এই ঘটনাকে ঘিরে ইংরেজবাজার থানার সুস্থানি মোড় এলাকায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারেই গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকেন ওই প্লাস্টিক ব্যবসায়ী। এরপরই স্থানীয় মানুষ পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে আহত ওই ব্যবসায়ীকে চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ওই ব্যবসায়ীর বাম কাঁধের সামনের অংশে গুলি লেগেছে। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সেই গুলি বের করার চেষ্টা চালাচ্ছেন চিকিৎসকেরা। জখম ব্যবসায়ীর শারিরীক পরিস্থিতি সংকটজনক বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত এই ব্যবসায়ীর নাম সফিকুল ইসলাম (৪৫)। তার বাড়ি কালিয়াচক থানার সুজাপুর এলাকায়। সুজাপুরে জাতীয় সড়কের ধারেই আহত ওই ব্যবসায়ীর একটি প্লাস্টিকের গোডাউন রয়েছে। পুরনো প্লাস্টিক রিসাইক্লিং করে ভিন রাজ্যে সরবরাহ করার কারবার রয়েছে ওই ব্যবসায়ীর। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সুজাপুরের বাড়ি থেকে মোটরবাইকে করে ওই ব্যবসায়ী মালদা শহরের দিকে আসছিলেন। সুস্থানি মোড়ের কাছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ওই ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে কেউ বা কারা অতর্কিতে গুলি চালায়। সেই গুলি গিয়ে বাম কাঁধে লাগে। তখন রাস্তায় ছিটকে পড়েন ওই ব্যবসায়ী। এরপরই এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। এদিকে ইংরেজবাজার শহর থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে সুস্থানি মোড়ে ভরদুপুরে প্রকাশ্যে গুলি কাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। উল্লেখ্য, এই সুস্থানি মোড় দিয়ে প্রতিদিনই কয়েক'শো পণ্যবাহী লরি ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্ত মহদীপুর এলাকায় যায়। আর সেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্তের করিডর সুস্থানি মোড়ে ব্যবসায়ীকে গুলি করার ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। আহত ওই ব্যবসায়ীর পরিবার ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

সংসদ বৈঠকে মনোনীত প্রতিনিধি

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২২ ডিসেম্বর ঃ স্থায়ী উপাচার্য প্যানেলের জন্য বৃহস্পতিবার সার্চ কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে কোর্ট বৈঠক ছিল। এদিন কোর্ট বা সংসদ একজন সদস্যের নাম মনোনীত করে। মূলত, কর্মসমিতি ও সংসদের দ্বারা দুইজনের সদস্য এবং তৃতীয় জন্য পরিদর্শকের দ্বারা মনোনীত হন। স্থায়ী উপাচার্যর জন্য সেই কাজ ত্বরান্বিত করলেন অস্থায়ী উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিক। প্রসঙ্গত উপাচার্য হিসেবে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর মেয়াদ শেষ হয় ৮ নভেম্বর। তারপর অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সঞ্জয় কুমার মল্লিক। অস্থায়ী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে তিনি একদিকে যেমন পৌষমেলা করার ব্যাপারে সদর্থক পদক্ষেপ নেন, তেমনি সহকর্মীদের ক্ষোভ নিরসনে যথোচিত পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন। অন্যদিকে, পৌষমেলার সময় দর্শকদের জন্য রবীন্দ্রভবন খোলা থাকবে কি না সেব্যাপারে কিছু বলতে পারেন নি বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, রবীন্দ্রভবন বন্ধ থাকে বুধবার ও বৃহস্পতিবার। তার বাইরে রবীন্দ্রভবন খোলা থাকবে কিনা জানা নেই। রবীন্দ্রভবনের আধিকারিক নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রবীন্দ্রভবনের কয়েকটি এসি খারাপ আছে। মেলার সময় ভিড় হবে এবং তাছাড়াও নিরাপত্তার কারণে রবীন্দ্রভবন বন্ধ থাকবে কিনা জানতে কর্মসচিবকে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। এদিন কোর্ট মিটিংয়ের পর কর্মসচিব অশোক মাহাতো জানান, পৌষমেলার সময় রবীন্দ্রভবন বন্ধ থাকবে। সেক্ষেত্রে এই সময় রবীন্দ্রভবন পরিদর্শন থেকে বঞ্চিত থাকবে শান্তিনিকেতনে আগত সাধারণ দর্শক থেকে পর্যটকরা।

মায়ের কোলে ফিরলো হারিয়ে যাওয়া শিশু

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ ডিসেম্বর ঃ যার নাম শুনলে কিম্বা স্বশরীরে উপস্থিতিতে বর্ধমান শহরের ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গকারীদের ঘুম উড়ে যায় তিনি হলেন বর্ধমান শহরের ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জী। ডাকাবুকো চেহারার ওই মানুষটি মাথায় সাদা কাপড়ের ফেট্টি বেধে বুলেটে চড়ে সারাদিন ছুটে চলেন শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। জনবহুল ও ব্যস্ততম বর্ধমান শহরের বীরহাটা সাব ট্রাফিক বিভাগের যানজট সামলানোর ভার তার কাঁধে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজনে কঠিন ভাবমূর্তির আড়ালে কিন্তু অনেকবারই তার মানবিক মুখ দেখেছে বর্ধমানবাসী। শুক্রবারও তার মানবিক মুখ দেখলো বর্ধমান। বর্ধমান ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় বাবা মা ফিরে পেল তার ছোট্ট সন্তানকে। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়া ওই খুদে তার মায়ের হাতছাড়া হয়ে বর্ধমান স্টেশন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল এদিন। ঘুরতে ঘুরতে সে কার্জনগেট চত্বরে চলে আসে। হঠাৎ ট্রাফিক পুলিশের নজরে আসে একটি শিশু কার্জন গেটে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। চোখ মুখে বিহ্বলতা। তাই কাল বিলম্ব না করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দায়িত্বে থাকা ট্রাফিক পুলিশ এবং ওসি চিন্ময় ব্যানার্জি। শিশুটির সাথে কথা বলে তার বাড়ি এবং ফোন নাম্বার জেনে নেন ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জি। তারপর যোগাযোগ করেন শিশুটির বাবা মেমারি থানার বাগিলার বাসিন্দা পেশায় ফুল ব্যবসায়ী বাপী মন্ডলের সাথে। জানা গেছে মা ও দিদির সাথে ট্রেনে করে আসছিল ওই শিশুটি। স্টেশনে ভীড়ের মধ্যে হাতছাড়া হয়ে যায় সে। ট্রাফিক পুলিশ শিশুটিকে উদ্ধার করে তার বাবা ও মা এর সাথে কথা বলে সব কিছু খতিয়ে দেখে শিশুটিকে তার বাবা- মায়ের হাতে তুলে দেন। এরকম একবার নয় বহুবার এক রূপে দেখা গেছেন চিন্ময় ব্যানার্জিকে। ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জির তৎপরতায় হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরে পেয়ে খুশী শিশুটির বাবা-মা। তারা চিন্ময় বাবু ও ট্রাফিক পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

রোগীর আত্মীয়দের হেনস্থা ঘিরে উত্তপ্ত মেডিকেল কলেজ

এজাজ আহম্মেদ, বহরমপুর, ২২ ডিসেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাতৃমা বিভাগে রোগী এবং পরিজনদের সাথে করা হচ্ছে দুর্ব্যবহার এছাড়াও সঠিকভাবে চিকিৎসা না পাওয়া সহ একাধিক অভিযোগ উঠলো মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে শুক্রবার একজন আইনজীবী তার বোনকে নিয়ে মাতৃমা বিভাগে ভর্তি করায় সময় কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষীকে সাহায্য চাইলে কোন সাহায্য করেনি, উপরন্তু তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। বলতে গিলে অসুস্থ মহিলার চিকিৎসা পরিসেবা বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর মাতৃমা চত্বরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে বহরমপুর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পাশাপাশি অন্য প্রসূতিদের আত্মীয়রাও একাধিক অভিযোগ করেন। মাঘন নামে এক মহিলা বলেন, আমার মেয়েকে চারদিন আগে ভর্তি করেছি সুস্থ অবস্থায়। অথচ গতকাল বাচ্চা মারা গেছে বলে ডাক্তারেরা জানলেও এখনও পর্যন্ত দেখা করতে দিচ্ছে না। কিছু বলতে গেলেই ধমকি দিয়ে বের করে দিচ্ছে। একাধিক মারাত্মক অভিযোগ তুললেন রোগীর আত্মীয়রা। হাসপাতালের চিকিৎসা ও পরিষেবার দিকে আঙুল তুলছেন সাধারন মানুষ। বেশ কিছুদিন আগে ১০ জন শিশু মৃত্যুর খবরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। সাধারন মানুষের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী স্বপ্নের প্রকল্প মুর্শিদাবাদের একমাত্র মেডিকেল কলেজ ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের যদি এই হাল হয়, তবে সাধারন মানুষের চিকিৎসা কিভাবে হবে এইটাই এখন বড় প্রশ্ন!

বালির ঘাট ঘিরে তৃণমূলের সংঘর্ষ

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ২২ ডিসেম্বর ঃ উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার চিতলঘাটা এলাকায় বালির ঘাটকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল। শুক্রবার এই ঘটনায় উভয়পক্ষের কয়েকজন জখম হয়েছেন। জখমদের মধ্যে একজনকে প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হয়। পরে তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনায় জখম বাকি ৪ জনের বেসরকারিভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চিতলঘাটা এলাকায় অতি সম্প্রতি একটি বালির ঘাট চালু হয়েছে। ঘাট মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অন্যের জমির উপরে বালি জমা করা ও গাড়ি যাতায়াত করার ব্যাপারে আপত্তি জানাতে গেলে এদিন গ্রামের কয়েকজন হামলার শিকার হয়েছেন। যদিও ওই ঘাটের মালিকপক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ঘাট মালিকের পক্ষে রাহি মাসুমের বক্তব্য, ঝামেলার ঘটনায় বালির ঘাটের যোগ নেই। জমি নিয়ে এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের মধ্যেই মারপিটের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। চোপড়া থানার আইসি সঞ্জয় দাস বলেন, জমি নিয়ে মারপিটের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দুপুর পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ আসেনি। ঘটনার ওপর পুলিশের নজরদারি রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের ৪ শতাংশ হারে মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধির জন্য মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন কর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের জলপাইগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে শুক্রবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তারা। জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের কার্যালয়ে খুশির আবহ দেখা যায় তৃণমূল সমর্থিত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে। অন্যদিকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা দাবি করে বলেন, চার শতাংশ নয়, চল্লিশ শতাংশ ডিএ দিতে হবে। চারের পরে শূন্য চাই দাবি করেন তারা। কর্মীদের নিয়মিত বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি যোগ্য ব্যক্তিদের চাকরির দাবি করা হয়। নিজেদের হকের লড়াই চলবে স্লোগানকে সামনে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা। বিষয়টি নিয়ে ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপককুমার রায় জলপাইগুড়িতে দলীয় অফিসে বসে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কি ডিএ ভিক্ষা দিচ্ছেন? তিনি তো নিয়মকানুনই জানেন না। ডিএ হল কর্মচারীদের অধিকার। মুখ্যমন্ত্রীর পৈতৃক অর্থ নয়। বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৩-২৪-২৮আর, তারিখঃ ২০.১২.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/জি/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং তা বেলা ১২.৩০ মিনিটে খোলা হবে। কাজের বিবরণঃ হলদিয়াতে টাইপ-IV কোয়ার্টার-এর ৪টি ইউনিট নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ২২,৯৯,৬৩৯.২০ টাকা। বিড সিকিউরিটি/বায়না মূল্য জমাঃ ৪৬,০০০ টাকা। খোলার তারিখ ঃ ০৫.০১.২০২৪। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। জমা দেওয়ার তারিখ ঃ ০৫.০১.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ, স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বি.দ্র.ঃ সম্ভাব্য বিডারগণ অন্যান্য সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-849)

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (৪)/হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত ই-টেন্ডার নোটিস নং. ২৬০_২০২৩-২৪-এর সংশোধনী (বন্ধের তারিখ ছিল ২৯.১২.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো)। প্রযুক্তিগত কারণে ই-টেন্ডার নং. ২৬০_২০২৩-২৪ পূর্বতন বন্ধের তারিখ ২৯.১২.২০২৩ এর পরিবর্তে বিলম্বিতভাবে ১৫.০১.২০২৪ তারিখে বন্ধ করা হবে। অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

HWH-412/2023-24

পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE SASATI GRAM PANCHAYAT
UNDER SHYAMPUR-II DEV. BLOCK
SASATI, SHYAMPUR, HOWRAH
NOTICE INVITING E-TENDER
No. 722/SGP/E-NIT

For and on behalf of the Sasati Gram Panchayat , the Pradhan , Sasati Gram Panchayat , invites e-tenders in percentage rate from reliable, resourceful, bona fide, eligible contractors for 3 (Three) Nos. similar works. Last date of submission of Bid (online) **08/01/2024 at 10.00 Hrs.** Bid opening date **10/01/2024 at 11.00 Hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/- Pradhan
Sasti Gram Panchayat

Office of the
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad Murshidabad
e-N.I.T. No. 09/2023-24

e.-N.I.T.-09 is invited through online by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 04(Four) no. work under Chhaighari Gram Panchayat **from 22.12.2023 to 29.12.2023.** N.B.: Details my be obtained from **http://etender.wb.nic.in** & from this office during office hours.

Sd/- Prodhan
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad

MAKARDAH 1 NO. GRAM PANCHAYAT
MAKARDAH, DOMJUR, HOWRAH
E-TENDER INVITING NOTICE

E-Tender is hereby invited by The Prodhan, Makardah 1 no. Gram Panchayat, Domjur, Howrah for following Works:- **Referance Tender No:- 1. Mak1gp/ 15th CFC/eNIT/ 23-24 /222, Dated: 11/12/2023, 2. Ref no.: WBZP/MAK1/15THCFC/NIT/222/2324. 3. Tender ID: 2023_ZPHD_621580_1 to 2023_ZPHD_621580_10.** 4. Tender submission Last Date: - **27/12/2023 at 10: 00 PM.** Details are available: - **https://wbtenders.gov.in** and Office notice board.

Sd/-Prodhan
Makardah 1 Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ পিসিএমএম/ডিইএনএল/টিপি/২০২৩/৯৩, তারিখ ঃ ২২.১২.২০২৩। "ই" প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতির জন্য টেন্ডার। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, রেল কোয়ার্টার অফিস (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে। সমস্ত টেন্ডারগুলি দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে। ক্রমিক নং; টেন্ডার নং; নির্ধারিত তারিখ; সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পরিমাণ ও ইএমডি প্রয়োজন আছে কিনা ও থাকলে অনুগ্রহ করে পরিমাণ উল্লেখ করুন [illegible]

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল-এসডিএইচ-কন-টিআরডি-১৩৩-২০২৩-এনআইটি, টেন্ডার নং.ঃ ইএল/এসডিএইচ/কন/টিআরডি/১৩৩/২০২৩, তারিখ ২২.১২.২০২৩। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, আর.এম.এস. বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষমতা এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সহ বৈধ ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্র্যাক্টরস লাইসেন্স আছে এরূপ অভিজ্ঞ ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর, পার্টনারশিপ ফার্ম ইত্যাদির কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনে (ক) বারাসাত এবং [illegible] সম্পূর্ণ কাজের সময়সীমাঃ ০৬ (ছয়) মাস। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে — প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ব্রিজ অ্যাপ্রোচ শক্তিশালী করা ও সুরক্ষামূলক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এন/ইএনজিজি/১২৮ অব ২০২৩, তারিখঃ ১৯-১২-২০২৩। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে — প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এনএলডি/ইএনজিজি/১২৯ অব ২০২৩, তারিখঃ ২০-১২-২০২৩। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

ডিআরএম (ওয়ার্ক্স), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে — প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কুমারঘাট স্টেশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি পরিবর্তনের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিআরডি-এলএমজি-১২ অব ২০২৩-২৪, তারিখঃ ২০-১২-২০২৩। [illegible] ৭৩,৪৮,১৭৭.৯০ টাকা; বায়নার অর্থঃ ১,৪৭,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৫-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড ডিএস/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে — প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সর্বশিক্ষা মিশন

Notice Inviting E-Tender
O/O the DEO SSA, Jalpaiguri
for details please visit : wbtenders.gov.in
E-tender has been floated by the undersigned for the following work

SSA-JAL/T-38/23-24, Dated-20/12/2023

For details please visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
District Education Officer
SSA, Jalpaiguri

e – Tender Notice

e-Tender are invited for works as follows :
1) Name of work:- Repairing & Renovation of High Mast Light and allied E.I work at Satragachi Bus Stand under HRBC.
Tender ID -2023_HRBC_629319_1
e-NIT No. HRBC/JPM(E)/NIT/16/23-24

Last date of submission of bid (online) is **08.01.2024** up to 10.00 AM
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

e – Tender Notice

e-Tender are invited for works as follows :
1) Name of work:- Beautification of garden at Toll plaza under HRBC
Tender ID -2023_HRBC_629319_2
e-NIT No. HRBC/JPM(E)/NIT/16/23-24

Last date of submission of bid (online) is **08.01.2024** up to 10.00 AM
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

Notice inviting e-Tender for **NIT No-254/FSDA/Jangipara/23-24** for 16 no works by the undersigned through online mode (**https://wbtenders.gov.in**). Last date of submission of online bid on **03/01/2024 upto 13.00 Hrs.**

Sd/- Block Development Officer
Jangipara Development Block

এতদ্বারা সকল ঠিকাদারদের জানানো হচ্ছে যে NIT REF NO-29/CH-II PS/ 2023-2024 Date. 15.12.2023 তে এবং NIT REF NO-30/CH-II BDO/ 2023-2024 Dated:- 19.12.2023 টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ জানতে www.wbtenders.gov.in এ LOGIN করুন বা চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা /-
নির্বাহী আধিকারিক
চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতি

NABASTHA-II GRAM PANCHAYAT
PALSIT: BARDHAMAN-II P.S: PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender/NIT No. 335/ NAB-II/2023, Dated-22/12/2023

"The Prodhan, NABASTHA-II Gram Panchayat." Invites e-tender for 2(Two)Nos. different works. Last date of submission of Bid on **06/01/2024 up to 10.15 AM.** Date of opening of tender (online): **08/01/2024 at 12.00 pm.** For details please visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Prodhan
Nabastha-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE SHYAMSUNDARPUR GRAM PANCHAYAT
(Under Raipur P.S.)
Dudhya*Barikul*Bankura
NOTICE INVITING e-TENDER
No-23,24,25/5th SFC/2023-24. Dt.-21/12/2023 (5No.work)

Tenders are inviited by the Pradhan, Shyamsundarpur Gram Panchayat. Last Date of tender submission **05.01.2024 upto 6 p.m.** For details contact officeof the undersigned or Visit **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Shyamsundarpur Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-32/2023-24** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 01(One) nos. works/Schemes under 5th SFC Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. **Tender ID: 2023_DM_628130_1.** Document download/sell starting **from 21.12.2023 up to 04.01.2024 04.00 PM.** Bid submission starting **from 21.12.2023 up to 04.01.2024 at 04:00 PM.** And Opening on **06.01.2024 at 04:05 P.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No.	Tender Reference No	Tender ID	Tender Sl. No.	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	EO/SNK/eNIT-17/2023-24	2023_ZPHD_629779	01	06/01/2024	08/01/2024
2.	EO/SNK/eNIT-18/2023-24	2023_ZPHD_629887	01 to 04	09/01/2024	11/01/2024

Intending bidders are requested to visit the website **http://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah

Office of the
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad Murshidabad
e-N.I.T. No. 08/2023-24

e.-N.I.T.-08 is invited through online by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 04(Four) no. work under Chhaighari Gram Panchayat **from 22.12.2023 to 29.12.2023.** N.B.: Details my be obtained from **http://etender.wb.nic.in** & from this office during office hours.

Sd/- Prodhan
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad

Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 11-BDO/Ch-1/2023-24 dt: 19/12/2023, E-Tender ID : 2023 _ZPHD_626707_1 to 2023_ZPHD_626707_7. NIT No: 22-PS/ Ch-1/2023-24 dt: 19/12/2023, E-Tender ID : 2023 _ZPHD_626798_1 to 2023_ZPHD_626798_4.** For details Pl. contact Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly. **Visit: https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Chanditala-I Panchayat samity
Mashat, Hooghly

Tender has Invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for Cons. of Boundary Wall, PCC Road, Solar Submersible and Pucca Drain under Pursurah Panchayat Samity. Last date for submission of Tender: **05/01/24 up to 9.30 am. Tender ID No 2023_ZPHD_628449 1 to 9. wbtenders.gov.in**.

Sd/-
Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
Pursurah, Hooghly

E-QUOTATION Notice

Application are invited from bonafied contractors/agencies vide NIQ bearing memo nos are-**1668/RGP/23,dated-22/12/2023** of the undermentioned for "SOLAR LIGHT" under Rasapunja Gram Panchayat, TM Block., South 24 Parganas. Last Date of Bid Submission: **04/01/2024, 02:00 pm,** Date of Opening **04/01/2024, 03:00 pm.** For details, please see office notice board.

Sd/- Prodhan
Rasapunja Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

Office of the
Salboni Panchayat Samity,
Salboni, Paschim Medinipur
E-TENDER NOTICE
NIT No. 2244/BDO/SALBONI/e-NIT 2023-24 Dated.- 22/12/2023

e-Tender is invited by the B.D.O. Salboni Development Block for 03 Works under Salboni Development Block. For details pl visit: www.wbtenders.gov.in & www.salboni.in

Bid closing date: 15.01.2024

Sd/- Block Development Officer,
Salboni Development Block

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY
Notice Inviting E-Tender No. 393/15 th FC/2023,
Tender ID: 2023_ZPHD_629178, Date: 21.12.2023
Notice Inviting E-Tender No. 394/15 th FC/2023,
Tender ID: 2023_ZPHD_629184, Date: 21.12.2023
Notice Inviting E-Tender No. 395/15 th FC/2023,
Tender ID: 2023_ZPHD_629188, Date: 21.12.2023

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for the total 3(Three) different works. Fund: 5 th FC. Time of completion: 30 Days. Date of Start of downloading the documents **from 22.12.2023 at 6.30 PM up to 06.01.2024 at 3.00 P.M.** Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on **06.01.2024 at 3.00 P.M.** Date of Opening of Technical Bid (Online) on **09.01.2024 at 3.00 P.M.** For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY
HOWRAH
E-TENDER NOTICE
wbtenders.gov.in

Sealed tenders are invited from the bonafide/reliable contractors vide Notice no- : **NIT-699/2023, Dated-19.12.23(E-NIT).** Fund-15 TH FC/MAME/BCW(27 NOS OF WORK)

SD/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

Office of the Block Development Officer
Bishnupur-I Development Block
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tenders are hereby invited by the undersigned for Construction of Rural Roads at different locations under the Jurisdiction of Bishnupur-I Dev. Block. Details of which are as noted below: 1. **N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-27(16)/23-24, Date: 21.12.2023.** 2. Bid submission start date: **22.12.2023.** 3. Bid submission closing date: **06.01.2024.** Details will be available in the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Bishnupur-I Dev. Block
Bhasa, South 24 Parganas

Office of the
MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide **NIT reference / memo no.293/MGP and 294/MGP, Dated : 22.12.2023** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Last date for the online receipt of Tender is **05/01/2024 at 12:00.** Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
বস্তি এলাকা উন্নয়ন বিভাগ

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি

ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফর্মে আহ্বান করছেন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া পৌর নিগম কাজের জন্য "**কমিউনিটি টয়লেট নির্মান ২৮ / এ ফনীন্দ্রনাথ দে সরণী, ওয়ার্ড নং-৪৮, অধীন এইচএমসি**" প্রতিষ্ঠিত, বিত্তশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে একই ধরণের কাজে। বিস্তারিত আনুসঙ্গিক তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিস ও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ / https://www.wbtenders.gov.in থেকে। দরপত্র জমা বন্ধের তারিখ (অনলাইন) ঃ ০৫.০১.২০২৪ **বিকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত**। এইচএমসি কর্তৃপক্ষের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে গ্রহণ বা বাতিল করতে যে কোন আবেদন কোনরূপ কারন উল্লেখ না করে।

Tender Notice No : **WB-HMC/TN/EE/Slum/008/2023-2024 Dated : 20.12.2023** Tender ID: **2023_MAD_627599_1.**

সচিব
হাওড়া পৌর নিগম

২৩৪(২)/২৩-২৪ ২১.১২.২০২৩

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোন-০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২ / ১৩, ফ্যাক্স-০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, www.myhmc.in

এইচএমসি/এইচডব্লুডব্লু/পি-২১/২৩-২৪ তারিখ ঃ ২১.১২.২০২৩

ই-টেন্ডার নোটিস (২য় কল)

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফর্মে **১) বার্ষিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ জোনাল ক্লোরিনেশান প্ল্যান্ট (ক্লোরিনেশান গ্যাস/ হাইপো ক্লোরাইড সলিউশান যোগান সহ) পিএম বস্তি শিবপুর অলোকা সিনেমা হল নিকট ও ২) বার্ষিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ জোনাল ক্লোরিনেশান প্ল্যান্ট ক্লোরিনেশান গ্যাস/ হাইপো ক্লোরাইড সলিউশান যোগান সহ ফাঁসিতলা, হওড়া** প্রতিষ্ঠিত, বিত্তশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে একই ধরণের কাজে। বিস্তারিত আনুসঙ্গিক তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিস ও পদ্মপুকুর ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগ / https://www.wbtenders.gov.in থেকে। **দরপত্র জমা বন্ধের তারিখ (অনলাইন) ঃ ০৪.০১.২০২৪ বিকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে গ্রহণ বা বাতিল করতে যে কোন আবেদন কোনরূপ কারন উল্লেখ না করে। **Tender ID :- 2023_MAD_628550**

সচিব
হাওড়া পৌর নিগম

২৩৩(১)/২৩-২৪ ২১.১২.২০২৩

OFFICE OF THE SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT
ELIPUR , HARIPAL , HOOGHLY , PIN – 712706
NOTICE INVITING E-TENDER
MEMO NO: 199/SEGP/2023 & 200/SEGP/2023 Date:- 21.12.2023

On behalf of Prodhan Sripatipur Elipur Gram Panchayat Office On line E-tender Invited from bonafide, resourceful, reputed and experience contractor in similar nature of work. The work(s) of Construction of Concrete Road, Field Channel, Shal Balla pilling and supply of materials at different places. Source of Fund: 5 th S.F.C. (both Tied & Untied) & 15th F.C Tied. Date of Publishing **21/12/2023 at 5:00 pm.** Date of Sale of Tender Form **21/12/2023 10:30 am to 27/12/2023 2:00 pm.** Date of dropping of Sealed Tender Form **03/01/2024 (up to 2 pm).** Date of Opening of Tender After **08/01/2024 at 12:00 pm.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT

GOPALNAGAR GRAM PANCHAYAT
Gopalnagar (Hattala)
P.O:-Dewanbheri, Dist:-Hooghly
Email ID:-gopalnagoregp@yahoo.co.in
NOTICE INVITING e-TENDER: 234/GGP/2023-24, Date: 20/12/2023

The Prodhan Gopalnagar Gram Panchayat, invites e-Tender Only from Bonafide, resourceful Contractors/Suppliers having Credentials(in the form of work order, work completion certificates and payment certificates) of executing of 6(Six)Nos. different works. Last date of submission of Bid(online): **06/01/2024 6.30pm.** Bid Opening Date(Technical): **09/01/2024 at 10:00 am.**

NOTICE INVITING TENDER: 233/GGP/2023-24, Date: 19/12/2023

Sealed Tender in prescribed form hereby invited by the Pradhan, Gopalnagar Gram Panchayat for execution of 8(Eight) Nos. different works. Last date of receiving tender papers **09/01/2024 up to 1.00 P.M.** Date of Opening of tender: **09/01/2024 at 2.00 pm.** For further details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Gopalnagar Gram Panchayat

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T. No.-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-161/2023-24 (2nd Call) & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-162/2023-24 (2nd Call).** Bid submission closing date (online)-**28/12/2023 instead of 20/12/2023** and Bid submission opening date (online)-**30/12/2023 instead of 22/12/2023.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

Office of the Pradhan
KHALGRAM GRAM PANCHAYAT
Beldangra, Bhalukbasa, Bankura
Notice Inviting E-Tender
Khalgram GP, Taldangra, Bankura
NIeT 14 Memo 597/khal/2023

Pradhan, Khalgram GP, Taldangra invites e-Tender of different schemes which are available in **www.wb.etenders.gov.in** website and Last date of submission **04/01/2024(6.00 PM).**

Sd/- Pradhan
Khalgram Gram Panchayat

Office of The
Dhanara Gram Panchayat
(Khatra Panchayat Samity)
Vill: Bena, PO: Chaka, Block & PS: Khatra, Dist: Bankura, Pin: 722140
NIT-2023_ZPHD_625624

Pradhan, Dhanara Gram Panchayat invites Tender for 2 nos Road protection wall within Dhanara GP. Details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and office notice board.

Sd/- Pradhan
Dhanara Gram Panchayat

গৃহকোণ

বাড়িতেই হোক ক্রিসমাস পার্টি, রইল ঘর সাজানোর টিপস

সামনেই বড়দিন, তার সঙ্গে আসছে পয়লা জানুয়ারি। অনেকেই ক্রিসমাসে বাইরে বের হওয়ার পরিবর্তে ঘরেই বন্ধু- বান্ধব সহযোগে পার্টি করতে ভালোবাসেন। এর জন্য কিন্তু স্পষ্ট একটা প্ল্যানিং থাকা দরকার। ঘর সাজানো থেকে শুরু করে খাবারের মেনু, সব ক্ষেত্রেই একটা প্রস্তুতি দরকার। কীভাবে করবেন প্ল্যানিং? নিচে দেওয়া হল- ১) প্রথমেই লিস্ট তৈরি করে নিন অতিথিদের নামের। এই তালিকা তৈরি করার সময়ই জেনে নিন অতিথিদের কার কী পছন্দ। ২) খাবারের মেনু তৈরি করার সময় প্রথমেই যেটা মাথায় রাখুন সেটা হল, কটা আইটেম করবেন। ঝামেলা কমাতে অল্পস্বল্প আইটেমে নজর দিন। রাইস রাখুন। রাখুন রুটি। চিকেন বা মটন কিংবা টার্কি রাখতে পারেন। আর শেষপাতে রাখুন কাস্টার্ড বা কেক। ৩) মদ্যপানের ব্যবস্থা করলে, ওয়াইনটাকেই প্রাধান্য দিন। চলতে পারে ভালো হুইসকিও। কিংবা অ্যালকোহল বর্জিত ফলের রসও রাখতে পারেন। ৪) ঘর সাজানোর জন্য লাল ও সাদা রংকে প্রাধান্য দিন। ক্রিসমাস ট্রিকে সাজান হলুদ রঙের আলোয়। বাড়ির প্রবেশ দ্বারে বড় লাল রঙের মোজা ঝুলিয়ে রাখুন। হালকা করে চলুক ইংরেজি গানের ইন্সট্রুমেন্টাল। ৫) ছোটখাটো উপহার কিনে নিন অতিথিদের সবার জন্য। পার্টি সেজে তাঁদের হাতে সাজিয়ে দিন। দেখবেন পার্টি জমজমাট হয়ে উঠবে।

শীতের বেডরুম ও ঘর সাজানোর উপায়

ডিসেম্বরের তাপমাত্রা একটু বেশি। তা বলে কি আর শীত পড়বে না! 'হাল ছেড়ো না বন্ধু!' শীতের দেখা যখনই পাওয়া যাক, এখন হালকা শীতের আমেজ তো আছে। নিজের বেডরুমে আনুন কয়েকটি বদল। তাতেই ভালোবাসা উপচে পড়বে। সবার প্রথমে জানলার পর্দা পাল্টে ফেলুন। একটু ভারী পর্দা লাগান যাতে বাইরের তাপমাত্রার আঁচ ভিতরে তেমন না পড়ে। আবার সূর্যের আলোও একটু কম ঢোকে। হ্যাঁ, শীতকালে সূর্যের আলো গুরুত্বপূর্ণ। তবে ভোরবেলার আলসেমির আদরে নয়। তাই জানলার পর্দা এবার বদলানোর সময় এসে গিয়েছে। দ্বিতীয় কাজ, বিছানার চাদর ও বালিশের কভার এই জিনিসগুলো যেন খুবই আরামদায়ক হয়। বেডরুম আপনার সারা দিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা। একটু নয়, অনেকটা ভালোবাসার জায়গা। তাই আরামের অনুভূতি থাকলে মনের বাঁধন আলগা হবে। বেডরুমের আলো রোম্যান্সের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রেমের স্নিগ্ধতায় আলোর তীব্রতা না থাকাই ভালো। এমন লাইট ব্যবহার করুন যাতে একটু আবছা আলোর মায়া থাকবে। সেই মায়ার জালেই ধরা দেবে কাছের মানুষ। সুগন্ধ। বেডরুমে এমন রুমফ্রেশনার বা ধূপ ব্যবহার করবেন যা আপনার সঙ্গীর মন ছুঁয়ে যায়। ভালো গন্ধ যে কোনও পরিবেশকে অনুকূল করে দিতে পারে। আবার এই গন্ধই ভালোবাসার আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে পারে। বেডরুমে নিজের ও নিজের সঙ্গীর একটি বড় ছবি রাখার চেষ্টা করুন। এতে সুন্দর মুহূর্তের অস্তিত্ব সারাক্ষণ বজায় থাকবে।

শীতে ঘরের গাছ ভালো রাখতে কি করবেন

শীতকাল এলেই গাছপ্রেমীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। শীতে অকালেই মরে যায় অনেক গাছ, বেঁচে থাকলেও ঝরে যায় পাতা। এই শীতে কীভাবে ইনডোর প্ল্যান্টের যত্ন নেবেন? সে বিষয় নিয়েই আজকের লেখা। শীতকাল এলেই কমে যায় দিনের আলো। কিছু কিছুদিনে তো সূর্যের দেখা পাওয়াই মুশকিল হয়ে ওঠে। মানুষের শরীর তাতে মানিয়ে নিলেও গাছপালার পক্ষে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। পর্যাপ্ত সূর্যালোক না পাওয়া মানে গাছের খাদ্য তৈরির ব্যাঘাত। পর্যাপ্ত খাদ্য তৈরি করতে না পারলে খাবারের অভাবে মৃত্যু! তাই ঘরের ভেতরে থাকা গাছগুলোকে জানালার যত কাছাকাছি নেওয়া সম্ভব, নিয়ে যান। এতে করে গাছ পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পাবে। প্রতিদিন একটু করে গাছের টবগুলো ঘুরিয়ে দিন। এতে গাছের প্রতিটি প্রান্ত নিয়মিত রোদের স্পর্শ পাবে। প্রয়োজনে ঘরের ভেতরের গাছগুলোকে ছাদ বা বারান্দা থেকে ঘুরিয়ে আনুন, অবশ্যই যখন রোদ থাকে, তখন। দিনের তুলনায় রাতের তাপমাত্রা বেশ দ্রুত কমে যায়। তাপমাত্রার এই হঠাৎ পরিবর্তন যেকোনো উদ্ভিদের জন্যই ক্ষতিকর। সম্ভব হলে রাতে গাছপালা বারান্দায় না রেখে ঘরের ভেতরে নিয়ে আসুন। এতে করে তাপমাত্রার হঠাৎ পরিবর্তন হলেও গাছের ওপর তা প্রভাব ফেলবে না। শীতকালে সূর্যের আলো শুধু গাছের খাদ্য তৈরিতেই ব্যাঘাত ঘটায় না, গাছের জল শোষণের ক্ষমতাও কমিয়ে দেয়। সূর্যের আলো পর্যাপ্ত না পাওয়ার কারণে জল শোষণ অনেকাংশেই কমে যায়। তাই গাছে জল দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। মাটি ভেজা কি না পরীক্ষা করে দেখুন। যদি যথেষ্ট জল না থাকে, তবেই জল দিন। কেন না, জলে গাছের মূল ভিজে থাকার কারণে অনেক সময় সেটিতে পচন ধরতে পারে। শীতকাল গাছের পাতা ঝরে পড়ার সময়। ঘরের ভেতর বেড়ে ওঠা গাছগুলোও এর বাইরে নয়। প্রতিদিন সকালে উঠলেই মৃত ডালপালা কিংবা পাতার দেখা মিলবে। যত দ্রুত সম্ভব গাছ থেকে মৃত ডালপালা ও পাতা সরিয়ে ছেঁটে ফেলুন। নিয়মিত গাছের ডালপালা ছেঁটে ফেললে গাছের বৃদ্ধিও বাড়ে। গ্রীষ্মে কিংবা বসন্তে গাছগুলোকে একে অপরের থেকে দূরত্বে রাখা হয়, যাতে প্রতিটি গাছ পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায়। এ ছাড়া এক জায়গায় অনেক গাছ থাকলে প্রস্বেদনের কারণে সেই জায়গার তাপমাত্রাও খানিকটা বৃদ্ধি পায়। বছরের বাকি সময় গাছের জন্য ক্ষতিকর হলেও শীতকালে গাছগুলোকে একত্রে রাখলে বেশ উপকার পাওয়া সম্ভব।

প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে বানান ভিন্ন রকমের টব

প্লাস্টিকের বোতল এখানে -সেখানে ফেলাটা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এই বোতলেই গাছ লাগিয়ে কিন্তু পরিবেশকে সুন্দর রাখা সম্ভব। উপকরণ- প্লাস্টিকের বোতল, অ্যাক্রিলিক রং, দড়ি। প্রস্তুত প্রণালি- প্লাস্টিকের বোতলটি ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিন। বোতলের মাঝের অংশে একটি আয়তক্ষেত্র এঁকে সেই বরাবর কেটে নিন। ধারালো কোনো বস্তুকে আগুনে গরম করে নিন। তাহলে কাটার কাজটি সহজ হবে। গাছের গোড়ায় অতিরিক্ত জল যেন না জমে, তার জন্য বোতলের কাটার অংশের বিপরীত দিকে তিন থেকে চারটি ছিদ্র করে নিন। গরম কোনো তীক্ষ্ণ বস্তু দিয়ে খুব সহজেই কাজটা করতে পারেন। কেটে নেওয়া অংশের চারপাশে পাঞ্চ মেশিন দিয়ে চারটি ছিদ্র করে নিন। বোতলের গায়ে অ্যাক্রিলিক রং দিয়ে নিজের পছন্দমতো রং ও ডিজাইন করুন। ১৮ ইঞ্চি মাপে দুটি দড়ি কেটে নিন। প্রয়োজনমতো দড়ির মাপ ছোট - বড় হতে পারে। এরপর ছবির মতো করে বোতলের চারপাশের ছিদ্র দিয়ে দড়ি ঢুকিয়ে ভালোভাবে গিট্টু দিয়ে নিন। দড়ির ওপরের দুই প্রান্ত একসঙ্গে করে গিট্টু দিয়ে নিন। বোতলে পর্যাপ্ত মাটি দিয়ে পছন্দমতো গাছ লাগান।

হাওড়ার ইকো পার্কে ক্রিসমাস কার্নিভালের সূচনা করলেন ফিরহাদ হাকিম

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ ডিসেম্বর ঃ হাওড়ার ইকো পার্কে ক্রিসমাস

কার্নিভালের সূচনা করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কার্নিভালের শুভ সূচনা হয়। হাওড়ায় এবারই প্রথম শুরু হলো এই ক্রিসমাস কার্নিভাল। অরিজিত সিং কার্নিভালের থিম সং গেয়েছেন যা এদিনই রিলিজ হয়। ২২ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি, দুপুর ২ টো থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত চলবে এই কার্নিভাল। প্রতিদিন থাকছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান। ছোটদের আনন্দের জন্য থাকছে বিভিন্ন ব্যবস্থা। মোট সত্তরটি স্টলে পাওয়া যাবে খাবার থেকে বিভিন্ন সামগ্রী। ইকো পার্কের সুবিশাল ঝিলকে কেন্দ্র করে মনোরম আলোয় সেজে উঠছে ডুমুরজলা ও ড্রেনেজ ক্যানেল রোড।

সাংসদের বরখাস্ত হল গণতন্ত্রের হত্যা ঃ সিদ্দারামাইয়া

মাইসোর, ২২ ডিসেম্বর ঃ সাংসদের বরখাস্ত হল গণতন্ত্রের হত্যা, শুক্রবার এই মন্তব্য করেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। তিনি এদিন বলেন, লোকসভা এবং রাজ্যসভা থেকে ১৪৬ বিরোধী সাংসদকে বরখাস্ত করা গণতন্ত্রের হত্যা এবং 'স্বৈরাচারী প্রবণতা' প্রদর্শন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন। সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের বিষয়ে কেন্দ্রের কাছ থেকে জবাব চাওয়ার জন্য স্থগিতাদেশের প্রতিবাদে কংগ্রেস বেঙ্গালুরুতে একটি বিশাল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। এই বিক্ষোভের সময়েই মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বিরোধী সদস্যদের দূরে রেখে গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, 'গণতন্ত্র কোথায়? গণতন্ত্রে সরকারের উচিত বিরোধী দলের কথা শোনা। এটা তাঁরা বলতে পারে না যে তাঁরা বিরোধীদের কথা শুনবে না। লোকসভা হোক বা বিধানসভা হোক জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্থান দিয়েছে। অধ্যক্ষ বা অন্য কারোরই এটা কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা নেই, শুক্রবার সাংবাদিকদের একথাও বলেন।

প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গুলি পড়ুয়ার, নিহত অন্তত ১৫

প্রাগ, ২২ ডিসেম্বর ঃ চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগের চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে চলল গুলি। ঘটনায় নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৫ জন। আহত অন্তত ৩০ জন। তাঁদের মধ্যে ন'জনের অবস্থা গুরুতর। হামলাকারীর মৃত্যু হয়েছে। আততায়ীর মৃত্যুর কথা জানিয়ে চেক প্রজাতন্ত্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভিট রাকুসন জানিয়েছেন, অন্য কোনও বন্দুকবাজ ঘটনাস্থলে ছিলেন না। যেখানে হামলা চালানো হয়েছে, ওই চত্বরেই রয়েছে চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন, স্থাপত্য, শিল্পকলা বিভাগ। এএফপি জানিয়েছে, প্রাগের এমার্জেন্সি সার্ভিসেস বিভাগ মুখপাত্র জানা পোস্তোভা বলেছেন যে 'ঘটনাস্থলে বন্দুকবাজ-সহ ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে।' বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টে নাগাদ ওই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ গুলি চালানোর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে। ঘটনার পরেই ওই জান পালাখ স্কোয়ারে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়। গোটা এলাকা সিল করে দেওয়া হয়। আশপাশের রাস্তা থেকেও মানুষজনকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার বেশ কিছু ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে বন্দুকবাজকে বহুতলের বারান্দায় বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে গুলি চালাতে দেখা যায়। তবে কী কারণে ওই হামলা চালানো হয়, বড় কোনও ষড়যন্ত্র আছে কি না, ওই ব্যক্তির পিছনে বড় কোনও চক্র বা গোষ্ঠী আছে নাকি কোনও জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে ওই ব্যক্তির কোনও যোগ আছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ২৪ বছর বয়সি বন্দুকবাজ চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়েরই পড়ুয়া। নিজের গ্রামের বাড়ি থেকে বৃহস্পতিবার সে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিল। খুব সম্ভবত আত্মহত্যার পরিকল্পনাও ছিল তার। হামলার পরে গুরুতর আহত হয়ে তার মৃত্যু হয়। যদিও এখনও বন্দুকবাজের নাম ও পরিচয় প্রকাশ করেনি স্থানীয় পুলিশ। সূত্রের খবর, এই হামলার পর বন্দুকবাজের বাবারও মৃত্যু হয়েছে। নিজের গ্রামের বাড়িতে থাকাকালীনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান। যদিও এখনও সরকারিভাবে কিছুই জানানো হয়নি এই ব্যাপারে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এমন ভয়াবহ হামলার জেরে আতঙ্কে শিক্ষক-পড়ুয়া সকলেই।

Name Change

I, (Old Name) LIPEEKA SARKAR W/o- BISWARUP SARKAR, Residing at Vill - Aurobindapark, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from LIPEEKA SARKAR To LEEPIKA SARKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) LEEPIKA SARKAR in all purpose Vide an affidavit No- 489855 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 19/12/2023, LEEPIKA SARKAR and LIPEEKA SARKAR both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) TUSHAR KANTI PATOWARY S/o- BHARAT CH PATOWARY, Residing at Vill - Police line Housing-10/03, Post- Mokdumpur, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from TUSHAR KANTI PATOWARY To TUSAR KANTI PATOWARY (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) TUSAR KANTI PATOWARY in all purpose Vide an affidavit No- 489856 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 19/12/2023, TUSAR KANTI PATOWARY and TUSHAR KANTI PATOWARY both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) TARKESHWAR S/o- BADRI PRASAD SHAW, Residing at Vill - Namu Kandi, Post- Kandi, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742137, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from TARKESHWAR To TARAKESHWAR SHAW (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) TARAKESHWAR SHAW in all purpose Vide an affidavit No- 489861 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 19/12/2023, TARAKESHWAR SHAW and TARKESHWAR and TARAKESWAR SHAW both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ROY SWAGATA SHANKAR S/o- AMAR SANKAR ROY, Residing at Vill - Bandhroad Kamarpara ghat, Post- Mokdumpur, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732103, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ROY SWAGATA SHANKAR To SWAGATA SANKAR ROY (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SWAGATA SANKAR ROY in all purpose Vide an affidavit No- 489857 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 19/12/2023, SWAGATA SANKAR ROY and ROY SWAGATA SHANKAR both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) AMENUR RAHAMAN S/o- HABIBUDDIN SARKAR, Residing at Vill - Sarkarpara, Post- Gazole, Ps- Gazole, Dist- Malda, Pin- 732124, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AMENUR RAHAMAN To AMINUR RAHAMAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AMINUR RAHAMAN in all purpose Vide an affidavit No- 489858 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 19/12/2023, AMINUR RAHAMAN and AMENUR RAHAMAN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SOHIDUL SHAIKH S/o- MAHIM SK, Residing at Vill - Panchdara, Post- Palashipara, Ps- Palashipara, Dist- Nadia, Pin- 741156, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SOHIDUL SHAIKH To SAHIDUL SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAHIDUL SK in all purpose Vide an affidavit No- 489859 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 19/12/2023, SAHIDUL SK and SOHIDUL SHAIKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MST ASRAFUN NESHA D/o- ASRAF ALI, Residing at Vill - Gharialichak, Post- Kaliachak, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MST ASRAFUN NESHA To ASRAFUN NESHA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ASRAFUN NESHA in all purpose Vide an affidavit No- 489860 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 19/12/2023, ASRAFUN NESHA and MST ASRAFUN NESHA both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SARJINA KHATUN BIBI W/o- ARIFUL ISLAM, Residing at Vill - Amirabad, Post- Maricha, Ps- Raninagar, Dist- Murshidabad, Pin- 742304, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SARJINA KHATUN BIBI To SARJINA BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SARJINA BIBI in all purpose Vide an affidavit No- 489862 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 19/12/2023, SARJINA BIBI and SARJINA KHATUN BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SUKUR SK S/o- ABDUL SK, Residing at Vill - Hakimpur, Post- Muktinagar, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUKUR SK To SHUKUR ALI SHAIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SHUKUR ALI SHAIKH in all purpose Vide an affidavit No- 489863 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 19/12/2023, SHUKUR ALI SHAIKH and SUKUR SK both are Same and one identical person.

শনিবার হাওড়া ও শিয়ালদহ দুই বিভাগেই বাতিল প্রচুর লোকাল ট্রেন

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ সপ্তাহান্তে ট্রেন বাতিলের ঘটনা অব্যাহত। বর্ধমান ও দমদম স্টেশনের কাছে লাইনের কাজের জন্য শনিবার হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে আপ ও ডাউনে বারোটি ও কর্ড লাইন দশটি ট্রেন বাতিল থাকবে। শিয়ালদহ ডিভিশনে একই দিনে বিভিন্ন শাখায় ৪২ টি ট্রেন বাতিল ঘোষণা করেছে রেল। শিয়ালদহ মেইন লাইনে দমদম স্টেশনে রেলের কাজের জন্য আট ঘণ্টার পাওয়ার ব্লক রাখা হচ্ছে। শুক্রবার রাত ১১ টা ৩৫ মিনিট থেকে শনিবার সকাল ৭ টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত দমদম মেন লাইনে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে। ট্র্যাফিক ব্লক করা হবে। যার ফলে মেইন লাইন এবং কর্ড লাইন দুই শাখাতেই ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হবে। এদিকে আবার বর্ধমান স্টেশনও রেলের কাজ চলবে ওই দিন। ফলে হাওড়া-বর্ধমান শাখাতেও প্রচুর ট্রেন বাতিল হচ্ছে। শিয়ালদহ কর্ড লাইনে একজোড়া শিয়ালদহ-বনগাঁ লোকাল, একজোড়া শিয়ালদহ-হাসনাবাদ লোকাল, চার জোড়া শিয়ালদহ - ডানকুনি লোকাল এবং একজোড়া শিয়ালদহ - দত্তপুকুর লোকাল শনিবার বাতিল থাকছে। শিয়ালদহ মেইন শাখায় বাতিল থাকছে একজোড়া শিয়ালদহ-শান্তিপুর লোকাল, একজোড়া শিয়ালদহ- গেদে লোকাল, দু জোড়া শিয়ালদহ- কৃষ্ণনগর লোকাল, দু জোড়া শিয়ালদহ- রানাঘাট লোকাল এবং একজোড়া বারাকপুর লোকাল বাতিল থাকছে। সেই সঙ্গে বাতিল থাকছে দু জোড়া নৈহাটি বজবজ লোকালও। এক জোড়া বজবজ - শিয়ালদহ লোকালও বাতিল করা হয়েছে। এর বাইরে হাওড়া- বর্ধমান শাখায় মোট ২২টি ট্রেন বাতিল থাকছে।

হাওড়া ময়দান থেকে মহাকরণ স্ট্রেচ পরিদর্শনে জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার

হাওড়া ময়দান থেকে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডোর (গ্রীন লাইন) এর এসপ্ল্যানেড প্রসারিত আজ অর্থাৎ ২২.১২.২০২৩ তারিখে পরিদর্শন করেছেন। এই পরিদর্শনের সময়, শ্রী ভি. কে. শ্রীবাস্তব, প্রধান প্রধান প্রকৌশলী, মেট্রো রেলওয়ে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেএমআরসিএল পাশাপাশি মেট্রো রেলওয়ে এবং কেএমআরসিএল-এর অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁর সাথে ছিলেন। শ্রী রেড্ডি হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন থেকে আজকের পরিদর্শন শুরু করেছেন। তিনি একটি মেট্রোতে হুগলি নদীর তলদেশে মহাকরণ মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। হাওড়া ময়দান থেকে মহাকরণ পর্যন্ত সমস্ত ভূগর্ভস্থ স্টেশনগুলির কাজের অগ্রগতির মূল্যায়ন করার সময়, তিনি এই স্টেশনগুলির বায়ুচলাচল এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও পরিদর্শন করেছিলেন। শ্রী রেড্ডি কাজের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সকলকে সময়সীমার মধ্যে সমস্ত মুলতুবি কাজগুলি সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন।

সেনাদের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন রাষ্ট্রপতি

জয়পুর, ২২ ডিসেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার, ২৩ ডিসেম্বর রাজস্থানের জয়সালমেরে আয়োজিত সেনাদের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। সেই উপলক্ষ্যে শনিবার জয়সালমেরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি প্রধান অতিথি হিসাবে পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জের সেনা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। রাষ্ট্রপতি শনিবার জয়সালমেরে আসবেন বলে রাজস্থানের রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্র শুক্রবার সেখানে পৌঁছে যাচ্ছেন। সেখানে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত রাজ্যপাল । রাষ্ট্রপতি প্রধান অতিথি হিসাবে পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জের সেনা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

পাশ হয়ে গেল 'প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব পিরিয়োডিক্যালস বিল, ২০২৩'

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২২ ডিসেম্বর ঃ ১৮৬৭ সালের 'প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস অ্যাক্ট'-এর বদলে মোদী সরকার আনলো 'প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব পিরিয়োডিক্যালস বিল, ২০২৩'। প্রসঙ্গত, পাশ করানোর পরেই সেটির বিভিন্ন ধারা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর অনুরোধ করেছিল দ্য এডিটর্স গিল্ড অব ইন্ডিয়া। আজ বিনা প্রশ্নে, কার্যত বিরোধীশূন্য লোকসভায় বিলটি পাশ করিয়ে নিল কেন্দ্র। এডিটর্স গিল্ডের বক্তব্য ছিল, এই বিলটি আইনে পরিণত হলে রাষ্ট্র সংবাদমাধ্যমের কাজে আরও বেশি করে নাক গলিয়ে দেখতে চাইবে, কী ভাবে তারা কাজ করছে। যখন-তখন অফিসেও ঢুকে পড়তে পারবে। প্রেস রেজিস্ট্রারের বদলে পুলিশ বা অন্য আইনরক্ষক সংস্থার সক্রিয়তা বাড়বে বেশি। আজ কেন্দ্রীয় তথ্য- সম্প্রচারমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, ''যাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ রয়েছে, তারা কোও সংবাদপত্র চালাতে পারবে না।'' এডিটর্স গিল্ডের আশঙ্কা, সরকার যে ভাবে ঢালাও ইউএপিএ বা রাষ্ট্রদ্রোহ আইন প্রয়োগ করছে, তাতে হয়তো সরকারের সমালোচনা করলেই সংবাদপত্র প্রকাশনার অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। বাস্তব বলছে, ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স-এ ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারত ১৬১ তম। হাথরস গণধর্ষণ কাণ্ডে সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পানের বিরুদ্ধে ইউএপিএ-তে থেকে শুরু করে নিউজক্লিক পোর্টালে উপরে ধরপাকড়- সবই মোদীর জমানায়।

বছরশেষে সস্তা হল গ্যাস সিলিন্ডার, এক ধাক্কায় দাম কমল ৩৯.৫ টাকা

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর ঃ বছর শেষে আবারও বড় স্বস্তি খবর গ্যাসের দামে। এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমিয়েছে পেট্রোলিয়াম কোম্পানিগুলি। রাষ্ট্র-চালিত তেল বিপণন সংস্থাগুলি চারটি মেট্রো শহরে ১৯ কিলোগ্রাম বাণিজ্যিক এলপিজি (তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস) সিলিন্ডারের দাম কমানোর কথা ঘোষণা করেছে। ২২ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে এই দাম। এই দাম কমার ফলে বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাস ব্যবহারকারী যেমন হোটেল-রেস্তোরাঁগুলি কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে। এই নতুন দামের অ্যাডজাস্টমেন্ট দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা এবং চেন্নাইতে প্রতিফলিত হবে। দীপাবলির ঠিক আগে সিলিন্ডার প্রতি ১০১.৫ টাকা দাম বৃদ্ধি পায়। এরপরে নভেম্বরে কমে দাম। ১৬ নভেম্বর থেকে চারটি শহরে ১৯ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ধার্য হয় দিল্লিতে ১,৭৭৫.৫ টাকা কলকাতায় ১,৮৮৫.৫ টাকা, মুম্বইয়ে ১,৭২৮ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ১,৯৪২ টাকা। এবার এক ধাক্কায় সিলিন্ডার প্রতি দাম কমল ৩৯.৫ টাকা। দাম কমে ২২ নভেম্বর থেকে ১৯ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ধার্য হয় দিল্লিতে ১৭৫৭ টাকা কলকাতায় ১,৮৬৮ টাকা, মুম্বইয়ে ১,৭১০ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ১,৯২৯ টাকা। শুক্রবার ফের দাম কমে বানিজ্যিক গ্যাসের। বানিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম কমলেও গার্হস্থ্য এলপিজির দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমার ফলে হোটেল এবং রেস্তোরাঁর মতো ব্যবসার উপরে খরচের বোঝা কমবে। কারণ এই ব্যবসাগুলি রান্নার জন্য এলপিজির উপর নির্ভরশীল।

সাইফার মামলায় জামিন পেলেন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান

ইসলামাবাদ, ২২ ডিসেম্বর ঃ তোশাখানা মামলায় নিম্ন আদালতের দেওয়া সাজায় আগেই স্থগিতাদেশ

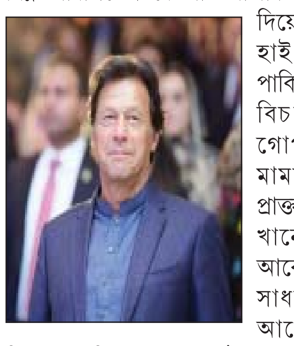

দিয়েছিল ইসলামাবাদ হাই কোর্ট। এ বার পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট বিচারাধীন 'রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁস' মামলায় জেলবন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল। সাধারণ নির্বাচনের আগে প্রাক্তন পাক ক্রিকেট অধিনায়ক এবং তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর কাছে শীর্ষ আদালতের এই রায় 'বড় জয়' বলে মনে করা হচ্ছে। ইমরানের পাশাপাশি ওই মামলায় তাঁর সহ-অভিযুক্ত, প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশির জামিনের আবেদনও মঞ্জুর করেছে পাক সুপ্রিম কোর্ট। চলতি বছরের আগস্টে ইসলামাবাদের বিশেষ আদালত তোশাখানা মামলায় তিন বছরের জেলের সাজা ঘোষণার পরেই ইমরানের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এর পর ইসলামাবাদ হাই কোর্ট সেই সাজায় স্থগিতাদেশ দিয়ে ইমরানের জামিন মঞ্জুর করেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁসের অভিযোগে 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট' (ওএসএ)-এ মামলা চলায় তিনি মুক্তি পাননি। এই পরিস্থিতিতে বুধবার পিটিআই নেতৃত্ব জানিয়েছিলেন, আদিয়ালা জেল থেকেই লাহোর, মিয়াঁওয়ালি এবং ইসলামাবাদে তিনটি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পাক পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি'র নির্বাচন। ইমরান জেলে থাকলেও তাঁর দল পিটিআই ভোটে অংশ নেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নভেম্বরে। ওএসএ মামলার কারণে ইমরান মুক্তি না পাওয়ায় নির্বাচনী প্রতীক 'ব্যাট' বজায় রাখতে পিটিআইয়ের সাংগঠনিক নির্বাচন সেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন পরিচালনকারী শীর্ষ সংস্থা 'ইলেকশন কমিশন অব পাকিস্তান' (ইসিপি)। সেই নির্দেশ মেনে চলতি মাসের গোড়ায় পিটিআই-এর নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ইমরান ঘনিষ্ঠ নেতা গোহর আলি খান। ১৯৯৬ সালে পিটিআই তৈরির পরে এই প্রথম বার ইমরানের পরিবর্তে দলীয় চেয়ারম্যান হিসাবে অন্য কাউকে নির্বাচিত করা হয়। কাশ্মীরে নিহত জওয়ানের সংখ্যা বেড়ে পাঁচ! পুঞ্চ ও রাজৌরির জঙ্গলে জঙ্গিদের খোঁজে অভিযানে সেনা পাক সুপ্রিম কোর্টের শুক্রবারের রায়ের ফলে নির্বাচনী রাজনীতিতে ইমরানের প্রত্যাবর্তন কার্যত নিশ্চিত হল বলে আইন বিশেষজ্ঞদের একাংশে মত। তাঁর সমর্থকেরা ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছেন, তিনি দশক আগে অবসর ভেঙে ২২ গজের লড়াইয়ে ফিরে যে ভাবে পাকিস্তানকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন তিনি, এ বার ভোটের ময়দানেও তার 'ছায়া' দেখা যাবে। ২০২২ সালে এপ্রিলে দলীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের একাংশের বিদ্রোহের জেরে প্রধানমন্ত্রিত্বের 'ইনিংসের' মাঝপথে 'রান আউট' হওয়ার সময় ইমরান জানিয়েছিলেন, তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের সামনে মাথা নত করবেন না। আবার প্রত্যাবর্তন করবেন স্বমহিমায়। ৮ ফেব্রুয়ারি কি পিটিআই-কে 'নির্বাচনী কাপ' জেতাতে পারবেন তিনি?

বাইডেন না আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হচ্ছেন ইউরোপের এই রাষ্ট্রনেতা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২২ ডিসেম্বর ঃ আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো দিল্লিতে এ বারেও জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হবে। দেশ জুড়ে পালিত হবে ৭৩ তম প্রজাতন্ত্র দিবস। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে আসবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ। শুক্রবার এই খবর জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই। প্রসঙ্গত, গত জুলাই মাসে ফ্রান্সে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফ্রান্সের জাতীয় দিবস অর্থাৎ বাস্তিল দিবসের উদ্‌যাপনে অতিথি হিসাবে ছিলেন তিনি। একই ভাবে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসেও দেখা যাবে ফরাসি প্রেসিডেন্টকে। উল্লেখ্য,এর আগে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে। কিন্তু তিনি নিজের অপারগতার কথা জানিয়েছেন আগেই। বাইডেনের তরফে ভারত সরকারকে জানানো হয়েছিল, জানুয়ারি মাসে তিনি দিল্লিতে আসতে পারবেন না। তার পরেই ফরাসি প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেপ্টেম্বর মাসেই দিল্লি থেকে ঘুরে গিয়েছেন

মাকরঁ। জি ২০ সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি। সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠকও হয়েছিল। মোদী জানান, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনের সময় গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী আলোচনা হয়েছে তাঁর। ফ্রান্স এবং ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও উন্নত করার বিষয়ে সে বৈঠকে কথা হয় দুই রাষ্ট্রপ্রধানের। প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে বিদেশি কোনও না কোনও রাষ্ট্রপ্রধানকে দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানায় ভারত সরকার। ব্যতিক্রম হয়েছিল কেবল দুই বছর। ২০২১ এবং ২০২২ সালে বিশ্ব জুড়ে করোনা অতিমারির প্রভাবে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল। ওই দুই বছর ভারতে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে কোনও রাষ্ট্রপ্রধানকে ডাকা হয়নি। চলতি বছরের শুরুতে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হয়ে দিল্লিতে এসেছিলেন মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাতাহ্ এল-সিসি।

সংসদে নিরাপত্তা বিচ্যুতি ঃ ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ললিতের পুলিশ হেফাজত

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর ঃ সংসদ ভবনে নিরাপত্তা বিচ্যুতির ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত ললিত ঝা-কে আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠালো দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট। সংসদ ভবনে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় পঞ্চম অভিযুক্ত হল এই ললিত ঝা। শুক্রবার ললিতকে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টে পেশ করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে এদিন আদালতে আবেদন জানানো হয়, ললিতকে যেন ১৪ দিনের জন্য তাঁদের হেফাজতে পাঠানো হয়। পরে আদালত ললিত ঝা-কে আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে।

জম্মুর রাজৌরি হামলার এলাকায় এনআইএ দল

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর ঃ ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) দল শুক্রবার জম্মুর রাজৌরি জেলার ঘন জঙ্গল এলাকায় গিয়েছিল। সেখানে পৌঁছে নিরাপত্তা কর্মীরা সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। একদিন আগে বৃহস্পতিবার জম্মুর রাজৌরি জেলার ওই এলাকায় হামলা চালিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরা। ওই এলাকায় সেনাবাহিনীর দুটি গাড়িতে অতর্কিত হামলা চালিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরা। এই হামলার ফলে পাঁচজন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছিল। দুজন জওয়ান আহত হয়েছিলেন। যে স্থানে সন্ত্রাসবাদীরা হামলা চালিয়েছিল সেই এলাকাটি পাহাড়ি এলাকা, সেখানে ঘন জঙ্গল রয়েছে বলে জানা গেছে। সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজে তল্লাশি জারি রয়েছে।

প্রথমদিনে 'ডানকি'র আয় কত?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২২ ডিসেম্বরঃ বলিউড বাদশার এবছরের শুরুটা হয় 'পাঠান' দিয়ে, তারপর আসে 'জওয়ান'। এই দুই ছবি তে যে উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল, সেই উন্মাদনা কতটা ধরে রাখতে পারল শাহরুখের এ বছরের তৃতীয় ছবি 'ডানকি'? 'পাঠান', 'জওয়ান'- এ শাহরুখকে যে অবতারে দেখা গিয়েছিল, 'ডানকি'তে তা নয়। এখানে দর্শকরা সেই 'পুরনো' শাহরুখকে খুঁজে পেয়েছেন। এই ছবির অন্যতম প্লাস পয়েন্ট ছিল রাজকুমার হিরানি। 'মুন্নাভাই' দিয়ে যাত্রা শুরু করা রাজকুমার হিরানির প্রতিটি ছবিই হিট। থ্রি ইডিয়েটস, পিকে, সঞ্জু তো আলাদা মাইলস্টোন তৈরি করে দিয়েছে। 'ডানকি' মুক্তির আগে থেকেই চর্চা শুরু হয়েছিল, এই ছবি কি ছুঁতে পারবে সেই মাইলস্টোন? 'ডানকি' নিয়ে দর্শকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া মিলেছে। কেউ কেউ বলছেন, আশাহত হয়েছেন, কারও কাছে, 'এই ছবি মাস্টারপিস'। হিসেব বলছে, গোটা দেশে প্রথম দিন ডাঙ্কি ব্যবসা করেছে ৩৫ কোটির মতো।

সব্যসাচী চক্রবর্তী এবং শাশ্বত চ্যাটার্জির মতো ব্যক্তিত্বদের প্রচেষ্টায় ফুলবাড়িতে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর ঃ ফুলবাড়ি ব্যারেজে হয়েছে আমুল পরিবর্তন, হয় না পিকনিক, বাজে না মাইক, নেশা বন্ধ। এলাকায় স্বাচ্ছন্দ্যে

ঘুরে বেরায় এখন পরিযায়ী পাখিরা। সৌজন্যে শিলিগুড়ির পরিবেশ প্রেমী সংগঠন 'অপ্টোপিক'। তাদের লাগাতার প্রচেষ্টায় আজ সবুজায়নে মুরেছে ওই এলাকা। অবশ্য তাদের এই মহ কাজে সাহায্য করেছে স্থানীয় প্রশাসন ও সংবাদমাধ্যম। বরাবর এই কাজে ব্যস্ততম সিডিউল ছেরে ছুটে আসতে দেখা গেছে সব্যসাচী চক্রবর্তী, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় - এর মতো সেলিব্রিটিদের। সংগঠনের কর্ণধার দিপজ্যেতি চক্রবর্তীর ডাকে প্রত্যেকবছর রুটিন মেনে ফুলবাড়িতে আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়েছেন তারা। ব্যাতিক্রম নয় আজও। সম্প্রতি ফুলবাড়ির সেই সবুজে মোড়ানো এলাকায় বৈঠক সারেন অপ্টোপিক। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ও পুলিশ প্রশাসন। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। এবারও তিনি পরিবেশ বাঁচাতে মানুষকে সচেতন হওয়ার আবেদন জানান, বিশেষ করে যুব সমাজকে এই কাজে আগ্রহী হওয়ার আবেদন জানান তিনি। অন্যদিকে পরিবেশে দূষনের মাত্রা কমে যাওয়ায় পরিযায়ী পাখির সংখ্যা এবছর অনেকটাই বেড়েছে। আগামীতে আরোও পাখির সংখ্যা বারবে বলে আশাবাদী তিনি।

হাইকোর্টের নির্দেশে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু করলো শিলিগুড়ি পুরনিগম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার প্রায় ২২টি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিয়েছে পুরনিগম। জানা গিয়েছে, রাস্তার ওপর অবৈধভাবে

বেশকিছু নির্মাণ ছিল যা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই অবৈধ নির্মাণগুলি ভাঙার নির্দেশ দেয় আদালত। এরপরই প্রধানগর থানার উপস্থিতিতে শুক্রবার সকাল থেকেই সেই অবৈধ নির্মাণ গুলি ভাঙার কাজ শুরু হয়। এই অবৈধ নির্মাণ গুলির মধ্যে যেমন প্রচুর বাড়ি রয়েছে পাশাপাশি বেশকিছু দোকানপাট, রেস্তোরাঁ ও ক্যাফেও রয়েছে। প্রায় ২২টি অবৈধ নির্মাণ কার্যত গুড়িয়ে দিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। এর আগেও শহরের অবৈধ নির্মাণ নিয়ে সরব হয়েছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। কোথাও অবৈধ নির্মাণ হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই জানিয়েছেন তিনি। এর আগেও শহরের বেশকিছু জায়গায় অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। এদিন নিবেদিতা রোডে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু হতেই সেখানে ব্যাপক ভিড় জমে। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এলাকায় ব্যাপক যানজটও হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

বহরমপুরে বড়দিনের স্পেশাল মিষ্টি 'ওয়াইন ছানাবড়া' দাম জানেন?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২২ ডিসেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া জগৎ বিখ্যাত। ভিন রাজ্যের লোক এসেও বহরমপুরের ছানাবড়ার সুখ্যাতি করে। এরকমই হাঁকডাক ছানাবড়ার! এবার বড়দিনের মরসুমে সেই ছানা বড়ায় লাগলো বিদেশী ছোঁয়া। ওয়াইনের বোতলে মিলছে ছানাবড়া! ৩০০ গ্রাম ছানাবড়া খেতে গেলে বোতল ভাঙতে হবে। বোতলের নীচের অংশ ভেঙেই উদ্ধার হবে সুস্বাদু ছানাবড়া! কিন্তু অতবড় ছানাবড়া বোতলের ছোট মুখ দিয়ে ঢুকল কী ভাবে? বহরমপুরের গোরাবাজারের মিষ্টি ব্যবসায়ী সৌম্যজিত সাহা জানাচ্ছেন, সেটাই তাঁর 'পেটেন্ট'। প্রসঙ্গত, ৩০০ গ্রাম ছানাবড়ার দাম যেখানে মেরেকেটে তিনশো টাকা। সেখানে ওই ওয়াইনের বোতল কিনে, পরিষ্কার করে সরু মুখ দিয়ে ছানাবড়া ঢোকানোর পরিশ্রম রয়েছে। এরপর বোতলবন্দি সেই ছানাবড়াকে ভিন্ন পদ্ধতিতে গরম করা হচ্ছে। সেই কারণেই ওই ওয়াইন ছানাবড়ার দাম দু'হাজার। সৌম্যজিত বলেন, ওই ওয়াইনের বোতলের পেছনের দিক ভেঙে ছানাবড়া বার করতে হবে। সেক্ষেত্রে, বোতলের পেছন বা সামনের দিকের কিছু অংশে দড়ি বেঁধে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে, বোতল গরম হয়ে গেলে বরফের জলের মধ্যে রাখলেই ওই ওয়াইনের বোতলের পেছন বা সামনের দিক খুলে যাবে। বোতল কাত করে বার করতে হবে ছানাবড়া। তবে কাঁচ ছিটিয়ে যাওয়ার কোনও আশঙ্কা থাকছেই না। এই কৌশল 'ইউ টিউবে' দেখানো হচ্ছে ক্রেতাদের।

যাত্রী সুবিধার্থে এগজিকিউটিভ লাউঞ্জ

মালিগাঁও, ২২ ডিসেম্বর ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল (এনএফআর) সম্প্রতি গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের ১ নং. প্ল্যাটফর্মের গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি নতুন বিশ্বমানের এগজিকিউটিভ লাউঞ্জ চালু করেছে। এন. এফ. রেলওয়ের

জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব হেডকোয়ার্টার ও ডিভিশনের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে যাত্রীদের জন্য এই নতুন সুবিধার উদ্বোধন করেন। গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে নতুন এগজিকিউটিভ লাউঞ্জে একবারে ৯২ জন ব্যক্তির বসার ব্যবস্থা রয়েছে। ট্রেনের জন্য অপেক্ষারত যাত্রীদের জন্য এটি উন্নত সুবিধা প্রদান করবে। নতুন এগজিকিউটিভ লাউঞ্জটিতে গুয়াহাটি রেল স্টেশনে আগমনরত যাত্রীদের পাশাপাশি প্রস্থান করা যাত্রীরা বিশ্রামের জন্য এক প্রশস্ত স্থান লাভ করবেন। এই এগজিকিউটিভ লাউঞ্জে সম্পূর্ণভাবে শীতাতপ ব্যবস্থা, সোফা সেট, মিউজিক্যাল সিস্টেম সহ এলইডি টেলিভিশন, ট্র্যাভেল ডেস্ক, বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই, মিনি-ক্লক রুম, পানীয় ও খাবারের দোকান এবং আরও অনেক কিছু পাওয়া যাবে। রাষ্ট্রীয় ও ঘরোয়া যাত্রীরা যাতে নিজেদের অপেক্ষার সময় গুণগত মানের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে অতিবাহিত করতে পারে তার জন্য এন. এফ. রেল এই ধরনের এগজিকিউটিভ লাউঞ্জ নিজেদের জোনের মধ্যে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে তৈরি করেছে। গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন হলো উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। এছাড়াও এটি এন. এফ. রেলের রাজস্ব উৎপাদনকারী অন্যতম একটি স্টেশন। গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে নবনির্মিত এগজিকিউটিভ লাউঞ্জটি বিজনেস ক্লাস যাত্রী সহ ভ্রমণকারীদের অসংখ্য সুবিধা প্রদান করবে। নতুন এগজিকিউটিভ লাউঞ্জে ১ ঘণ্টা সময়ের জন্য ৩০ টাকার নামমাত্র মাসুল এবং প্রত্যেক অতিরিক্ত ঘণ্টার জন্য অতিরিক্ত ২০ টাকা মাসুল দিয়ে যাত্রীরা বিমানবন্দরের লাউঞ্জের মতো বিভিন্ন সুবিধা অনুভব করতে পারবেন। যাত্রীরা এখানে টাকার বিনিময়ে স্নান ও পোশাক পরিবর্তনের সুবিধা, ব্রেকফাস্ট, দুপুর ও রাতের খাবার লাভ করবেন। গুয়াহাটি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তম শহর হওয়ার পাশাপাশি ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির প্রবেশদ্বার হিসেবেও ভূমিকা পালন করে আসছে। শহরের মধ্যে অবস্থিত গুয়াহাটি রেল স্টেশনটি এই অঞ্চলের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। নতুন এই সুবিধার ফলে যাত্রীদের বিশ্বমানের সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে স্টেশনটি নিজের কৃতিত্বের মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত করেছে।

গ্রামীণ সড়ক তৈরীর ক্ষেত্রে অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সোচ্চার হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ ডিসেম্বর ঃ গ্রামীণ সড়ক তৈরীর ক্ষেত্রে অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সোচ্চার হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, সরকারি নির্দেশ মেনে এই রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে না। অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়েই রাস্তার কাজ করছে একটি ঠিকাদারি সংস্থা। এরকমভাবে দায়সাড়া করে রাস্তা তৈরি হলে কয়েক দিনের মধ্যেই তা নষ্ট হয়ে যাবে। সরকারি অর্থ অপচয় করা হচ্ছে এই নিম্নমানের রাস্তার কাজ করে। শুক্রবার সকালে এই নিম্নমানের রাস্তার কাজের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। বন্ধ করে দেওয়া হয় রাস্তা তৈরীর কাজ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের দৌলতপুর থেকে কনুয়া পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার পক্ষ থেকে সাত কোটি টাকা ব্যয়ে এই রাস্তার কাজ শুরু হয়। কিন্তু রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রাস্তা

নির্মাণে ব্যবহৃত পাথর সঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে না। সিডিউল অনুযায়ী তিন ইঞ্চি পাথরের প্রলেপ দেওয়ার কথা থাকলেও, সেখানে দেড় ইঞ্চি পাথরের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। সঠিকভাবে রাস্তার কাজ করার জন্য ঠিকাদার সংস্থাকে বারবার বিষয়টি জানানো হলেও ঠিকাদার সংস্থা গায়ের জোরে সেখানে রাস্তার কাজ করাচ্ছে বলে অভিযোগ। এদিন রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের বেজপুরা গ্রামের বাসিন্দারা কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখান। গোটা ঘটনা নিয়ে ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত আকারে অভিযোগ জানিয়েছেন তারা। যদি ওই ঘটনায় ঠিকাদারি সংস্থার কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিজিয়া সুলতানা জানিয়েছেন, রাস্তা নির্মাণ নিয়ে যদি কোনরকম অনিয়মের অভিযোগ হয়ে থাকে তাহলে বিষয়টি অবশ্যই খতিযে. দেখে প্রশাসনের উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। চাঁচল মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জি জানিয়েছেন, হরিশ্চন্দ্রপুরের বেজপুরা এলাকার কিছু মানুষ সেখানে পাকা রাস্তা তৈরি করার ক্ষেত্রে অসন্তোষের কথা জানিয়েছেন। ব্লক প্রশাসনকে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তপশিলি জাতির শংসাপত্রেও জাল, সমস্যার মুখে পড়ুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ ডিসেম্বর ঃ জাল ডাক্তার থেকে জাল শিক্ষক। এবার তপশিলি জাতির সংসাপত্রেও জাল। মালদার চাঁচল ২ নং ব্লকের কাপাসিয়া এলাকার প্রায় ১২ থেকে ১৫ জন তপশিলি জাতির উপভোক্তা এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী তারা ব্লক দপ্তর আবেদন করেছিলেন তপশিলি জাতির শংসাপত্রের জন্য। ব্লক থেকে শংসাপত্র মিলে ছিল। কিন্তু সেই শংসাপত্র নিয়ে বিভিন্ন কাজে গিয়ে দেখতে পাচ্ছেন সেই শংসাপত্র অবৈধ। বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে সরকারি আধিকারিকদের সই করা শংসাপত্র কিভাবে জাল হলো। তবে কি এখানেও কোন চক্র চলছে। এই ঘটনা সামনে আসতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদা হেড চাচল ২ নং ব্লকের গৌড়হন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের কাপসিয়া নুনিয়াপাড়া এলাকায়। চাঁচলের মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জি জানিয়েছেন,

প্রক্রিয়াগত জন্য এই ভুল হতে পারে। বিডিওকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলছি। জানা গেছে, কাপসিয়া এলাকার প্রায় ১২ থেকে ১৫ জন ছাত্রছাত্রী তারা বেছপুরা কালিকাপুর স্কুল পড়ুয়া হাই স্কুলের পড়ুয়া। ২০১৯ সাল থেকে ওই পরম্পরায় তপশিলী জাতির শংসাপত্রের জন্য জন্য আবেদন করেছিলেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ২০২০ সালে তারা শংশাপত্র পান। চাঁচল ২ নং ব্লকের পক্ষ সেই শংসাপত্র তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু হাতে সেই শংসাপত্র অবৈধ বলে দাবি করছেন পড়ুয়ারা। স্কুল পড়ুয়ার সেই সংসদ পত্র দিয়ে স্কলারশিপের জন্য আবেদন করলে ব্লকের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে সেই সংসপত্র অবৈধ। এটি কোন কাজে আসবে না। শুধু তাই নয়, তপশিলি জাতি হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ঘটনা নিয়ে তারা ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন, অভিযোগ জানানোর পরেও কোন কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।

লোকসভার আগে রাজ্য মহিলা তৃণমূলের টানা কর্মসূচি, হাওড়ার কর্মসূচিতে যোগ দিলেন চন্দ্রিমা

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২২ ডিসেম্বর ঃ আগামী লোকসভা ভোটের আগে আগামী দেড় মাস ব্যাপী রাজ্য মহিলা তৃণমূলের জেলায় জেলায় প্রতি ব্লকে নেওয়া হয়েছে টানা কর্মসূচি। শুক্রবার বিকেলে হাওড়ার কর্মসূচিতে যোগ দেন রাজ্য সভানেত্রী তথা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। এদিন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য বলেন, গত ১৫ তারিখ আমরা রাজ্য স্তরে একটা সভা করেছি। সমস্ত মহিলা সভানেত্রী এবং রাজ্যের মহিলা কমিটির সদস্যারা যারা রয়েছেন তাঁদেরকে নিয়ে। বলা হয়েছে ১৬ তারিখ থেকেই একই ধরনের সভা জেলায়, ব্লকে হবে। তারপর ৪৫ দিনের একটা প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যাবে যেখানে আমি নিজে বিভিন্ন জেলায় যাব সেটাও আরম্ভ হচ্ছে। এর পাশাপাশি হবে 'পাড়ায় বৈঠক' কর্মসূচি। প্রতিটি অঞ্চলে এবং ওয়ার্ডে ৩টি করে পাড়ায় বৈঠক হবে। এরমধ্যে দিয়ে আমরা মেয়েদের নিয়ে ১০ হাজার সভা করব। প্রায় ওই সংখ্যায় 'চলো পাল্টাই' মিছিল হবে। সেই কর্মসূচি ব্লকে, জেলায় এবং টাউন স্তরে হবে। এটা ধারাবাহিকভাবে আমরা ৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত করব। আজ শুক্রবার থেকেই আমি জেলা সফর শুরু করেছি। পুরশুড়ার পর হাওড়ায় আজ এসেছি। এদিন ডিএ আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ৪ শতাংশ ডিএ গতকালই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ওরা যদি বসে থাকেন ওটা ওদের অধিকার। তাতে বলার কিছু নেই। কিন্তু আমি বলব এই যে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না সেই নিয়ে তাঁরা কি কখনো কোনও আন্দোলন করেছেন ? কেন্দ্রের কাছ থেকে চাওয়ার দাবি করেছেন ? তাঁরা তো রাজ্যেরই মানুষ, তাঁরা তো রাজ্যেরই সরকারি কর্মচারী, তাঁরা কি কখনো বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে টাকাটা দিচ্ছে না। এদিন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য আরও বলেন, বিজেপি আসলে টুকলি মাস্টার। ওরা আমাদের প্রকল্প টুকছে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পকে টোকা যাবেনা। এর পুরো ফান্ড আমরাই দিই। প্রসঙ্গত, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ডাকে বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা, ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়া, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সহ মহিলাদের অসম্মানের প্রতিবাদে এদিন বিকেলে হাওড়ার শরৎ সদন প্রাঙ্গনে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী নন্দিতা চৌধুরী প্রমুখ।

কিষাণ মান্ডিতে অভিযান চালায় খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা, ধান সহ লরি আটক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ ডিসেম্বর ঃ গতকালকের সংবাদ মাধ্যমে কিষাণ মান্ডিতে সরকারের ন্যায্য মূল্য ধান কেনা নিয়ে খবর সম্প্রসারণ হওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসল জেলা খাদ্য দপ্তর। শুক্রবার সকালে পুরাতন মালদার কালুয়াদিঘীর কিষাণ মান্ডিতে অভিযান চালায় খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এবং একটি লরি আটক করেছে সেই লরিতে ১২০ কুইন্ট্যাল ধান ছিল কিন্তু চাষী ছিল না, পরবর্তীতে চারজন চাষী সেজে আসে কিন্তু তারা ক্যামেরায় স্বীকার করে যে তাদের ধান হয়নি অন্যের কাছ থেকে ধান কিনে নিয়ে এসেছে। পরবর্তীতে জানা যায় এই ফইরাদের কিষাণমন্ডিতে দাপাদাপি চলে। পাশাপাশি ধলতা কাটার বিষয়ে যে ধানের মস্টরাইস দেখে সেই মস্টরাইস পরীক্ষার মেশিনও নেই, চোখে দেখেই চাষীদের কাছ থেকে ধলতা ইচ্ছা মতন মিল মালিকরা কাটছে । অন্যদিকে জোর করে চাষীদের কাছ থেকে যে লোডিং এর টাকা নেওয়া হতো সেই বিষয়ে খাদ্য নিয়ামক বলেন যে ধলতা নেওয়া চলবে না, ধান পরিষ্কার থাকলে পাশাপাশি কোন ধরনের লোডিং এর পয়সা চাষিদের দিতে হবে না এবং একটি লরি আটক করা হয়েছে। আটক করা লরিটি, মালদা থানার পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে।

দিনের আলোতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য হরিশ্চন্দ্রপুরে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ ডিসেম্বর ঃ দিনের আলোতে তালা ভেঙে নগদ ৪০ হাজার টাকা, চাদি ও সোনার গহনা নিয়ে চম্পট দিল এলাকারই এক দুষ্কৃতী। এই নিয়ে শুক্রবার চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সন্তোষপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল বেলা সন্তোষপুর গ্রামের ফুলবান খাতুন নামে এক মহিলার বাড়িতে দিনের বেলা প্রাচীর টপকে ওই গ্রামেরই কুরবান নামে এক দুষ্কৃতী চুরি করে পালিয়ে গেছে বলে অভিযোগ। পুলিসের খাতায় ওই দুষ্কৃতীর নামে অতীত অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। এর পূর্বেও এই ধরনের ঘটনা সে ঘটিয়েছে। এই প্রসঙ্গে ফুলবান বলেন,এদিন সকালে কুরবানকে আমার বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখি। ওকে দেখেই কেমন সন্দেহ জাগে। পাড়ার লোকজন তাকে চলে যেতে বলে। আমি বাড়িতে তালা দিয়ে স্থানীয় কম্পিউটার সেন্টারে কাজে যাই। ঘন্টা দেড়েক পরে আমি বাড়ি ফিরে এসে দেখি দরজার তালা ভাঙা রয়েছে। ঘরের জিনিসপত্র, শোকেস, বাক্স লন্ডভন্ড হয়ে আছে। ষোল ভরি চাদির গয়না, চার আনা সোনার বালি, নগদ চল্লিশ হাজার টাকা ওই দুষ্কৃতী নিয়ে চম্পট দিয়েছে। এর আগে আমার বাড়ি থেকে ওই দুষ্কৃতী সাইকেল নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এদিন আবার আমার বাড়িতে চুরি করেছে। আমি এই বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস জানিয়েছে, এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ এসেছে। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

চকোলেট বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে ছাত্রীকে ধর্ষণ!

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২২ ডিসেম্বর ঃ পঞ্চম শ্রেণির এক নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক নির্মাণ শ্রমিকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রায়গঞ্জ থানার কমলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিস। ওই ছাত্রীকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। ওই নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, তাদের বাড়ির পাশে একটি বেসরকারি সংস্থার নির্মাণকাজ চলছে। সেই নির্মাণকাজেরই এক শ্রমিক ওই নাবালিকা ছাত্রীকে সোমবার চকোলেট বিস্কুট দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। বৃহস্পতিবার ওই ছাত্রী শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং ওষুধ খেতে গেলে বাড়ির লোকের সন্দেহ হয়। তখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় ধর্ষণের ঘটনাটি সকলের সামনে আসে। ভয়ে ওই নাবালিকা কাউকে কিছু জানাতে পারেনি বলে দাবি পরিজনদের। এরপরই ওই ছাত্রীর পরিবার বৃহস্পতিবার রাতে রায়গঞ্জ থানার দারস্থ হয়। এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই ছাত্রীর পরিবার। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই তদন্তে নেমে অনেক রাতে পুলিস অভিযুক্তকে আটক করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিস।

পঞ্চগুড়ির আলপনা রঙ ঢালবে পৌষ উৎসবে, মেতে উঠতে চলেছে আশ্রম

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২২ ডিসেম্বর ঃ পঞ্চগুড়ির আলপনা রঙ ঢালবে পৌষ উৎসবে। সেই রঙের ছোঁয়ায় মেতে উঠতে চলেছে শান্তিনিকেতনে আশ্রম। ছাতিমতলায় পৌষ উৎসবে উপাসনা বেদি আলপনায় ভরে ওঠে। শান্তিনিকেতনের আলপনার বিশিষ্টতা এক স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য, বলে জানান আশ্রমিক কৃষ্ণপদ সিংহ রায়। উপাসনাগৃহে বর্ষশেষে আলপনার রঙ বরাবর সাদা। তারপর দিন অর্থাৎ নববর্ষ শেষে হয়ে ওঠে অপূর্ব রঙিন। এবারও তার ব্যাতিক্রম হবে না বলে বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে। আশ্রমে আলপনার পরম্পরার কথা জানা যায় বিশ্বভারতী সূত্রে। এক সময় শান্তিনিকেতনে আলপনাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যান সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ১৯১১ সালে শান্তিনিকেতনে শিল্পের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন প্রখ্যাত চিত্রকর অসিত হালদার। তিনিও আলপনার ধরন বা রীতি প্রবর্তন করেন। তকালীন আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্ষিতিমোহন সেন এবং তার স্ত্রী কিরণবালাদেবী বৈদিক আলপনার অনুসরণেই আশ্রম বিদ্যালয়ে আলপনার ধরন তৈরি করেন। ১৯২০ সালে শান্তিনিকেতনে এলেন প্রখ্যাত শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। তৈরি হল কলাভবন। নন্দলাল বসু এই প্রচলিত পদ্ধতিতেই মেতে উঠলেন রঙের খেলায়। শান্তিনিকেতনের আগ্রহী পড়ুয়াদের আলপনা শেখানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ থেকে কালীমোহন ঘোষের এক বাল্যবিধবা আত্মীয়া সুকুমারীদেবীকে নিয়ে এলেন আশ্রমে। এই সময় সুকুমারীদেবী, চিত্রনিভা চৌধুরী, ইন্দুলেখা ঘোষের হাত ধরে শান্তিনিকেতনে আলপনার চর্চা প্রাণ ফিরে পায়।

নব কলেবরে গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২২ ডিসেম্বর ঃ একবছর ধরে বন্ধ ছিল গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহ। সেখানে হতো না কোনো অনুষ্ঠান। সাংসদ তথা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সময় নির্মিত গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহের ভগ্নদশা থেকে এক নবরূপ দান করলো বর্তমান বোলপুর শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ। জানা গেছে, প্রেক্ষাগৃহের ভিতরের ছাদ, দর্শকের বসার আসন, বৈদ্যুতিক আলো এবং শীততপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পর্ষদ সেটাকে সারিয়ে ঢেলে সাজিয়ে নব কলেবর দান করলো। শনিবার সকাল ন'টায় বোলপুরের এই ঐতিহ্যবাহী গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহের নবরূপের উদ্ঘাটন করবেন মন্ত্রী তথা বোলপুর শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান চন্দ্রনাথ সিনহা। পর্ষদ চেয়ারম্যান জানান, অনেক কিছু খারাপ হয়ে গেছিল। বছর খানেক বন্ধ ছিল। এলাকার মানুষের দাবি ছিল এই ঐতিহ্যবাহী প্রেক্ষাগৃহের অতীত গরিমা ফিরিয়ে আনা। ছয় কোটি টাকা ব্যয়ে নবরূপে ঢেলে সাজানো হয়েছে। দীর্ঘ একবছর বাদে গীতাঞ্জলির পুনরুজ্জীবন ঘটায় এলাকার মানুষ খুব খুশি।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/PG_67/T-02/23-24

Name of the Work : **Improvement of filter water supply from 10/A to 36 K. N. Sen Road and 205/1 to 218 P. G. Road in Ward No. 67.** Estimated Amount: **Rs. 4,99,277.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **9 days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/PG_66/T-04/23-24

Name of the Work : **Improvement of water supply at various places in Ward No. 66.** Estimated Amount: **Rs. 4,49,605.00.** Earnest Money: **Rs. 9,000.00.** Period of Completion: **13 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **06.01.2024 at 1 p.m./08.01.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available from the websites **https://etender.wb.nic.in** and **http://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works:

(1) NIT No.: WS/GRWW/PH-II/46/2023-24/21

Name of the Work: **Improvement of desludging system of Clariflocculator No. 3 with other allied works at WTP-II, GRWW.** Estimated Amount: **Rs. 1,91,087.00.** Earnest Money: **Rs. 3,822.00.** Period of Completion: **14 days.** The last date and time of receipt/opening of tender (online): **09.01.2024 at 2 p.m./11.01.2024 at 2 p.m.**

(2) NIT No.: WS/GRWW/PH-II/10/2023-24/17

Name of the Work: **Improvement and strengthening of penstock gate at Clariflocculator No. 2 with allied works under WTP-II, GRWW.** Estimated Amount: **Rs. 2,30,617.00.** Earnest Money: **Rs. 4,612.00.** Period of Completion: **10 days.**

(3) NIT No.: WS/GRWW/WTP-II/02/2023-24/23

Name of the Work: **Modification and strengthening of clarifier foot bridge structure against clariflocculator No. 1 with other allied work at WTP-II, GRWW.** Estimated Amount: **Rs. 4,94,583.00.** Earnest Money: **Rs. 9,892.00.** Period of Completion: **21 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **15.01.2024 at 12 noon/17.01.2024 at 2 p.m. [For Sl. No. 2 & 3].** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The **Executive Engineer_Project (Water Supply), KMC** invites e-tender for the following works (submission of bid through online):

(1) NIeT No.: KMC/WS/PROJECT/66/2023-24

Name of the Work: **Construction of boundary wall at the Eastern side of Panchannagram Booster Pumping Station.** Estimated Amount: **Rs. 2,97,426.00.** Earnest Money: **6,000.00.** Time of Completion: **20 days.**

(2) NIeT No.: KMC/WS/PROJECT/67/2023-24

Name of the Work: **Construction of masonary inspection PIT and laying of SW pipe for drainage connection at the Western side inside Shitalakhola CBPS.** Estimated Amount: **Rs. 2,77,455.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Time of Completion: **10 days.** Last date and time of online submission of tender: **13.01.2024 at 5 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** For full and further details please visit the website **http://www.wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **[For Sl. No. 1 & 2].**

The Executive Engineer (Water Supply), North, KMC invites tender online in two bid system for the following work :

NIT No.: KMC/WS/N/23-24/20/91

Name of the Work: **Maintenance of bathing platfrom, UFW Stand Posts and allied work in Ward No. 20.** Estimate Amount: **Rs. 1,98,982.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **10.01.2024 upto 9 a.m.** The tender will be opened on: **13.01.2024 at 9 a.m.** The bid forms and other details will be available on and from **29.12.2023 after 2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer(E)/MGPS & WPS, Water Supply, KMC invites tender online in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/WS/WSQ/10/2023-24 (1st Call)

Name of the Work: **Replacement of 2 Nos. 10 H.P. Capacity Submersible Pump at Waste Water Chamber under Watgunge Water Treatment Plant.** Estimate Amount: **Rs. 4,91,021.60.** Earnest Money : **Rs. 9,850.00.** Period of Completion: **35 days.** Last date and time of submission of bid (online): **11.01.2024 upto 12 noon.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**

The O.S.D. & E.O., Director General (WS), KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):

(1) NIT No.: KMC/WS/C/BR-VI/SEC-H/06/23-24

Name of the Work: **Improvement of F.W. Supply at Uma Das Lane by Changing 100 MM dia pipe from 38, Rani Rashmoni Road to 20/21, Uma Das Lane in Ward No. 52.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,59,955.05.** Earnest Money: **Rs. 7,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/C/BR-VI/SEC-H/08/23-24

Name of the Work: **Improvement of F.W. Supply at Gowal Tuli Lane by laying 100 mm dia pipe from 5 to 9B, Gowal Tuli and laying upto 8/2B, and 11, Gowal Tuli Lane in Ward No. 52.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,74,981.77.** Earnest Money: **Rs. 3,500.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid (online): **08.01.2024 at 5 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** The tender open date and time: **11.01.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** For full and further details, please visit the website **http://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **[For Sl. No. 1 & 2].**

The Executive Engineer(WS)/Br-XI, KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):

(1) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/69/2023-24 Dated : 21.12.2023

Name of the Work: **Development of W/S networks by laying of 100 mm dia D.I. pipe line at Jora Bill H/O Bidut Pal, Kalpana Banik, Goutam Haldar, Pradip Pal etc. in Ward No. 114, Br.-XI.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,95,468.70.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **28 days.**

(2) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/68/2023-24 Dated : 21.12.2023

Name of the Work: **Development of W/S networks by laying of 100 mm dia D.I. pipe line at Thakur Para H/O Maa Kali Store to Gril Factory in Ward No. 114, Br.-XI.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,95,803.08.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of tender (online): **04.01.2024 at 5 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** Technical bid open date and time (online): **08.01.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details will be available shortly from the website **http://etender.wb.nic.in.** For full and further details, please visit the website **http://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason. **[For Sl. No. 1 & 2].**

CORRIGENDUM

(1) KMC/XIV/127/023/23-24/R (1st Call), (2) KMC/XIV/127/027/23-24/R (1st Call), (3) KMC/XIV/127/034/23-24/R (1st Call) published in this Newspaper on **14.12.2023 (Key No. 1097/23-24) of Engineering (Civil), Br.-XIV Department, Sl. No. 1, 2, 3.** The last date and time of submission of bid, **Sl. No. 1, 2, 3 will be read as 29.12.2023 at 12 noon** instead of 26.12.2023 at 12 noon. The tender will be open on **01.01.2024 at 12 noon** instead of 28.12.2023 at 12 noon. Other terms and condition remain unchanged.

(1) KMC/XIV/129/023/23-24/R (1st Call), (2) KMC/XIV/129/020/23-24/BS (1st Call), (3) KMC/XIV/119/014/23-24/R (1st Call) , (4) KMC/XIV/129/021/23-24/R (1st Call), (5) KMC/XIV/129/017/23-24/R (1st Call) published in this Newspaper on **14.12.2023 (Key No. 1097/23-24) of Engineering (Civil), Br.-XIV Department, Sl. No. 4, 5, 6. 7, 8.** The last date and time of submission of bid **Sl. No. 4, 5, 6, 7, 8 will be read as 29.12.2023 at 11 a.m.** instead of 26.12.202at 11 a.m. The tender will be open on **01.01.2024 at 11 a.m.** instead of 28.12.2023 at 11 a.m. Other terms and condition remain unchanged.

1162/23-24

জাতীয় দল ছেড়ে হঠাৎ কেন দেশে ফিরলেন কোহলি?

ডারবান, ২২ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় শিবিরে জোর ধাক্কা। মহম্মদ সামি ও ঈশান কিষাণের পর এ বার দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন বিরাট কোহলি? সূত্রের খবক, ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। জানা যাচ্ছে, আচমকা দল ছেড়ে দেশের দিকে রওনা দিয়েছেন কোহলি। হঠাৎ মাঝ পথে দলকে ফেলে কেন দেশে ফিরতে হল বিরাটকে? তবে শোনা যাচ্ছে, ২৬ তারিখের আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন কোহলি। বিসিসিআই সূত্র মারফত তাই খবর পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বকাপের পর টি-২০ সিরিজে খেলবেন না তা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এ বার টেস্টের ময়দানে কোহলির ব্যাটের ঝলক দেখার আশায় মুখিয়ে রয়েছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। তার আগেই আশঙ্কার মেঘ ভারতীয় শিবিরে। বিরাট যদি একান্তই না ফেরেন তবে খুব স্বাভাবিকভাবেই চাপ বাড়বে ভারতীয় শিবিরে। বিরাটের স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা অন্তঃসত্ত্বা। তবে কি অনুষ্কার কারণেই হঠাৎ দেশে ফিরতে হল বিরাটকে? যদিও এই বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। তিন দিন আগে মুম্বই থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে রওনা দেন কোহলি। আগামী ২৬ তারিখ থেকে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলবে মেন ইন ব্লু। সেই জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকায় উড়ে যান বিরাট। সব ঠিক থাকলে এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সারার কথা তাঁর। তবে আচমকা পারিবারিক কারণে দেশে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ এখনও মেটেনি নীল জার্সিদের। আন্তর্জাতিক ট্রফির খরা কাটাতে মরিয়া ভারত। বিশ্বকাপ শেষে অজিদের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ জিতেছে ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও জয়রথ ধরে রেখেছে টিম ইন্ডিয়া। বছরের শেষে প্রোটিয়াদের হারিয়ে যদি টেস্টেও জয় ছিনিয়ে নিতে পারে ভারত, তবে টি-২০ বিশ্বকাপের আগে কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে তারা। তবে বিরাট যদি না ফেরেন, তবে দলের জন্য তা বড় ক্ষতি হবে।

অজিদের বিরুদ্ধে জয়ের হাতছানি হরমনপ্রীতদের

মুম্বই, ২২ ডিসেম্বরঃ ইনিংসে জয় সম্ভব? বুক ঠুঁকে বলা না গেলেও প্রত্যাশা করাই যায়। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়াকে কখনও হারাতে পারেনি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ড্র অবধি সেরা সাফল্য। ঘরের মাঠে ১৯৮৪ সালের পর ফের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার সুযোগ এসেছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রথম দিন ছিল বোলারদের দাপট। তারকা সমৃদ্ধ অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিং লাইন আপকে মাত্র ২১৯ রানেই অলআউট করেছিল ভারত। প্রথম দিনের শেষ সেশনে ১ উইকেট হারিয়েই ৯৮ রান তুলে নিয়েছিলেন স্মৃতিরা। দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারত অনেকটাই এগিয়ে। আর এতে বাংলার অবদানও কম নয়। যা পরিস্থিতি, তাতে অস্ট্রেলিয়াার বিরুদ্ধে প্রথম বার টেস্ট জয়ের স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছে ভারতীয় শিবির। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত টেস্টে অভিষেক হয়েছিল জেমাইমা রডরিগজ ও শুভা সতীশের। দুই ব্যাটারই অভিষেক ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন। আঙুলের চোটে অজিদের বিরুদ্ধে টেস্ট থেকে ছিটকে যান শুভা সতীশ। স্কোয়াডে হরলীন দেওলের মতো সিনিয়র ক্রিকেটারও ছিলেন। টিম ম্যানেজমেন্ট ভরসা রেখেছিলেন রিচা ঘোষের ওপর। দু-বছর আগে এই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই টেস্ট অভিষেক হতে পারত রিচার। এ বার হল। প্রথম সুযোগেই বাজিমাত।

রিচার প্রধান ভূমিকা কিপিং। যদিও এই টেস্টে তাঁকে খেলানো হচ্ছে ব্যাটার হিসেবে। তিন নম্বরে নামার কথা ছিল। প্রথম দিনের শেষ বেলায় উইকেট পড়ায় রিচাকে নামানোর ঝুঁকি নেয়নি টিম। এ দিন স্নেহ রানা আউট হতেই চার ক্রিজে প্রবেশ রিচা ঘোষের। স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে জুটি গড়ার চেষ্টা করেন। যদিও স্মৃতি ফেরেন ৭৪ রানে। জেমাইমা রডরিগজের সঙ্গে বিধ্বংসী জুটি রিচার। পাওয়ার হিটিংয়ের জন্যই পরিচিত বাংলার এই কিপার-ব্যাটার। টেস্ট ক্রিকেটে ধৈর্যরও প্রয়োজন পড়ে। সেটাই দেখালেন। যেমন ডিফেন্স করছিলেন, তেমনই মারার বল পেলে তাঁকে আটকানো যায়নি। ১০৪ বলে ৫২ রানে ফেরেন রিচা। হাফসেঞ্চুরিতে ৭টি বাউন্ডারি। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি এল জেমাইমা এবং দীপ্তি শর্মার ব্যাটেও। জেমাইমা ৭৩ রানে ফেরেন। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ও যস্তিকা ভাটিয়া ভারসা দিতে পারেননি। আট নম্বরে নেমে ভারতের ভিত আরও মজবুত করেন দীপ্তি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন। অজিদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের শেষে ৭০ রানে অপরাজিত। দীপ্তির ব্যাটে টেস্ট সেঞ্চুরির অপেক্ষা। যোগ্য সঙ্গ দিচ্ছেন পূজা বস্ত্রকার। বল হাতে ৪ উইকেট। দিনের শেষে ৩৩ রানে অপরাজিত পূজা। পরিবারে সামনে টেস্ট অভিষেক। হাফসেঞ্চুরির ইনিংস। রিচার জীবনে ঐতিহাসিক মুহূর্ত। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে রিচা বলছেন, ‘‘টেস্ট অভিষেক হচ্ছে, জানতে পারার পর খুবই ভালো লেগেছিল। ক্যাপ দেওয়ার সময় স্মৃতি বুঝিয়েছিল- আমার মধ্যে কী উন্নতি হয়েছে, কী বিষয়ে উন্নতি করতে হবে, অভিষেক নিয়ে ভেবো না, অন্য ম্যাচের মতোই খেল। এতদিন যেটুকু প্র্যাক্টিস করেছিলাম, সে ভাবেই খেলাই লক্ষ্য ছিল। মারার বল পেলে মারবোই। ডিফেন্স-অ্যাটাক বলে কিছু ভাবিনি। সেশন ধরে খেলছিলাম।’’ দ্বিতীয় দিনের শেষে ৭ উইকেটে ৩৬৭ রান তুলে নিয়েছে ভারতীয় দল। সব মিলিয়ে ১৫৭ রানে এগিয়ে। ক্রিজে এখনও দীপ্তি-পূজা জুটি। আরও একশো রান যোগ করতে পারলে, এই টেস্টে ইনিংসে জয়ও সম্ভব ভারতের। সেই প্রত্যাশাই ভারতীয় শিবিরে।

অভিষেকেই হাফসেঞ্চুরি, সৌরভকে মনে পড়াচ্ছেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ

মুম্বই, ২২ ডিসেম্বরঃ অভিষেক টেস্ট খেলতে নেমেই আলোড়ন ফেলা দেওয়া ক্রিকেটার কারা? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সচিন তেন্ডুলকরের অভিষেক টেস্ট ফিরে ফিরে আসে আলোচনায়। ঠিক তেমনই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিষেক টেস্ট নিয়ে আজও গর্ব করে ভারত তথা বাংলা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পর পর দুটো সেঞ্চুরি করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আগমন হয়েছিল মহারাজের। এ বার বাংলারই আর এক ক্রিকেটার অভিষেকেই আলোড়ন ফেলে দিলেন। শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেই করলেন দুরন্ত হাফসেঞ্চুরি। ওয়াংখেড়েতে মিডল অর্ডারে নেমে শুধু যে ভারতীয় ব্যাটিংকে স্বস্তি দিলেন তাই নয়, বড় রানের ইঙ্গিতও রেখে গেলেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সপ্তাহখানেক আগেই টেস্ট জিতেছেন ভারতের মেয়েরা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও দুরন্ত এগোচ্ছে হরমনপ্রীত কৌরের টিম। প্রথম ইনিংসে অজিরা ২১৯ রানে শেষ হয়ে যায়। জোনাসেন, গার্ডনারদের আগ্রাসী বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ভারত একটা সময় চাপেও পড়ে গিয়েছিল। ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ৭৪ রানের ইনিসং খেলে ফেরার পরই চাপে পড়ে যায় টিম। পর পর ফিরে যান শেফালি ভার্মা (৪০) ও স্নেহ রানা (৯)। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে রিচা তখনই শক্ত হাতে ধরে নেন টিমের রাশ। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন জেমাইমা রড্রিগস। তিনিও ১২১ বলে ৭৩ রান করে আউট হন। দেশের হয়ে ১৭টা ওয়ান ডে ও ৪১টা টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন বাংলার রিচা। ওয়ান ডে-তে ৬৫ সর্বোচ্চ। টি-টোয়েন্টিতে ৪৭ নট আউট। প্রয়োজনে কিপিং, বোলিং সবই করতে পারেন ২০ বছরের মেয়ে। ভারতের মেয়েরা যত বেশি সাদা বলের ক্রিকেট খেলেন, টেস্ট ততটা নয়। ইদানীং সেই ছবিটা বদলাচ্ছে। রিচার টেস্ট অভিষেকের সাক্ষী থাকার জন্য বাবা ও মা হাজির ছিলেন ওয়াংখেড়েতে। সেখানেই ৯৮ বলে ৫০ করেন রিচা। মেরেছেন ৭টা চার। ধৈর্য, বল অনুযায়ী স্ট্রোক, স্ট্রাইক রোটেট করা, বড় রানের খিদে-এই সব কারণেই রিচা ইদানীং আলোচনায় ঢুকে পড়েছেন। তবে হাফসেঞ্চুরি করার পরই থামতে হল রিচাকে। ৫২ রান করে ফিরে গিয়েছেন বাংলার মেয়ে। সেঞ্চুরি হয়তো মিস করলেন, তবে অভিষেকেই এই হাফ সেঞ্চুরি তাঁকে আরও পরিণত করবে।

আরসিবি নয়, আইপিএলে দারুণ ফল করবে এই দুটো টিম, কেকেআর কেন তালিকায় নেই এবিডি'র?

কেপটাউন, ২২ ডিসেম্বরঃ দুবাইয়ে আইপিএলের মিনি নিলামের পর আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে, কোন টিম চ্যাম্পিয়ন হতে পারে? আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বার খেতাব জয়ের রেকর্ড রয়েছে দুটো টিমের, চেন্নাই সুপার কিংস ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। রোহিত শর্মার ক্যাপ্টেন্সিতে ৭ বছরে ৫ বার খেতাব জিতেছে মুম্বই। গতবার মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে আবার পাঁচ বার আইপিলের ট্রফি জয়ের রেকর্ড করে ফেলেছে সিএসকে। ধোনি আগামী আইপিএলেও খেলবেন। কিন্তু রোহিত শর্মাকে নেতা হিসেবে দেখা যাবে না। মুম্বইয়েই খেলবেন কিনা, তা নিয়েও রয়েছে সংশয়। তার পরও আইপিএলকে হাতের তালুর মতো চেনা এক ক্রিকেটার কিন্তু কোন দুটো টিম আগামী আইপিএলে ভালো পারফর্ম করবে, ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। কে তিনি? এবি ডি'ভিলিয়ার্স। কোন দুটো টিম? মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও চেন্নাই সুপার কিংস। আরসিবিকে না রেখে অন্য দুটো টিমকে বাছলেন কেন এবিডি? নিজের ইউটিউব চ্যানেলে সম্প্রতি কিছু সমর্থকের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, নিলামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কি অন্য টিমগুলোর থেকে বেশি স্মার্ট ছিল? এবি বলেছেন, ‘‘মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস সহ আরও কয়েকটা টিম ভালো ক্রিকেটার কিনেছে। নিলামে ওরা একটা লক্ষ্য নিয়ে গিয়েছিল। নিলামে ভালো ক্রিকেটার কেনার অর্থই হল আইপিএলে ভালো পারফর্ম করা। ওরা কিন্তু প্রয়োজন মতো ক্রিকেটার কিনেছে। আবেগপ্রবণ হয়ে টিম গড়েনি।’’ একই সঙ্গে প্রশ্ন করা হয়, মিচেল স্টার্ককে ২৪.৭৫ কোটি টাকা দর দিয়ে কেকেআরের কেনার কোনও মানে আছে কি? প্যাট কামিন্সের জন্য কেনই বা হায়দরাবাদ? এই প্রশ্নে তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট মহল। ভারতের বাইরেও অনেকে এই নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। গৌতম গম্ভীরের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার এমন ভুল করলেন কেন? এই প্রথম আইপিএলে দু'জন ক্রিকেটার ২০ কোটির বেড়া ভেঙে দিলেন। এবিডি বললেন, ‘‘কামিন্স, স্টার্ক দু'জনেই ভালো প্লেয়ার। কিন্তু এত দাম দিয়ে কেনার মতো? আসলে এ বারের আইপিএল নিলামে জোরে বোলারদের ডিমান্ড ছিল বেশি। যখন ডিমান্ড বেশি থাকে, তখন দামও বেড়ে যায়।’’

মোদিকে চিঠি লিখে পদ্মশ্রী ফেরালেন বজরং পুনিয়া, ফেডারেশনে ব্রিজভূষণের প্রভাব 'মানব না'

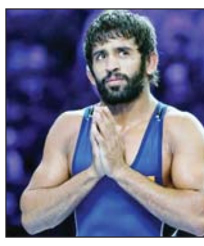

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বরঃ ব্রিজভূষণ সিংয়ের ছায়াসঙ্গী সঞ্জয় সিংয়ের সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থার প্রেসিডেন্ট ঘোষণাকে মানতে পারছেন না নামী কুস্তিগিররা। এর আগে সাক্ষী মালিক এই ঘটনায় অবসর নিয়ে ফেলেছিলেন। আর সেই একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বজরং পুনিয়া পদ্মশ্রী পুরস্কার ফিরিয়ে দিলেন, এমনটাই সিদ্ধান্ত নিলেন অলিম্পিক পদকজয়ী। বজরং ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছেন তিনি পদ্মশ্রী ফিরিয়ে দিতে চান। সেই নিয়ে তিনি একটি মিডিয়া বিবৃতিও দিয়েছেন। তাতে বলেছেন, 'কুস্তি নির্বাচনে প্রহসন হয়েছে, আমাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম, কিন্তু আমাদের হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অন্যায় চলতে পারে না।' তারকাদের বড় অভিযোগ, মহিলা শিক্ষার্থী কুস্তিগিরদের দিনের পর দিন যৌন হয়রানি করেছেন বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ সিং। সেই নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে এসেছেন বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিকরা। প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে বজরং লিখেছেন, 'আমরা চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ব্রিজভূষণ সিং নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে আসছি। এই নিয়ে আমরা দিল্লির রাস্তায় ধর্নাও দিয়েছিলাম। আমাদের ধর্না থেকে উঠে যেতে বলেছিল কেন্দ্র সরকার। তারা আশ্বাস দিয়েছিল দ্রুত বিষয়টির সমাধান করবেন। কিন্তু তিন মাস পেরিয়ে গিয়েছে, কিছুই হয়নি। দেশের মহিলা কুস্তিগিররা আদৌ সুরক্ষিত নয় এই ঘটনায়। কারণ কুস্তি সংস্থার মাথায় সেই ব্রিজভূষণের লোকই চেয়ারে বসেছেন।' শুধু তাই নয়, বজরং আরও লিখেছেন, 'গত এপ্রিল মাসে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের কাছে এফআইআর করা হয়। তারপর সেই নিয়ে কী তদন্ত এগিয়েছে, তা নিয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলাও হচ্ছে না। আমরা কোনওভাবেই ওই অভিযুক্ত কর্তার প্রভাব মানব না। ব্রিজভূষণ ক্ষমতায় না থাকলেও তাঁর লোকই বসেছে চেয়ারে, তাই সেই একই বিষয় থাকবে। এতে কোনওভাবেই কুস্তিগিররা সুরক্ষিত থাকবে না।'

রোহিতদের বিরুদ্ধে সিরিজের পরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন এলগার

কেপটাউন, ২২ ডিসেম্বরঃ টি২০ সিরিজ ড্র হওয়ার পর একদিনের সিরিজ পকেটে তুলে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হারতে হয় দক্ষিণ আফ্রিকাকে। দ্বিতীয় ম্যাচে কামব্যাক করেও, তৃতীয় ম্যাচে জয় পায়নি এডেন মার্করাম ও তাঁর বাহিনী। বড় ব্যবধানে পরাজিত হয় তাঁরা। এবার 'মেন ইন ব্লু'র থেকে বদলা নিতে হলে প্রোটিয়াদের জিততে হবে আসন্ন টেস্ট সিরিজ। তবে এরই মাঝে বড় ঘোষণা করে দিয়েছেন দলের তারকা ব্যাটার ডিন এলগার। তিনি জানিয়েছেন যে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নেবেন। পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন, যে তিনি কৃতজ্ঞ দেশের ক্রিকেট বোর্ডের কাছে তাঁকে দলে সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং ১২ বছরের এই সফর তিনি চিরকাল মনে রাখবেন। ঝুলিতে রয়েছে একাধিক অর্ধশতরান এবং শতরান। এবার ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ) একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে, যেখানে জানানো হয়েছে ডিন এলগারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নেওয়ার ঘোষণার কথা। বিবৃতিতে এলগার বলেছেন, ‘‘সব ভালো জিনিসেরই একটা শেষ থাকে। ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজই আমার জীবনের শেষ খেলা হবে। আমি এই বিষয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। এই খেলা আমাকে অনেককিছু দিয়েছে। এরপর আমি আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলব না। কেপটাউন আমার খুবই প্রিয় স্টেডিয়াম। কারণ এখানেই আমি আমার প্রথম রানটি করেছিলাম এবং শেষ রানটি এখানেই করব।’’ এছাড়াও ডিন জানিয়েছেন যে ক্রিকেট তাঁর সবকিছু এবং তিনি ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটার হতে চেয়েছিলেন। তিনি জানান, ‘‘ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেট আমার প্রিয় খেলার মধ্যে একটি ছিল। আমার স্বপ্নই ছিল যে আমি বড় হয়ে ক্রিকেটার হবো। শেষ পর্যন্ত হতে পেরে আমি খুব খুশি হয়েছি। আন্তর্জাতিক স্তরে নিজের দলকে প্রতিনিধিত্ব করেছি, এই কথা ভাবলেই আমার আজও খুশি লাগে এবং গর্ববোধ হয়। ১২ বছর ধরে দলের সঙ্গে আমি একাধিক সফরে গিয়েছি খেলতে এবং অনেককিছু পেয়েছি এরমধ্যে। এগুলি আমার চিরকাল মনে থাকবে। আমি বোর্ডের কাছে কৃতজ্ঞ আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি সত্যিই নিজেকে আজ ভাগ্যবান মনে করি এই কারণে।’’

ঘরের মাঠে প্রথম আই লিগের ম্যাচ, উত্তেজনায় ফুটছে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ মেয়েদের আই লিগে শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের। প্রথম ম্যাচে ওড়িশা স্পোর্টসকে হারিয়েছিল লাল হলুদ ব্রিগেড। যদিও গত ম্যাচে বেঙ্গালুরুর কিকস্টার্ট এফসির কাছে হার। মূলত ডিফেন্সের ভুলেই ডুবেছিল ইস্টবেঙ্গল। এ বার ইস্টবেঙ্গল মাঠে ম্যাচ খেলবেন সুলঞ্জনা, তৃষা মল্লিকরা। প্রতিপক্ষ সেতু এফসি। এই ম্যাচ নানা দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েদের আই লিগে প্রথম বার হোম গ্রাউন্ডে খেলার মাইলফলকের সামনে। উত্তেজনায় ফুটছে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দল। কন্যাশ্রী কাপে ঘরের মাঠে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের। সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টের উন্মাদনা আলাদা। ঘরের মাঠের সমর্থন। এর চেয়ে বড় শক্তি কী হতে পারে? তৃষা মল্লিক, সুলঞ্জনা রাউল, তুলসী হেমব্রমরা প্রস্তুত ঘরের মাঠের সমর্থকদের সামনে খেলার জন্য। গত ম্যাচে হারের ধাক্কা লেগেছে। ঘরের মাঠে ঘুরে দাঁড়ানোই লক্ষ্য।

অবসরের পরে কী করবেন ধোনি? নিজেই জানিয়ে দিলেন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বরঃ সেই আলোচনা সমানে চলেছে। যেখানে এম এস ধোনি কবে পাকাপাকিভাবে অবসরে যাবেন, সেই নিয়ে নিরন্তর কথা হয় চায়ের টেবিলে। গতবার আইপিএল শেষে সঞ্চালক হর্ষ ভোগলে প্রশ্নই করে বসেছিলেন, ‘‘ধোনি আপনার কাছে সবাই জানতে চাইছে, আর কতদিন এই মিথ চলবে? নাকি এবারই শেষ!’’ ধোনিও গতবার খেতাব জয়ের পরে জানিয়ে দিয়েছিলেন, অবসর নিয়ে তিনি এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চান না। বরং বলেছিলেন, ‘‘আমি আইপিএলের জন্য তিন মাস কঠোর প্রস্তুতি সারি। তারপর খেলতে নামি। তাই সামনের বারের আইপিএলের আগে অনেক সময়, তাই ভাবারও সময় পড়ে রয়েছে।’’ ধোনি ২০২৪ সালের আইপিএল খেলবেন, এমনটাই ঠিক রয়েছে। চেন্নাই সুপার কিংস এবারও ধোনিকে দলের নেতৃত্ব দেবেন, এমনটাই ভাবা হচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি মাহি অবসরের পরে কী করবেন, সেই নিয়ে একটি প্রসঙ্গ উঠেছিল। ধোনিকে ওই অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি অবসরের পরে কী করবেন, ভেবেছেন কিছু? জবাবে ভারতীয় দলের প্রাক্তন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক বলেছেন, ‘‘আমি এখনও খেলছি। তাই খেলা ছাড়ার পরে কী করব, সেটা একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন।’’ ধোনি এও বলেছেন, ‘‘খেলা থেকে অবসর নিয়ে আমি কী করব, সেটি নিয়ে আমি কখনও চিন্তা করি না। ক্রিকেট থেকে অবসরের পর আমি কী করি, এটি দেখাটা খুব মজার হবে। আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমি দীর্ঘ সময় কাটাতে চাই। কারণ, শেষ কয়েক বছর ধরে আমি আর্মির কোনও কাজ করতে পারছি না।’’

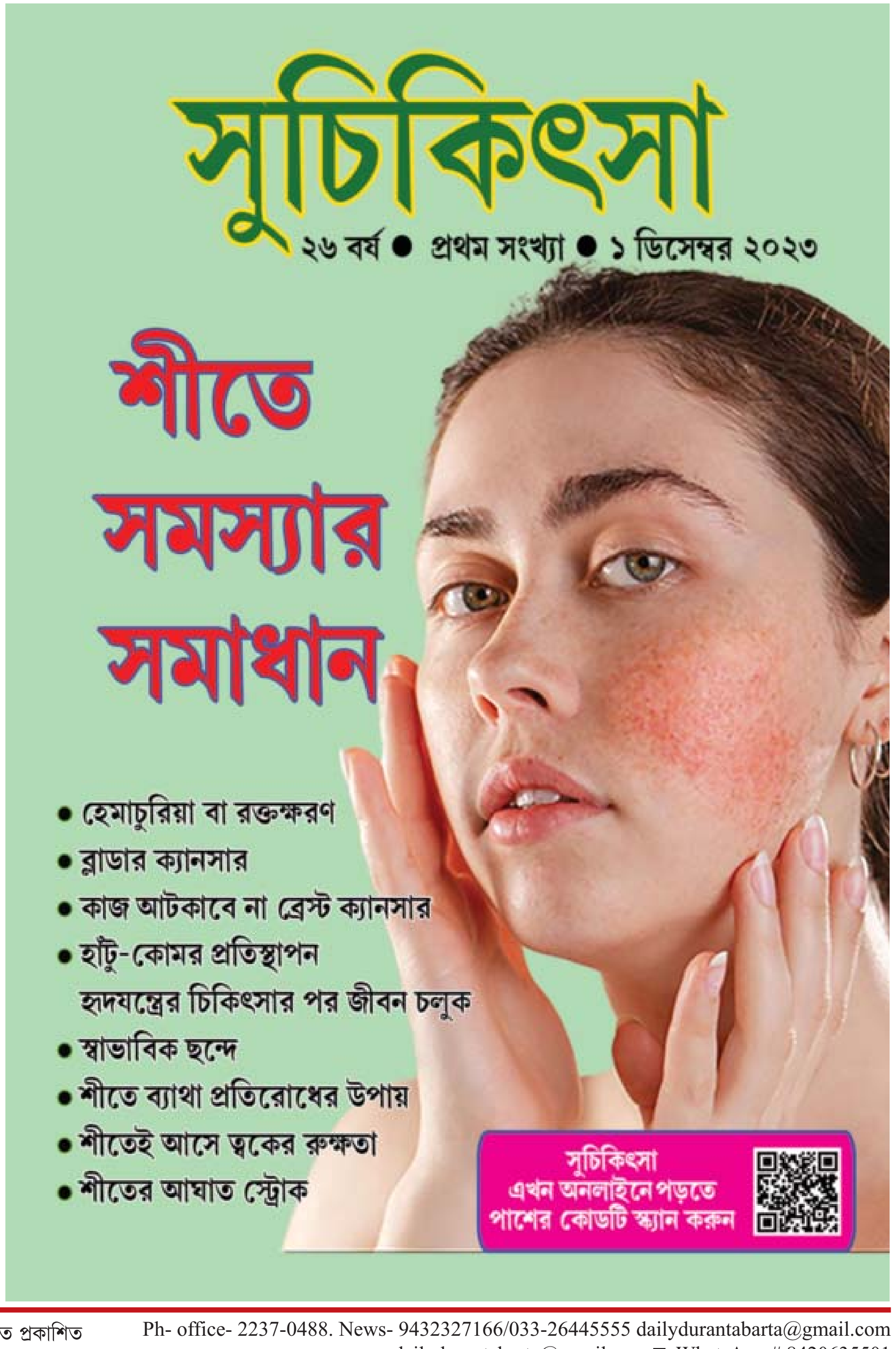

বছর শেষে শীর্ষে, যে কারণে আশাবাদী হতে পারে রিয়াল মাদ্রিদ

মাদ্রিদ, ২২ ডিসেম্বরঃ লা লিগার এখন প্রায় মাঝপথ। বেশির ভাগ দলই ১৮টি করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে। রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থকেরা চাইলে পরিসংখ্যানে তাকিয়ে কার্লো আনচেলত্তির দলকে এখনই চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করতে পারেন! ভ্রূকুটির আগে পুরোটা শুনুন। ১৯৬১-৬২ ও ১৯৭১-৭২ মরসুমে লিগের ১৮ ম্যাচ পর্যন্ত এসে ১১টি করে গোল হজম করেছিল রিয়াল। লা লিগার এই পথটুকু (১৮ ম্যাচ) পর্যন্ত ক্লাবটি সবচেয়ে কম গোল হজমের নজির গড়েছিল এই দুটি মরসুমে এবং দুবারই তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবার ১৮ ম্যাচ শেষেও রিয়ালের জালে গোলসংখ্যা ১১। তাহলে কি রিয়াল এবারও চ্যাম্পিয়ন? সময়ই তা বলে দেবে। আপাতত লা লিগা টেবিলের শীর্ষে থেকে বছর শেষ করা নিশ্চিত করেছে রিয়াল। গতরাতে আলাভেজের মাঠে ১০ জন নিয়ে ১-০ গোলে জিতেছে আনচেলত্তির দল। তবে যোগ করা সময়ে লুকাস ভাসকেজ গোল না করলে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে বছর শেষ করা হতো না রিয়ালের। রিয়াল বেতিসের মাঠে আগের ম্যাচে জিরোনা ১-১ গোলে ড্র করায় এবং তারপর রিয়াল নিজেদের ম্যাচটা জেতায় শীর্ষে উঠতে পেরেছে। ১৮ ম্যাচে রিয়াল এবং জিরোনার সংগ্রহ সমান ৪৫ পয়েন্ট করে। গোল ব্যবধানে পিছিয়ে দুইয়ে নেমে গেছে জিরোনা (২১), শীর্ষে রিয়াল (২৮)। আনচেলত্তির দলের জয়টা যে মোটেও সহজ হয়নি, তা স্কোরকার্ড দেখলেই বোঝা যায়। ৫৪ মিনিটে ডিফেন্ডার নাচো লাল কার্ড দেখে বের হয়ে যাওয়ার পর ১০ জনে পরিণত হয়েছিল রিয়াল। এরপর

আলাভেজ ফরোয়ার্ড সামু ওমরদিওনকে স্লাইডিং ট্যাকল করে লাল কার্ড দেখে নাচো সে ব্যাপারটাও বেশ ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছিলেন। একজন কম নিয়ে খেললে গোল হজমের শঙ্কাটা যে বাড়ে। শেষ পর্যন্ত টনি ক্রুসের কর্নার থেকে ভাসকেজ গোল করায় পূর্ণ ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পেরেছে রিয়াল। লা লিগার এই মরসুমে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচে যোগ করা সময়ে পাওয়া গোলে জয় পেল রিয়াল। বার্সেলোনা ও হেতাফের বিপক্ষে যোগ করা সময়ে গোল করে জিতিয়েছিলেন জুড বেলিংহাম। এরপর গতরাতে জেতালেন ভাসকেজ। ২০০৮-০৯ মরসুমের পর এই প্রথম এক মরসুমে তিনটি ম্যাচে যোগ করা সময়ে পাওয়া গোলে জিতল রিয়াল। জয়ের পর রিয়াল কোচ আনচেলত্তি বলেন, ‘‘আমি মনে করি শেষ পর্যন্ত জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। লুকাস ভাসকেজ দুই ম্যাচে বক্সে নিজের কাজটা করেছে। আজ (গত রাত) গোল করেছে এবং ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে গোল বানিয়েছে। সে দেখতে ছোটখাটো মনে হলেও বিপজ্জনক।’’ তবে যোগ করা সময়ে হেড থেকে ফুলব্যাক ভাসকেজের গোলে পাওয়া জয়ে যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, আনচেলত্তির আক্রমণভাগ কি নখদন্তহীন ছিল? বলতে গেলে ঠিক সেটাই। প্রায় কোনও সুযোগই তৈরি করতে না পারা রিয়াল পয়েন্ট ভাগাভাগির দিকেই এগোচ্ছিল। আনচেলত্তির দুশ্চিন্তার জায়গাও আছে। নাচো বের হয়ে যাওয়ার পর মিডফিল্ডার লুকা মদরিচকে তুলে অঁরেলিয়ে চুয়ামেনিকে নামাতে বাধ্য হন আনচেলত্তি। ফরাসি ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার খেলেছেন নাচোর পজিশনে। সামলেছেন রক্ষণ। এই রক্ষণ নিয়েই দুশ্চিন্তায় পড়তে পারেন ইতালিয়ান কোচ। চোটের যে মিছিল চলছে! গোলকিপার থিবো কোর্তোয়া ও সেন্টারব্যাক এদের মিলিতাওয়ের পর গত রবিবার ডিফেন্ডার ডেভিড আলাবাও চোটে পড়েন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে উইঙ্গার রদ্রিগোর চোট। গত রাতে যোগ করা সময়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ব্রাজিল তারকা। ২ জানুয়ারি পর্যন্ত শীতকালীন বিরতির পর ৩ জানুয়ারি লিগে নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে মায়োর্কার মুখোমুখি হবে রিয়াল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501